উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮২,৬৩৪.৪৮ (+৬৩.৫৭)

নিফটি : ২৫,২১২.০৫ (+১৬.২৫)

ভিটে সংস্কারে আগ্রহী মোদি সরকার

ময়মনসিংহে খণ্ডহরে পরিণত হওয়া বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক ভিটের সংস্কারে শরিক হতে আগ্রহ প্রকাশ করল মোদি সরকার। » ৭

গান্ধির ছবির দাম পৌনে ২ কোটি

মহাত্মা গান্ধির বিরলতম প্রতিকৃতি নিলামে বিক্রি হল পৌনে ২ কোটি টাকায়। প্রায় একশো বছর আগে গান্ধির জীবনের বিরল মুহূর্ত ধরা পড়েছিল এক বিদেশি চিত্রশিল্পীর তুলিতে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৫°	৩৩°	২৬°	৩৩°	২৬°	৩৩°	২৬°

কোহলিকে অনুসরণ করেই বিপদে গিল » ১১

৩২ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 17 July 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 60

বাঙালিই ভোট-অস্ত্র

ছাব্বিশের ভোট-ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী বিধানসভা ভোটে যে বাঙালি হেনস্তা অন্যতম ইস্যু, তা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। বিজেপিও ছেড়ে কথা বলবে না বলে পালটা হুংকার দিচ্ছে। অতএব এই ভোটেও জমবে 'খেলা'।

'২৬-এ বাংলা, তারপর দিল্লি'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জুলাই : অস্ত্র ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তা। লক্ষ্য দিল্লি। তৃণমূলের রাজনৈতিক রোডম্যাপ স্পষ্ট করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২১শে জুলাই কলকাতায় দলের মেগা ইভেন্ট শহিদ স্মরণ সমাবেশের আর এক সপ্তাহও বাকি নেই। তার আগেই বুধবার কলকাতার রাজপথে মিছিল শেষে একইসঙ্গে বার্তা দিলেন বিজেপি ও 'ইন্ডিয়া' জোটের অন্য শরিকদের।

ভিনরাজ্যে বাঙালিকে হয়রানি, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা ও বাংলা ভাষাকে অপমানের অভিযোগে বুধবার পথে নেমেছিলেন মমতা। দলের ঐক্যবদ্ধ চেহারা তুলে ধরতে তাঁর পাশে গোটা মিছিলই হেঁটেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃষ্টি সত্ত্বেও ভিড়ে ঠাসা মিছিল শেষে পথসভায় রাজনৈতিক বার্তাটি জানিয়ে দিলেন তৃণমূল নেত্রী।

'আমি বাংলা ভাষাতেই কথা বলব, ক্ষমতা থাকলে আমাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখুন' বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তিনি বলেন, 'বিজেপি জেনে রেখো, খেলা হবে। আগামীদিন ভয়ংকর। তোমরা ক্ষমতায় থাকবে কি না, সেটা আগে বিচার করো, তারপর বাঙালিকে মেরো।' দিন কয়েকের মধ্যে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সভা করবেন দুর্গাপুরে।

তার আগে প্রধানমন্ত্রীকেই নিশানা করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'মোদিজিকে বলছি, সতর্ক করে গেলাম। মারব না, কাটবও না। আমি তোমাদের মতো নই। আমরা তোমাদের ভাষায় কথা বলি না। কিন্তু অত্যাচার বন্ধ না হলে তোমাদের কী করে থামাতে হয়, আমরা জানি। মানুষই সেটা করে দেবে।'

তারপরই ঝুলি থেকে বেরোল রাজনৈতিক লক্ষ্যটা। মমতা বলেন, '২৬-এ বাংলা। তারপরের নির্বাচনে দিল্লি দখল করব। এবার 'ইন্ডিয়া'র সরকার হবে।' এই মন্তব্যে যেন তিনি বুঝিয়ে দিলেন, দিল্লি দখলের জন্য তিনি 'ইন্ডিয়া' জোটের নেতৃত্ব দিতেও রাজি। বারেবারেই ভাষণে শুধু ভিনরাজ্যে বাঙালির হেনস্তা নয়, টেনে এনেছেন কোচবিহারের বাসিন্দাকে অসম সরকারের এনআরসি নোটিশ পাঠানো থেকে শুরু করে রাজবংশীদের বাংলাদেশে পুশব্যাকের প্রসঙ্গ।

তাঁর প্রশ্ন, 'কোন অধিকারে অসম সরকার এরাজ্যের বাসিন্দাকে নোটিশ পাঠিয়েছে? কেন রাজবংশীদের পুশব্যাক করা হচ্ছে? আমরা সব ভাষাকে সম্মান করি মানে এই নয় যে, আপনারা বাঙালিদের ওপর অত্যাচার করবেন। বাংলায় কথা বললে সে রোহিঙ্গা? ওদের কাছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড রয়েছে। তাহলে কেন অত্যাচার?' দেশে জরুরি অবস্থার জন্য ইন্দিরা গান্ধির সমালোচনা

এরপর দশের পাতায়

বৃষ্টিতে ভিজেই মিছিলে হাঁটলেন মমতা-অভিষেক। -আবির চৌধুরী

আমি বাংলা ভাষাতেই কথা বলব, ক্ষমতা থাকলে আমাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখুন

বিজেপি জেনে রেখো, খেলা হবে। আগামীদিন ভয়ংকর। তোমরা ক্ষমতায় থাকবে কি না, সেটা আগে বিচার করো, তারপর বাঙালিকে মেরো।

'২৬-এ বাংলা। তারপরের নির্বাচনে দিল্লি দখল করব। এবার 'ইন্ডিয়া'র সরকার হবে।

বাঙালির কফিনে শেষ পেরেক ঠুকলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁর এমন আন্দোলনের জন্য যদি প্রতিটি রাজ্যে প্রাদেশিকতার জন্ম নেয়, তবে তা ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে।

ভিনরাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এরাজ্যে জাল আধার, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট তৈরির কারবার বন্ধের প্রয়োজন।

আনন্দময়ী কালীবাড়িতে পুজো দিচ্ছেন শমীক। শিলিগুড়িতে।

মমতাই বিপদে ফেলছেন, বোঝাবে পদ্ম

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই : ছাব্বিশের ভোটে বাঙালি আবেগে শান দিতে চাইছে তৃণমূল। ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তা নিয়ে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসক দল। বুধবার কলকাতার রাজপথে মিছিলেও হেঁটেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ঠিক সেদিনই উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঙালি বিতর্কে পালটা মুখ্যমন্ত্রীকেই নিশানা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সেইসঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন, এই ইস্যুতে 'খেলা হবে' জোরদার।

শমীকের দাবি, ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের বিপদে ফেলছেন মমতাই। শিলিগুড়িতে শমীক বলেছেন, 'বাঙালির কফিনে শেষ পেরেক ঠুকলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁর এমন আন্দোলনের জন্য যদি প্রতিটি রাজ্যে প্রাদেশিকতার জন্ম নেয়, তবে তা ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করা এরাজ্যের প্রায় ৪০-৫০ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক যদি ফিরে আসেন, তবে রাজ্য তাঁদের কাজ দিতে পারবে তো?'

তাঁর দাবি, তৃণমূল নেত্রীর এহেন আন্দোলনের জেরে ভিনরাজ্যে কাজ করা শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সেই আতঙ্কের কথা তাঁরা টেলিফোন করে জানাচ্ছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের সিংহভাগই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। তৃণমূলের আন্দোলনের জেরে তাঁদের বিপদ নিশ্চিত বোঝাতে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় এমন প্রচারে জোর দেওয়া হচ্ছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। যার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে রাজ্য বিজেপির সভাপতির বক্তব্যে। শমীকের তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত, 'ভারতীয় মুসলিমদের সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধ নেই।'

বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা আক্রান্ত, তাঁদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে পুশব্যাক করা হচ্ছে, এমন অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। সংখ্যালঘু ভোটের একশো শতাংশ সুনিশ্চিত করতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় পদযাত্রা করেছেন, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই পরিস্থিতিতে 'হাটে হাঁড়ি ভাঙতে' মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পালটা প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। তৃণমূল নেত্রীর আন্দোলন ভারতীয় মুসলিমদের বিপদ ডেকে আনবে, বিজেপি এমন প্রচার চালাবে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরের মতো মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতে।

বাম জমানায় প্রকাশিত সাচার কমিটির রিপোর্টে স্পষ্ট হয়েছিল, এরাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের করুণ পরিস্থিতি। তার পরবর্তী তৃণমূলের জমানায় পরিস্থিতির যে তেমন কোনও বদল ঘটেনি,

এরপর দশের পাতায়

বাংড়ি নদীতে আটকে যাওয়া বেসরকারি বাস।

হড়পায় মাঝনদীতে আটকে বাস

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৬ জুলাই : আরেকটা মাল নদীর মতো দুর্ঘটনা অল্পের জন্য ঘটল না। রক্ষা পেলেন ৪২ জন বাসযাত্রী। তাঁদের মধ্যে আবার ছিল ২০ জন পড়ুয়াও। হড়পা যে কী ভয়ংকর, তা অবশ্য বুধবার হাড়ে হাড়ে টের পেলেন টোটোপাড়া থেকে মাদারিহাটগামী সেই বেসরকারি বাসের যাত্রীরা।

এদিন সকাল ১০টা নাগাদ টোটোপাড়া থেকে রওনা দেয় সেই বাস। হান্টাপাড়ার কাছে বাংড়ি নদী পার হওয়ার সময় হঠাৎ চলে আসে হড়পা। বাসটি মাঝনদীতে যাত্রীদের নিয়ে আটকে যায়। সাড়ে ১০টা নাগাদ এমন ঘটনায় বাসের ভেতর থাকা যাত্রীরা আতঙ্কে চিৎকার শুরু করে দেন। তবে শেষ পর্যন্ত যাত্রীরা নিরাপদেই বাস থেকে নেমে পাড়ে ওঠেন।

পাহাড়ি এই নদীতে গভীর জল না থাকলেও খরস্রোতা। ফলে যাত্রীরা বাস থেকে নামার সময় জামাকাপড় হাঁটু পর্যন্ত ভিজে যায় অনেকেরই। তবে, এই ডামাডোলে অনেকখানি সময় পেরিয়ে যায়। ফলে সেই বাসে যেসব পড়ুয়ারা ছিল, তারা আর শেষপর্যন্ত স্কুলে যেতে পারেনি। দুপুর দেড়টা নাগাদ উলটো দিক থেকে একটি গাড়ি এসে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। বাসটি উদ্ধার করতেও ঘণ্টা চারেক লেগে যায়।

এদিন হড়পায় কেবল সেই বাসের যাত্রীরা যে বিপাকে পড়েছিলেন তা নয়। এই ঘটনায় নদীর পাড়ে আটকে যায় কেন্দ্র সরকারের একটি পরিদর্শক টিমও। কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখার কথা ছিল তাদের। গন্তব্য ছিল টোটোপাড়া। মাদারিহাটের বিডিও ও যুগ্ম বিডিও এই পরিদর্শক টিমের সঙ্গে ছিলেন। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে যান মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদার। পরে ক্রেন ও আর্থমুভার নিয়ে দুপুর দেড়টা নাগাদ বাসটি নদী থেকে তুলে যোগাযোগ স্বাভাবিক করা হয়।

সেই বাস প্রতিদিন মাদারিহাট থেকে টোটোপাড়া দু'বার যাতায়াত করে। সেইমতো এদিনও বাসটি মাদারিহাটের দিকে আসছিল। বাসের চালক জামাল মিয়াঁর কথায়, 'দয়ামারা, হাউড়ি, তিতির মতো এতগুলি নদী পার হয়ে এসেছিলাম।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

এসএসসি'র বিধিই বহাল

» পাঁচের পাতায়

মাদকের কারবারে 'পান্ডা' কিশোর

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৬ জুলাই : ফালাকাটায় এতদিন ব্রাউন সুগারের মতো নেশার সামগ্রী পাচারের ঘটনায় পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাও ধরা পড়েছে। তবে এবারই প্রথম এই পাচারের ঘটনায় ধরা পড়ল ১৬ বছরের এক কিশোর। পুলিশ সূত্রের খবর, ফালাকাটার সাতপুকুরিয়া গ্রামে ওই নাবালকের বাড়িতেই বসত নেশার আসর। সেখান থেকে ব্রাউন সুগার বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হত। কয়েক মাস আগে ওই নাবালকের মাকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল।

এবার সেই বাড়িতেই মালদা থেকে এক ব্যক্তি ব্রাউন সুগার সহ অন্যান্য নেশার সামগ্রী পৌঁছে দিতে আসে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এই চক্রকে ধরার চেষ্টা করে পুলিশ। বুধবার মালদা থেকে আসা ওই ব্যক্তি ও সাতপুকুরিয়ার কিশোরকে ব্রাউন সুগার সহ হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ। এভাবে কিশোর বয়সে নেশার সামগ্রী পাচারের ঘটনায় উদ্বিগ্ন ফালাকাটাবাসী।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্যের কথায়, 'নেশার সামগ্রী সহ প্রদীপ দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর ১৬ বছরের ওই কিশোরকে আটক করে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের হোমে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে এনডিপিএস আইন অনুযায়ী কেস চালু করা হয়েছে। আদালতে তোলার পর ধৃত ব্যক্তিকে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হবে।'

ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতপুকুরিয়া ও বানিয়াপাড়া এলাকায় ব্রাউন সুগার, সিডেটিভ ড্রাগস ও কাফ সিরাপ বাইরে থেকে আসতে পারে বলে গোপন সূত্রে জানতে পারে পুলিশ। সেই অনুযায়ী ফালাকাটা থানার এসআই মিঠুন বর্মন ও এএসআই তাপস রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ সাতপুকুরিয়ায় ওঁত পেতে থাকে। ধৃত প্রদীপ মালদা থেকে এই এলাকায় আসে। তবে পুলিশ জানিয়েছে, প্রদীপের বাড়ি ফালাকাটা শহরেই।

এরপর দশের পাতায়

বদলি বন্ধে বিপাকে পঠনপাঠন

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই : কোনও প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় শিক্ষক বেশি। আবার কোথাও তার উলটো ছবি। কোথাও আবার শিক্ষক থাকলেও নিয়মিত পাঠদান করতে আসেন না। আসবেনই বা কী করে? তাঁদের মধ্যে কেউ আক্রান্ত ক্যানসারের মতো মারণ রোগে। কেউ আবার গর্ভবতী। কেউ অসুস্থ। আলিপুরদুয়ার জেলার অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলে এখন এই অবস্থা। জেলাজুড়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের সাধারণ বদলি বা অফলাইন ট্রান্সফার হচ্ছে না। অভিযোগ, মূলত ডিপিএসসি'র গাফিলতির জন্যই প্রায় চার বছর ধরে এই বদলি আটকে আছে। বর্তমানে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। যা নিয়ে শাসক-বিরোধী সব শিক্ষক সংগঠনের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন। বলছেন, 'অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা সাধারণ বদলির জন্য আবেদন করেছেন। আমরা বিষয়টি নিয়ে আগামী মাসে রিভিউ মিটিং করব। আশা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।'

ফালাকাটার অশ্বিনী বর্মন যেমন চাকরি করেন বাড়ি থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরের একটি স্কুলে। কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত অশ্বিনী বছর দেড়েক আগে বদলির আবেদন করেছিলেন। মঞ্জুর হয়নি এখনও। সমস্যা কোথায়? ডিপিএসসি সূত্রে খবর, অনলাইন বদলি চালু না হওয়ায় এই সমস্যা।

খোদ ডিপিএসসি সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের আগে প্রাথমিক শিক্ষকদের নাকি বদলির তালিকা আসত। অভিযোগ, রাতারাতি ওই সময় অনেকের বদলিও হয়েছে। যা নিয়ে পরে জেলাজুড়ে শিক্ষকদের মধ্যে চর্চাও কম হয়নি। পরে অবশ্য উৎসশ্রী পোর্টালের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ারে স্বচ্ছভাবেই শিক্ষকদের বদলি হচ্ছিল। সেই পোর্টাল বন্ধ হতেই সমস্যা বাড়ে। এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিউচুয়াল বদলি চলছে। সমস্যা দেখা দিয়েছে যাঁরা অসুস্থ, পারিবারিক বা বৈবাহিক কারণে অনেকটাই দূরে থাকছেন, তাঁদের।

এরপর দশের পাতায়

সমস্যা কোথায়

- ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের আগে প্রাথমিক শিক্ষকদের বদলির তালিকা আসত
- অভিযোগ, রাতারাতি ওই সময় অনেকের বদলিও হয়েছে
- তা নিয়ে পরে জেলাজুড়ে শিক্ষকদের মধ্যে চর্চাও কম হয়নি
- পরে উৎসশ্রী পোর্টালের মাধ্যমে স্বচ্ছভাবেই বদলি হচ্ছিল, সেই পোর্টাল বন্ধ হতেই সমস্যা বাড়ে

অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ। আওয়ামী লিগের প্রতিরোধে কার্যত পালিয়ে বাঁচলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীরা। প্রতিরোধ এতটাই তীব্র ছিল যে, নিজেদের গাড়ি ছেড়ে সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ির ভিতরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন হাসনত আবদুল্লা, সার্জিস আলমের মতো এনসিপি নেতারা। দিনভর চলা সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত শতাধিক। » খবর সাতের পাতায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

... এ তো ঠাকুরের প্রসাদ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই : 'ব্যাস অন্দর সে মন আচ্ছা নেহি লগরাহা হে'- জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ পঞ্চায়েত-এর জগমোহনের মায়ের সেই মন খারাপের ছোঁয়া লেগেছে হুগলির ধনিয়াখালির বাসিন্দা সুদীপ্ত সামন্তর। কর্মসূত্রে কয়েক মাস হল সুদীপ্তর ঠিকানা শিলিগুড়ি শহর। বাকি কাজকর্ম ঠিকঠাক চললেও কিছুতেই মন ভালো হচ্ছে না তাঁর। কারণ, গত কয়েক মাসে তাঁর জিভ চপের স্বাদ পায়নি। তাই সাতপাঁচ না ভেবে ফেসবুকে খাদ্যরসিকদের একটি গ্রুপে শিলিগুড়িতে চপের দোকানের খোঁজ চেয়ে পোস্ট করেছেন তিনি। সেই পোস্ট এখন ভাইরাল।

পাত্র-পাত্রী, শাড়ি-গয়না নয়, সামান্য চপের খোঁজে ফেসবুকে তল্লাশি! চপপ্রেমীদের একাংশ তা দেখে উজ্জীবিত হলেও আর এক অংশ বেজায় খেপেছেন। শহরের অলিগলিতে এত চপের দোকান থাকলেও কেন তার চোখে পড়েনি সেই প্রশ্ন তুলেছেন। সুদীপ্তর পোস্টে শ-তিনেক মানুষ কমেন্ট করেছেন। পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালিরাই হয়তো চপ নিয়ে এরকম বিতর্ক করতে পারেন। সুকুমার রায় থাকলে নিশ্চিত লিখতেন, 'না : একটা চপ না পেলে আর চলছে না। কয়েক মাস আগে শিলিগুড়িতে এসেছি। এখনও চপ খেতে পারলাম না। একটা চপ পাই কোথায় বলতে পারেন?'

বাঙালির বিস্ময়কর পাকযন্ত্র। নিয়মিত মর্নিং ওয়াক, যোগ করেন দেশবন্ধুপাড়ার অমিতাভ বিশ্বাস। চিকিৎসকের পরামর্শে কোলেস্টেরল কমাতে খাদ্যতালিকায় অনেক কাটছাঁট করেছেন। তবুও চপ, শিঙাড়া দেখলেই নাকি তাঁর খিদে পেয়ে যায়। নিজেকে সামলাতে পারেন না। বুধবার সন্ধ্যায় এনটিএস মোড়ের চপের দোকানে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আরে এগুলো দুর্বল হৃদয়ের খাদ্য নয়।' ব্যস্ত রাস্তার গলিতে নর্দমার পাশে গনগনে আগুনে ধোঁয়া ওঠা চপ, শিঙাড়া দেখলে বাঙালি তুরি মেরে বিখ্যাত চিকিৎসকের সাবধানবাণী উড়িয়ে বলে উঠতে পারেন, 'ডাক্তাররা টাকা কামাতে ওইসব অনেক কথাই বলে থাকেন।' যেমনটা শোনালেন বছর পঁয়ষট্টির বিশু সাহা। হাতি মোড়ের তেলেভাজার দোকানে দাঁড়িয়ে

এরপর দশের পাতায়

আন্দোলনে নামছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৬ জুলাই : হুহু করে কমে যাচ্ছে কাঁচা পাতার দাম। বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি অবৈজ্ঞানিকভাবে কাঁচা পাতায় থাকা জলের ওজন কেটে নিয়ে তবেই মূল্য চোকাচ্ছে। লাভ তো দূর অস্ত, উৎপাদন খরচও উঠছে না। এমনই গুরুতর অভিযোগ তুলে চা অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গের সবক'টি জেলাতেই আন্দোলনে নামছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। তাঁদের যৌথ মঞ্চ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বুধবার শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে বাগডোগরায় আয়োজিত একটি সভার শেষে ওই ঘোষণা করা হয়।

আন্দোলনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে আগামী ৩১ জুলাই শিলিগুড়িতে অবস্থিত টি বোর্ডের উত্তরবঙ্গের জোনাল অফিস অভিযান ও ঘেরাওয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেদিন বিভিন্ন জেলা থেকে পাঁচ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি এতে যোগ দেবেন। ফোরামের সভাপতি রজত রায় কার্জি বলেন, 'ক্ষুদ্র চা চাষিরা অভাবী বিক্রিতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ কারও হেলদোল নেই। বাধ্য হয়েই আমাদের আন্দোলনের রাস্তা বেছে নিতে হল।' জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'এরপরও যদি কর্তৃপক্ষের হুঁশ না ফেরে, তবে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।'

এদিন ক্ষুদ্র চা চাষিদের ওই যৌথ মঞ্চটি জানিয়েছে, কেজি প্রতি ১৩-১৪ টাকা দরে কাঁচা পাতার দাম দেওয়া হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিকভাবে কাঁচা পাতায় থাকা জলের পরিমাণ ধরে ওজন কমিয়ে দেওয়া। ফলে চাষির লাভের গুড় পিঁপড়ে খাচ্ছে। ক্ষুদ্র চা চাষিরা দাবি তুলেছেন, ১০০ শতাংশ চা নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা করা হোক। তাহলে কী দামে তাঁদের মূল ক্রেতা বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি তৈরি চা (মেড টি) বিক্রি করছে সেটা পরিষ্কার হবে।

উষ্ণায়নের গবেষণায় সাইবেরিয়ায় পিবিইউ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৬ জুলাই : গবেষণার জন্য রাশিয়ার তামস্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সাইবেরিয়ায় গিয়েছিল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের (পিবিইউ) প্রাণীবিদ্যা বিভাগের গবেষকদের একটি দল। তাঁদের গবেষণার বিষয় ছিল জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ নির্ণয়। জুনের ২৫ তারিখ থেকে চলতি মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত সাইবেরিয়ায় অক্তু রিসার্চ স্টেশনে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা চালান তাঁরা। বিজ্ঞানীরা নমুনা সংগ্রহ করেন সেখানকার হিমবাহ, জল, গাছ এবং পতঙ্গদের। কোচবিহারে ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে তাঁরা এ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন।

রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং চিনের বিজ্ঞানীরা ২০১১ সাল থেকে সাইবেরিয়ার বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে গবেষণার কাজ করছেন। এবছর ভারতের তরফে পিবিইউয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক প্রদীপকুমার কর, রচিতা সাহা এবং সুব্রত সাহা সাইবেরিয়ায় গবেষণার জন্য যান। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, কয়েকবছর আগে রাশিয়ার তামস্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী এর আগেও রাশিয়ার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা কোচবিহারে এসেছিলেন। এবছর পিবিইউ থেকে এই তিন বিজ্ঞানী রাশিয়ার আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছিলেন। গবেষক প্রদীপকুমার কর বলেন, 'অক্তু অঞ্চলটিতে বেশ কয়েকটি হিমবাহ খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। ফলে সেগুলোর গলনের হার এবং প্রক্রিয়ার বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ অনেক বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও এখানে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের এই প্রচেষ্টা তাই সকলের কাছেই আশার আলো জাগাচ্ছে বলে মনে করি।'

সাইবেরিয়ায় অক্তু রিসার্চ স্টেশনে পিবিইউয়ের গবেষকরা। -সংবাদচিত্র

> অক্তু অঞ্চলটিতে বেশ কয়েকটি হিমবাহ খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। ফলে সেগুলোর গলনের হার এবং প্রক্রিয়ার বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ অনেক বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।
>
> **প্রদীপকুমার কর**
> গবেষক

বর্তমানে পৃথিবীতে পরিবেশগত সমস্যা সমূহের মধ্যে অন্যতম বিশ্ব উষ্ণায়ন। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, সৃষ্টির পর থেকে পৃথিবীতে জলবায়ু কখনও এক থাকেনি। কখনও খুব বেড়েছে, কখনও একেবারেই কমে গিয়েছে। কিন্তু এখন নির্বিচারে গাছ ধ্বংস করা, বাতানুকূল যন্ত্রের ব্যবহার সহ মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের কারণে দ্রুত এই পরিবর্তন ঘটছে। আর তার ফল হাতেনাতে মিলছে।

তবে গবেষণার জন্য সাইবেরিয়ার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল কেন বেছে নেওয়া হল? কোচবিহারের ওই বিজ্ঞানীদের যুক্তি, বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কিত গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংস্থা মিলে এই জায়গাটি চিহ্নিত করেছে। সাইবেরিয়ার এই উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভিদ (ফ্লোরা) এবং প্রাণী (ফনা) জগতের উপর নিবিড় নজরদারি রয়েছে বিজ্ঞানীদের। এছাড়াও অঞ্চলটি হিমালয় ও সাইবেরিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় বাস্তুতন্ত্র ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সেখানে খুব ভালোভাবে বোঝা যায়। সাইবেরিয়ার অক্তু অঞ্চলটিতে সার্ক, ভ্যালি, হ্যাঙ্গিং ইত্যাদি নানা ধরনের হিমবাহ অবস্থিত। নানা ধরনের হিমবাহের উপস্থিতির জন্য গবেষকরা হিমবাহগুলির গঠন, গতিবিধি এবং গলনের প্রক্রিয়া ও গতিবেগ নিয়ে তুলনামূলক গবেষণা করছেন।

বাসে মাদক পাচার, ধৃত ২

শুভ্রজ্যোতি রাহা

ডালখোলা, ১৬ জুলাই : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের একটি বাসে তল্লাশি চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করল ডালখোলা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় ময়নাগুড়ি এলাকার বাসিন্দা গোলাপি সরকার নামে এক মহিলা ও নিশিগঞ্জের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সেন নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ভোরবেলা ডালখোলা থানার পূর্ণিয়া মোড় ফ্লাইওভারের নীচে ওই বাস থেকে মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, বাজেয়াপ্ত হওয়া ব্রাউন সুগার কালিয়াচক থেকে আনা হচ্ছিল। কোচবিহার জেলায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল পাচারকারীদের।

গোপন সূত্রের খবর পেয়ে ওইদিন ভোরবেলা শিলিগুড়ি অভিমুখী একটি সরকারি বাসে তল্লাশি চালায় পুলিশ। ওই সময় বাসে থাকা এক মহিলা ও এক তরুণের অস্বাভাবিক আচরণ দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। ওই দুইজনকে বাস থেকে নামিয়ে তল্লাশি করতেই তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ১০৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য আড়াই লক্ষ টাকা।

কয়েকমাস আগেও মাদক দ্রব্য পাচার করতে গিয়ে ডালখোলা পুলিশের জালে এক মহিলা পাচারকারী আটক হয়। ওই ঘটনার রেশ না কাটতে আবারও মাদক পাচারে মহিলা যোগ। মাদক পাচারে বারবার মহিলা ধরা পড়ায় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশকর্মীদের কাছে।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা বলেন, 'আগাম খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা বাসে করে মাদক পাচার করার চেষ্টা করছিল। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

মাথাভাঙ্গায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৬ জুলাই : নিজের জমিতে কাজ করার সময় বুধবার বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল একজনের। মৃতের নাম সুভাষ বর্মন (৪০)। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের খোপাডুলিতে। এদিন সকালে জমিতে কাজ করছিলেন সুভাষ। হঠাৎ বৃষ্টি এবং বজ্রপাত শুরু হয়। বাজ পড়ে আহত হলে সুভাষকে ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন তাঁকে। সুভাষের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১১৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১২০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ABRIDGE TENDER NOTICE

e-Tenders are hereby invited by the undersigned for construction of Dining Shed as per NIT No-09/HRP/DD, Dt-08.07.2025. Last date of submission-23.07.2025 upto 15.00 P.M. Date of opening tender-25.07.2025 after 15.00 P.M.

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block
Dakshin Dinajpur

e-Tender Notice
Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT No BANARHAT/EO/NIT-003/2025-26. Last date of online bid submission 29/07/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৩৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্রমিক নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ [illegible] ই-টেন্ডার ২৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti ::: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No WB/013/BDOKNT/25-26, Work Sl 01, e-NIT No WB/014/BDOKNT/25-26, Work Sl 01, e-NIQ No : WB/003/NIQ/BDOKNT/25-26, Work Sl 01, 02 Dated :- 14-07-2025. Last date of submission of bid through online is 23-07-2025 upto 17:00 hrs. For details please visit **https://wbtenders.gov.in** from 16-07-2025 from 17:00 hrs respectively.

Sd/- EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti ::Jalpaiguri

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)

Online tenders are being invited from reputed agencies for supplying (a) Ceiling Fan (b) Trinocular Microscope (c). Answer Books and offline tenders & Expression of Interest (EOI) for (d) Disposal of Tree Logs and (e) Sweeping & Cleaning of Hostels. For details please visit **www.wbtenders.gov.in** and **www.ubkv.ac.in**

Sd/-
Registrar (Actg.)

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৩৪-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্রমিক নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (i) নিউ বঙাইগাঁওয়ে - রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের সংস্কার। (ii) ডাংতোলে - ড্রেনেজ ব্যবস্থা সহ খেলার ময়দান উন্নয়ন এবং ডাংতোল ইনডোর স্টেডিয়াম সংলগ্ন ০২টি চেঞ্জিং রুমের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৮৯,৬৮,০৬৩.০৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৪৪,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ০১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ট্র্যাকের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৫৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৪-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ২৪-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/I/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনের ১০ টি স্টেশনে ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত ট্র্যাকের কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ২,০৯,৮২,৪৯৪.৮৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৪,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৩৮-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্রমিক নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (i) ডিইএন/II/রঙিয়া [illegible] ই-টেন্ডার [illegible] তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং [illegible] তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ফিল্টার প্ল্যান্ট এবং পাম্প হাউসের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৩৫-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৯-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। [illegible] টোকাঃ টেন্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্য জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট/ সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।
ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাশে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য ন্যূনতম H.S. Pass স্থানীয় কর্মঠ যুবক চাই। বেতন ন্যূনতম 12,000/-। M : 7699002805. (C/117516)

•

জলপাইগুড়ি ও ইসলামপুরের জন্য সিকিউরিটি গার্ড/সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF+ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M : 8509827671, 8653609553. (C/117516)

•

জনপ্রিয় FMCG কাজের জন্য কোম্পানির আলিপুরদুয়ার এবং মাথাভাঙ্গা শাখার জন্য 'মার্কেট ডেভেলপমেন্ট অফিসার' পদে ন্যূনতম ২-৩ বছরের মার্কেটিং কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্নাতক ও কম্পিউটার জানা কর্মী প্রয়োজন। উপযুক্ত প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন। 99324 49301. (C-117113)

অ্যাফিডেভিট

ইসলামপুর নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা 10/07/25 তারিখে Sanjay Kumar Bhandari ও Sanjay Bhandari একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/117384)

•

আমি Bijoy Sarkar, পিতা Prasanta Sarkar, ঠিকানা সূর্যশিখা সরণি, রবীন্দ্র সরণি, ওয়ার্ড নং ৩৮, জেলা - জলপাইগুড়ি গত ১০-০৬-২০২৫ তারিখে Executive Magistrate at Siliguri affidavit-এর মাধ্যমে আমার নাম ও পিতার নাম ভোটার তালিকায় ভুলবশত গৌতম সরকার, পিতা অধীর সরকার পুরাতন নামের পরিবর্তে Bijoy Sarkar ও প্রসন্ন সরকার নামে পরিচিত হলাম। (C/117515)

RECRUITMENT NOTICE

The Dakshin Dinajpur Zilla Parishad is releasing a Notification regarding engagement of Part-time Contractual Homeopathic Medical Officer (Budget Head) at various Gram Panchayats. Interested candidates are advised to refer to the detailed advertisement available on the following websites : **www.ddinajpur.nic.in** & **www.dakshindinajpurzp.org**

Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

জল সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৩১-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ১০-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্রম নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (i) এডিইএন/নিউ বঙ্গাইগাঁও -এর আওতাধীন ডাংতাল, নিউ বঙ্গাইগাঁও, বঙ্গাইগাঁও, মাজগাঁও আসাম, অভয়াপুরী আসাম এবং যোগীঘোপা (মোট = ২১টি ফিল্টার প্ল্যান্ট/পাম্প হাউস) -এ সমস্ত কলোনি, পরিষেবা ভবন/অফিস ভবন, স্টেশন ইত্যাদিতে জল সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা (দুই বছরের জন্য)। (ii) এডিইএন/গোয়ালপাড়া টাউনের আওতাধীন পঞ্চরত্ন, গোয়ালপাড়া টাউন, কৃষ্ণাই, দুধনৈ, আমজোঙ্গা, রাজুলি, ধূপধারা, বোকো, সিংড়া, বামুনিগাঁও, ছয়গাঁও, মির্জা, আজারা, মেন্দিপাথার এবং নলবাড়িতে (মোট = ২৬টি ফিল্টার প্ল্যান্ট/২৪টি পাম্প হাউস, কলোনি এবং ১৫টি স্টেশনের পরিষেবা ভবন) সকল কলোনি, পরিষেবা ভবন/অফিস ভবন, স্টেশন ইত্যাদিতে জল সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা (দুই বছরের জন্য)। টেন্ডার মূল্য: ৪,২৫,৮০,৮৯০/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩,৬২,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ০১-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রশ্ন দিয়ে মানুষের সেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এবার পাট জাগ দেওয়ার তোড়জোড়। ইসলামপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি। বুধবার।

আজ টিভিতে

সত্যিই কি সোম আর পারোর পথ মিলবে! না মাঝে আসবে কোনও কাঁটা? **দাদামণি** রাত ৮.৩০ **জি বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ ঈশ্বর পরমেশ্বর, বিকেল ৩.২০ আশ্রিতা, সন্ধে ৬.৪০ শাপমোচন, রাত ৯.৩০ সকাল সন্ধ্যা
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ পুত্রবধূ, বেলা ১১.৩০ অন্যায় অত্যাচার, দুপুর ২.০০ টক্কর, বিকেল ৪.৩০ বেদের মেয়ে জোসনা, রাত ১০.৩০ গীত সংগীত, ১.০০ আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ গরীবের সম্মান, দুপুর ১.০০ ফাইটার-মারব নয় মরব, বিকেল ৪.০০ প্রেমের কাহিনী, সন্ধে ৭.০০ মায়ের বন্ধন, রাত ১.০০ প্রত্যাঘাত
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ যার যে প্রিয়
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সাথী আমার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ক্রীতদাস
কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : দুপুর ১২.০০ দৃশ্যম, বিকেল ৩.০০ লাইগার, ৫.০০ যোদ্ধা, রাত ৮.০০ দ্য ফ্যামিলি স্টার, ১০.৩০ ওয়ান ফ্রাইডে নাইট
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১৮ সাকার্স কার-টু, দুপুর ১.১৪ স্পাইডার, বিকেল ৩.৫৯ তুফান, সন্ধে ৭.৩০ এনিমি, রাত ১০.৪০ ভূতকালম
জি সিনেমা : দুপুর ১.৩২ বিবাহ, বিকেল ৫.০০ পুলিশ পাওয়ার, সন্ধে ৭.৫৫ আরআরআর, রাত ১১.৩৯ বেঙ্গল টাইগার
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০৩ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, ২.৫৮ কোয়লা, বিকেল ৫.৩৫ নাচ লাকি নাচ, রাত ৮.০০ রাউডি রক্ষক, ১০.৫৮ সিং ইজ কিং
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪৮ ফোবিয়া, দুপুর ১.৩৯ নাম শবানা, বিকেল ৪.১২ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, সন্ধে ৬.১৫ এজেন্ট বিনোদ, রাত ৯.০০ সলাম ভেঙ্কি, ১১.১৯ গুডবাই

আরআরআর
সন্ধে ৭.৫৫ **জি সিনেমা**

ওয়ার্ল্ড অফ দ্য ওয়াইল্ড
রাত ৮.০০ **ন্যাট জিও ওয়াইল্ড**

ইলিশ খিচুড়ি রান্না শেখাবেন শিউলি সরকার।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষের উদ্যোগ উত্তরে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুলাই : বর্ষাকালে বাজারে পেঁয়াজের জোগান মেটাতে এবার উদ্যান ও পালন দপ্তর থেকে উত্তরবঙ্গে বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ করা হবে। অ্যাগ্রি ফাউন্ড ডার্ক রেড প্রজাতির সেই পেঁয়াজ চাষ এবার পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করতে চলেছে উদ্যান ও পালন দপ্তর। অগাস্টের প্রথম সপ্তাহেই উত্তরের পাঁচ জেলার চাষিদের মধ্যে বিনামূল্যে ওই প্রজাতির পেঁয়াজ বীজ সরবরাহ করা হবে।

বর্ষায় উত্তরবঙ্গে প্রায় প্রত্যেক বছরই পেঁয়াজের জোগানে ঘাটতি দেখা যায়। নাসিক সহ অন্য রাজ্য থেকে বর্ষাকালীন পেঁয়াজ উত্তরবঙ্গের বাজারে এলেও পেঁয়াজের দাম বেড়ে যায়। স্থানীয় এলাকাগুলিতে বর্ষাকালে পেঁয়াজ চাষ হয় না। এবার সেই সংকট মেটাতে বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষে উদ্যোগ নিল উদ্যান ও পালন দপ্তর।

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষের আগে অগাস্টে জমিতে বীজ বপন করা হবে। তারপর উঁচু জমিতে জমির ওপর পলিথিন শিট দিয়ে ঢেকে বীজ থেকে চারা তৈরি করা হবে। সেপ্টেম্বরে সেই চারাগাছ জমিতে রোপণ করবেন কৃষকরা। উদ্যান ও পালন দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম বললেন, 'চারাগাছ রোপণের মাস তিনেকের মধ্যে পেঁয়াজ পাওয়া যাবে। বর্ষার সময় উত্তরবঙ্গে যে পেঁয়াজের ঘাটতি থাকে, তা অনেকটাই পূরণ হবে। অন্যদিকে, চাষিদের সামনেও বাড়তি রোজগারের পথ খুলে যাবে।'

নাসিকের ন্যাশনাল হর্টিকালচার রিসার্চ ফাউন্ডেশন এই উন্নত লাল রংয়ের পেঁয়াজের প্রজাতির বীজ তৈরি করেছে। দক্ষিণবঙ্গে এই ধরনের উন্নতজাতের পেঁয়াজ চাষে সাফল্য আসার পরেই উত্তরবঙ্গে এবার চাষের উদ্যোগ নিয়েছে দপ্তর।

এক কেজি বীজে এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করা যাবে। বিঘা প্রতি ৪০ কুইন্টাল পেঁয়াজ উৎপাদন করা যাবে। পরীক্ষামূলকভাবে এই চাষে সাফল্য এলে উত্তরবঙ্গজুড়ে এই প্রজাতির পেঁয়াজের চাষ বাড়ানো হবে বলে জানান খুরশিদ। অগাস্টে মালদা জেলায় বণ্টন করা হবে ৩০০ কেজি বীজ, জলপাইগুড়িতে ২০০ কেজি, আলিপুরদুয়ারে ১০০ কেজি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে যথাক্রমে ১১০ কেজি এবং ৫০ কেজি বীজ।

দক্ষিণবঙ্গের বর্ষাকালীন অ্যাগ্রি ফাউন্ড ডার্ক রেড প্রজাতির পেঁয়াজ চারা আনার উদ্যোগ উত্তরবঙ্গে।

নয়া উদ্যোগ

- বর্ষায় স্থানীয় এলাকাগুলিতে পেঁয়াজ চাষ সেরকম হয় না
- বাইরের রাজ্য থেকে পেঁয়াজ আনলেও তার দাম অনেকটাই বেশি থাকে
- এই সংকট মেটাতে উদ্যান ও পালন দপ্তর অ্যাগ্রি ফাউন্ড ডার্ক রেড প্রজাতির পেঁয়াজ চাষের পরিকল্পনা নিয়েছে

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ। ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কাটাতে ভাইয়ের সাহায্য পাবেন। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা আপনার ক্ষতির চেষ্টা করলেও বিফল হবে। উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যাত্রার যোগ। মিথুন : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে খরচ বাড়তে পারে। পথে সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্কট : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। জমি কেনাবেচায় একটু সতর্ক থাকুন। সিংহ : কোনও নিকট আত্মীয়ের দ্বারা সুখবর পাবেন। আয়ের বিকল্প পথ খুলে যেতে পারে। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে কোনও কঠিন কাজের দায়িত্ব চাপতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আইনি জটিলতা কেটে যাবে। তুলা : অপ্রিয় সত্যি কথা বলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। সাংসারিক সমস্যায় প্রিয় বন্ধুকে পাশে পেতে পারেন। বৃশ্চিক : অচেনা কোনও ব্যক্তির সাহায্য নেবেন না। কর্মপ্রার্থীদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ধনু : সংসারে আর্থিক অনটনে ঋণ করতে হতে পারে। কোনও গোপন কথা প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তি বাড়বে। মকর : সৃষ্টিশীলমূলক কাজে প্রশংসিত হবেন। বাড়ির কোনও বয়স্কজনের শারীরিক সমস্যায় খরচ বাড়বে। কুম্ভ : পারিপার্শ্বিক চাপে আগে থেকে করা কোনও পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে। বিজ্ঞান গবেষণায় সাফল্য পাবেন। মীন : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে চাপ বাড়বে। কোনও গুণীব্যক্তির সংস্পর্শে আনন্দ পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩২ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ আষাঢ়, ১৭ জুলাই, ২০২৫, ৩২ আহার, সংবৎ ৭ শ্রাবণ বদি, ২১ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৫, অঃ ৬।২২। বৃহস্পতিবার, সপ্তমী সন্ধ্যা ৬।১০। রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ৩।২৭। অতিগণ্ডযোগ দিবা ১০।১৬। বিষ্টিকরণ দিবা ৭।১৬ গতে ববকরণ সন্ধ্যা ৬।১০ গতে বালবকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৩।২৭ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ, সন্ধ্যা ৬।১০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, সন্ধ্যা ৬।১০ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৩।৩ গতে ৬।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৩ গতে ১।৪ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। সন্ধ্যা ৬।১০ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। শ্রীশ্রীমনসাদেবী ও অষ্টনাগ পুজো আরম্ভ। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

৭ হাজারের জন্য যৌন হেনস্তা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৬ জুলাই : প্রতিবেশী এক নাবালিকার বিরুদ্ধে টাকা চুরির অভিযোগ তুলে তাকে মারধর ও যৌন হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল কামাখ্যাগুড়িতে। এই ঘটনায় স্থানীয় ফাঁড়িতে দু'পক্ষই অভিযোগ করেছে। প্রথমে সেই টাকা চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পরে নাবালিকার পরিবার অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ তদন্ত করছে।

কামাখ্যাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মঙ্গলবার রাতে সেই ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দা দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে সেই নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাড়ির দরজা বন্ধ করে বেধড়ক পেটানো ও যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ওই দুই ভাইয়ের দাবি, তাঁদের বাড়ি থেকে ১২ দিন আগে ৭ হাজার টাকা খোয়া যায়।

এরপর তাঁদের পরিবার ওই নাবালিকাকে চুরির দায়ে সন্দেহ করে। সেই পরিবার আবার কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তারা লোক ডেকে ঝাড়ফুঁক করে নাকি বুঝতে পারে ওই নাবালিকাই টাকা চুরি করেছে। যদিও সেই নাবালিকা প্রথম থেকেই অস্বীকার করে আসছিল। অভিযোগ, তারপরও ওই দুই তরুণ মিলে নাবালিকাকে ক্রমাগত চোর বলে অপবাদ দিয়েছেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ অভিযুক্ত তরুণরা ওই নাবালিকাকে তার বাড়ি থেকে জোরজবরদস্তি তুলে নিয়ে যান। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দুই ভাই প্রথমে প্রধান দরজা বন্ধ করে দেন। তারপর নাবালিকাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে গাছের ডাল দিয়ে বেধড়ক পেটান। পাশাপাশি যৌন হেনস্তাও করেন বলে নাবালিকার বাড়ির লোকের দাবি। পরে সেই দুই ভাইয়েরই এক আত্মীয়ের হস্তক্ষেপে নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়।

কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল বলেন, 'বুধবার সকালেই ওই ঘটনায় একটি চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। বিকেলে নাবালিকাকে মারধর ও যৌন হেনস্তার কথা জানিয়ে আরও একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। যৌন হেনস্তা হয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ওই ঘটনায় অভিযুক্ত দুজনের মধ্যে ছোট ভাই আবার এলাকায় বিজেপি নেতা বলে পরিচিত। বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই।'

দুই মহিলা পাচারকারী গ্রেপ্তার

শামুকতলা, ১৬ জুলাই : দিল্লিতে সাধারণ কাজ করে মাসে মোটা টাকা উপার্জন করা যায়। তা দিয়ে দামি মোবাইল, পছন্দসই পোশাক কেনা যাবে। কুমারগ্রাম এবং আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের দুই কিশোরীকে এমন নানান প্রলোভন দেখিয়েছিল দুই মহিলা। দুই কিশোরী তাদের সেই ফাঁদে পা-ও দিয়ে দেয়। বুধবার ভোরে চারজনের দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শামুকতলা থানার পুলিশ সেই প্ল্যানে জল ঢেলে দেয়। গ্রেপ্তার করা হয় দুই পাচারকারীকে। পাশাপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ১৬ বছরের দুই কিশোরীকে।

ধৃতদের নাম জয়া পাল এবং আশ্রিতা টাপনা। জয়া উত্তর শিবকাটার বাসিন্দা এবং রহিমাবাদ চা বাগান এলাকায় আশ্রিতার বাড়ি। জয়ার বাড়িতেই দুই কিশোরীকে এনে রাখা হয়েছিল। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানান, দুই কিশোরী নবম শ্রেণির ছাত্রী। তাদের দিল্লিতে পাচার করে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সেই খবর পেয়ে বুধবার ভোরে জয়ার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। বললেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে আরও কোনও পাচারকারী যুক্ত রয়েছে কি না সেটি জানতে আমরা ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছি। উদ্ধার হওয়া দুই কিশোরীকে আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে পেশ করা হয়েছে।'

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার বাড়ির লোককে বান্ধবীর বাড়িতে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরোয় দুইজনে। কিন্তু তারা বান্ধবীর বাড়িতে যায়নি। তার বদলে তারা উপস্থিত হয় উত্তর শিবকাটায় জয়ার বাড়িতে। সেখানে পরে আশ্রিতাও আসে।

দুই কিশোরীকে দিল্লিতে পাচার করার সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গিয়েছিল পাচারকারীদের। কিন্তু তার আগেই শামুকতলা থানার পুলিশ পদক্ষেপ করে।

দুই গ্রামে জলসংকট

সোলার পাম্প বিকলে সমস্যায় দুই হাজার

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৬ জুলাই : মাত্র একটি সোলার পাম্প যেখানে এলাকার মানুষের পানীয় জলের একমাত্র ভরসা, সেখানে সেই পাম্পের গায়েই পুরু ধুলোর আস্তরণ। জল পরিষেবা বন্ধ। ফালাকাটার শিশাগোড় এলাকায় এমনই ছবি দেখা গেল। অন্যদিকে বালুরঘাটে বহুদিন ধরে আবার সোলার পাম্পটিই সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে দুই এলাকার প্রায় দু'হাজার মানুষকে চূড়ান্ত জলসংকটের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। কেউ কেউ জারের জল কিনে খাচ্ছেন। আবার অনেকে ৫-৬ কিলোমিটার দূরে গিয়ে পানীয় জল সংগ্রহ করে আনছেন। যদিও স্থানীয় প্রশাসন গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে। ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় অবশ্য বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি। যাতে সোলার পাম্পগুলি দ্রুত ঠিক করা যায় সেই চেষ্টাই করা হবে।'

শিশাগোড় ও বালুরঘাট এলাকায় জোরকদমে মহাসড়কের কাজ চলছে।

এই সোলার প্যানেলের উপর পড়েছে ধুলোর আস্তরণ।

এজন্য কয়েক মাস আগেই রাস্তার ধারে থাকা পিএইচই-র পাইপ ভাঙা হয়েছে। ফলে ওই দুই এলাকায় নলবাহিত পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছাচ্ছে না। এতদিন শিশাগোড়ে থাকা একটি সোলার পাম্পই পানীয় জল পাওয়ার একমাত্র ভরসা ছিল। কিন্তু সেই সোলার প্যানেলের ওপর ধুলোর আস্তরণ জমেছে। সোলার পাম্পটি রাস্তার ধারেই। তাই সেখানে সারাদিন জোরকদমে মাটি ফেলার কাজ চলে। ফলে সোলার প্যানেলের ওপর রাস্তার ধুলোর আস্তরণ জমেছে। তাতেই প্যানেল আর চার্জ হচ্ছে না। তাই পাম্প থেকে জলও পাচ্ছেন না এলাকাবাসী।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, বালুরঘাট এলাকায় থাকা সোলার পাম্পটি প্রায় এক বছর ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। এজন্য কয়েক মাস আগে এলাকার বাসিন্দারা প্রশাসনকে স্মারকলিপিও দেন। কিন্তু এখনও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এক স্থানীয় বাসিন্দা অনন্ত দাসের কথায়, 'আগে আসাম মোড়ের রিজার্ভার থেকে পিএইচই-র জল আসত। এখন মহাসড়কের কাজের জন্য পাইপ ভেঙে গিয়েছে। সোলার পাম্পটি ঠিক থাকলে জলের সমস্যা মিটত। এখন এলাকার বাসিন্দাদের বাইক বা সাইকেলে করে আসাম মোড়ের রিজার্ভারের সামনে থেকে জল সংগ্রহ করতে হয়।' অন্যদিকে শিশাগোড়ের রাস্তার ধারে থাকা সোলার পাম্পটি এতদিন ঠিক ছিল। তবে সেখানেও বহু জায়গায় পিএইচই-র পাইপ ভেঙে গিয়েছে। এখন সোলার পাম্পের জলও মেলে না। স্থানীয় আনন্দ শীলের কথায়, 'কয়েক মাস থেকে পিএইচই-র জল পাচ্ছি না। এতদিন সোলার পাম্পের জল মিলত। এখন তাও মিলছে না। বাধ্য হয়ে জারের জল কিনে খেতে হচ্ছে।' নয়ন সরকার নামে আরেক বাসিন্দা বাইক নিয়ে আসাম মোড়ের পিএইচই-র রিজার্ভার থেকে জল আনেন। তাঁর কথায়, 'বাড়ির নলকূপের জল খাওয়া যায় না। এছাড়া রোজ জল কিনে খাওয়াও মুশকিল। তাই বাইকে গিয়ে জল নিয়ে আসি।'

পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় দল

মাদারিহাট, ১৬ জুলাই : ন্যাশনাল লেভেল মনিটরিং কমিটির দুই সদস্য বুধবার টোটোপাড়া-বল্লালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শনে আসেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ১২টি প্রকল্প কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা দেখতেই তাঁরা এসেছিলেন। এর মধ্যে ১০০ দিনের কাজ, জল জীবন মিশন প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রমুখ প্রকল্প ছিল। যদিও বাংড়ি নদীর জলস্তর বৃদ্ধির ফলে তাঁরা টোটোপাড়া পৌঁছাতে পারেননি। প্রায় তিন ঘণ্টা পরিদর্শক দল নদীর ধারে আটকে ছিলেন। এরপর বিকাল তিনটা নাগাদ তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে পৌঁছান। ওই দলের প্রধান ছিলেন হরিভান সিং। তাঁর সঙ্গে মাদারিহাটের বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়া এবং যুগ্ম বিডিও সুমন ঝা-ও ছিলেন।

আলিপুরদুয়ার জেলার ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে আটটিতে এই পরিদর্শন চলবে। এরমধ্যে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। সেগুলি হল টোটোপাড়া-বল্লালগুড়ি, শিশুঝুমরা এবং রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত। বুধবার টোটোপাড়া-বল্লালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দিয়েই পরিদর্শন শুরু হয়।

বালি-পাথর ফেলে রাস্তা মেরামত করছেন পঞ্চায়েত সদস্যা।

ভাতার টাকায় রাস্তার গর্ত ভরাট পঞ্চায়েত সদস্যার

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১৬ জুলাই : ভক্সা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০/৯৫ বুথের একাধিক রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তা জলকাদায় ভরে যায়। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, জেলা পরিষদকে জানিয়েও কোনও সুরাহা না হওয়ায় পঞ্চায়েত ভাতার টাকা জমিয়ে গত দুই বছর ধরে একটু একটু করে বেহাল রাস্তার সংস্কার করছেন সংশ্লিষ্ট বুথের পঞ্চায়েত সদস্যা কণিকা সাহা। বুধবার বারবিশা তিনবাত্তি মোড় লাগোয়া পাকা রাস্তা থেকে সুভাষপল্লি যাওয়ার রাস্তায় ৪ ট্রলি বালি-পাথর ফেলে গর্ত সমান করা হল। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মেরামতির কাজ তদারকি করলেন কণিকা। তাঁর কথায়, 'গত বর্ষার আগে দুটি রাস্তায় ১২ ট্রলি বালি-পাথর ফেলেছিলাম। শ্রমিক লাগিয়ে বালি-পাথর সমানভাবে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পথবাতি লাগিয়েছি। সবমিলিয়ে পঞ্চায়েত ভাতার প্রায় ২৫ হাজার টাকা জনস্বার্থে খরচ করেছি।'

এব্যাপারে ভক্সা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিমা রায় জানান, এই মুহূর্তে ফান্ড নেই। অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যানে কাজের নাম তুলে পরবর্তীতে রাস্তাটি সিসি রোডে উন্নীত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এদিকে জেলা পরিষদ সদস্য গোলাপ রায় বলেন, 'এলাকার বেহাল রাস্তাগুলি সংস্কারের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।' এদিনের কাজ হওয়া রাস্তার পাশেই জীবন দাসের বাড়ি। তিনি বললেন, '৪-৫ বছর ধরেই এলাকার রাস্তাটি খারাপ। গর্তে পড়ে টোটো উলটে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। খানাখন্দে ভরা পথে হেঁটে কিংবা সাইকেলে চলাচল করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। অহরহ দুর্ঘটনা ঘটছে। পড়ুয়ারা ঘুরপথে স্কুলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। রাস্তার পাশের নিকাশিনালাগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে। পঞ্চায়েত সদস্যা উদ্যোগ নিয়ে এদিন বালি-পাথর ফেলায় সমস্যার কিছুটা সমাধান হল। উনি নিজেও কোদাল দিয়ে টেনে বালি-পাথর সমান করেছেন। তবে আমাদের দাবি, সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে দ্রুত রাস্তা পাকা করা হোক।'

> গত বর্ষার আগে দুটি রাস্তায় ১২ ট্রলি বালি-পাথর ফেলেছিলাম। শ্রমিক লাগিয়ে বালি-পাথর সমানভাবে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পথবাতি লাগিয়েছি। সবমিলিয়ে পঞ্চায়েত ভাতার প্রায় ২৫ হাজার টাকা জনস্বার্থে খরচ করেছি।
>
> **কণিকা সাহা**
> *পঞ্চায়েত সদস্যা*

স্কুলের বেহাল দশা

পড়ুয়া সংখ্যা তলানিতে

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৬ জুলাই : আদিবাসী অধ্যুষিত মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় চৌকিরবসে ১৯৮৫ সালে স্থাপন করা হয়েছিল আইটিডিপি প্রাথমিক স্কুল। প্রতিষ্ঠানটি এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে গত ৬০ বছর ধরে। কিন্তু স্কুলটির পরিকাঠামো এমনই বেহাল পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পড়ুয়া সংখ্যা কমতে কমতে মাত্র পঁচিশে দাঁড়িয়েছে। জরাজীর্ণ এই পরিকাঠামো উন্নয়নে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

বৃষ্টি হলেই স্কুলের মাঠে এক হাঁটু জল জমে যাচ্ছে। চাল চুইয়ে জল পড়ছে ক্লাসরুমে। ঘরের মেঝে, দরজা ভাঙা। জানলার অবস্থাও করুণ। ওই স্কুলের শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় দাস বলেন, 'ভাঙা টিনের চাল দিয়ে বৃষ্টির দিনে জল পড়ে, ক্লাস করা সম্ভব হয় না। আমরা সমস্যার বিষয়টি লিখিতভাবে বিডিও অফিস সহ প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরে জমা দিয়েছিলাম। তবে এখনও কোনও পদক্ষেপ হয়নি।' অন্য শিক্ষকদের মন্তব্য, বর্ষাকালে ক্লাস নেওয়া একটা চ্যালেঞ্জ। ছাত্রছাত্রীরা খুব কষ্ট করে পড়ছে।

স্কুলটির এই শোচনীয় দশার কারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এক বাসিন্দা বঙ্কিম বসুমাতার কথায়, 'এমন একটি পুরোনো এবং ঐতিহ্যবাহী স্কুলের বেহাল অবস্থা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বৃষ্টি হলেই মাঠে হাঁটুজল জমে যাচ্ছে। জলকাদায় ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারছে না। টিনের চাল ফুটো। জানলা-দরজা ভাঙা। পড়ুয়ার সংখ্যা যাতে আরও কমে না যায়, সেদিকে কর্তৃপক্ষের লক্ষ রাখা উচিত।' দ্রুত স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি জানিয়েছেন বঙ্কিম সহ আরও অনেকেই।

ডিপিএসসি চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, 'ওই স্কুলের কিছু সমস্যার কথা আমরা জেনেছি। সমস্যা খতিয়ে দেখে স্কুলের এসআইকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। রিপোর্ট আসার পরেই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রয়োজনে ওই স্কুলে আমিও পরিদর্শনে যাব।'

লজ্জার বিষয়

- বৃষ্টি হলেই স্কুলের মাঠে হাঁটুজল জমে যাচ্ছে
- চাল চুইয়ে জল পড়ছে ক্লাসরুমে
- ঘরের মেঝে, দরজা ভাঙা। জানলার অবস্থাও করুণ
- স্কুলের এই দশার জেরে পড়ুয়া সংখ্যা কমতে কমতে পঁচিশে দাঁড়িয়েছে

প্রেমের টানে ঘরছাড়া, পরে উদ্ধার

বীরপাড়া, ১৬ জুলাই : বিয়ে করতে চায় ওরা! অথচ ওদের দুইজনই নবম শ্রেণির পড়ুয়া। দুইজনই প্রেমে পড়ে প্রেমিকের হাত ধরে ঘর ছেড়েছিল। দুইজনের মধ্যে একজন প্রেমিকের বয়স মাত্র ১৭ বছর। দুই কিশোরী আশ্রয় নেয় প্রেমিকের বাড়িতে। তাদের মধ্যে গজলডোবা থেকে একজনকে মঙ্গলবার উদ্ধার করে বীরপাড়া থানার পুলিশ। তার নাবালক প্রেমিককে বুধবার জলপাইগুড়ির জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পাঠানো হয়। কিশোরীকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির জিম্মায় দেওয়া হয়। অপর কিশোরীকে বুধবার রাত আটটা নাগাদ বীরপাড়া চা বাগান থেকে উদ্ধার করা হয়।

এই মাসের গোড়ায় বীরপাড়ার এক কিশোরী নিখোঁজ হয়। তদন্ত করে পুলিশ জানতে পারে ওই কিশোরী তার প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গজলডোবায় গিয়েছে ঘর বাঁধার উদ্দেশ্যে। এদিকে কুমারগ্রাম ব্লকের একটি চা বাগানের ১৫ বছরের এক কিশোরী বীরপাড়ার একটি চা বাগানের স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ে। হস্টেলের আবাসিক ওই মেয়েটি কিছুদিন আগে এক তরুণের সঙ্গে পালিয়ে যায়। পরে তাকে বাড়ি নিয়ে যান অভিভাবকরা। আইনি কোনও পদক্ষেপ করেনি পরিবারটি। কিন্তু এই মাসের ১৪ তারিখ ফের প্রেমিকের বাড়ি চলে যায় মেয়েটি। এরপর থেকেই ওই তরুণের সঙ্গেই ছিল কিশোরী। বুধবার কিশোরীকে উদ্ধার করে পুলিশ।

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/১০/২০২৫-২৬ তারিখঃ ১১-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫২০১/ওটি/৯৩/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩১-০৭-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ পরিশিষ্ট অনুসারে সংলগ্ন ফিটিংসে সহিত ৬০ কেজি (ইউআইসি) রেল খণ্ডের স্টক রেইল এবং জেডইউ-১-৬০ রেইল খণ্ডের যন্ত্রকৃত থিক ওয়েব গ্রেড-৮৮০ শ্রেণীর এ টাং রেল খাকা আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৮৮২২ (এএলটি- ০৩) অনুসারে থিক ওয়েব সুইচ এক্সপানসন জয়েন্টের (টিডব্লিউএসইজে) প্রস্তুতকরণ এবং যোগান। টোকাঃ টাং রেলের জন্যে জেডইউ-১-৬০ র এক প্রতিসম রেইল, ভেণ্ডরের দ্বারা টেণ্ডার প্র-পত্রে ঠিকার নির্ধারিত বিশেষ শর্তাবলি অনুসারে নিজের ব্যয় দ্বারা যোগান দিতে হবে। ভেণ্ডরের দ্বারা দাখিল করা মানানসই ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির বিপরীতে রেইলের নির্মাণের জন্যে রেলওয়ে দ্বারা বিনামূল্যে রেইল যোগান ধরা হবে। এই পিও, রেলওয়ে বোর্ডের পত্র সংখ্যা. ২০২১/ট্র্যাক-১/৪/স্পেসিফিকেশন/টি-৬০ তারিখঃ ২৭-০৪-২০২২ অনুসারে জারি করা হয়েছে। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: হ্যা, পর্যায়সমূহঃ ১] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৫৮২, থিক ওয়েব সুইচেস, থিক ওয়েব এসইজে এবং এগু ফোরজিং, সাব আইটেমঃ থিক ওয়েব এসইজে, আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬০৯ সেট। পি.এল. সংখ্যা. ৬০০৬০২৪৪।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫২০০/ওটি/৯৪/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩১-০৭-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ জেড ইউ-১-৬০ থিক ওয়েব গ্রেড ৮৮০ শ্রেণী-এ টাং রেইল এবং ইউআইসি ৬০ কেজি প্রতি মিটার গ্রেড- ৮৮০ সহিত আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৬১৫৫ (অন্তিম পরিবর্তন সহিত) অনুসারে ১০১২৫ মিলিমিটার কার্ভড সুইচ এর প্রস্তুতকরণ এবং যোগান, ইলাষ্টিক ফাস্টেনার এবং স্প্রিং চালিত সেটিং ডিভাইস (অন্তিম পরিবর্তন সহিত আরডিএসও-টি-৬২১৬) সহ এ অথবা বি শ্রেণীর স্টক রেইল। ১২ তে ১ এর জন্যে সমগ্র ফিটিংসে সহিত সম্পূর্ণ, পিএসসি স্লীপারের উপরে অর্থাৎ সাব এসেম্ব্রী নং.-টি-৬১৫৫ অনুসারে সুইচ পোর্শানের জন্যে সমগ্র ফিটিংস এর ফ্যান শেপড লে আউটের জন্যে বিজি ৬০ কেজি টার্ণ আউট (অন্তিম পরিবর্তন সহিত), আরডিএসও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ড্রয়িং নং.-টি-৬১৫৪ অনুসারে (অন্তিম পরিবর্তন সহিত) হবে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফিশ প্লেটস, ফিশ বোল্টস এবং নাটস্, ইলাষ্টিক রেইল ক্লিপস এবং ইনসুলেটিং লাইনার্স ছাড়া (নর ঠিকার এএলটি সংযোজনে সূচীবদ্ধ করা আরডিএসও ড্রয়িং অনুসারে ফিটিংসের আনুমানিক তালিকা)। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী পরিবর্তনে আরডিএসও দ্বারা জারি করা ফিটিংসেরে সূচীতে যেকোনো সংযোজন/নবীকরণের জন্যে ফার্ম কে যোগান দিতে হবে, ইহার জন্যে কোনোধরণের অতিরিক্ত পরিশোধ করা হবে না। স্পেসিফিকেশন নং. টি-১০/২০২৫, সংশোধনী নং. ডিসেম্বর ২০১৬ এর ১ অথবা যদি আছে টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত অন্তিম পরিবর্তন সহিত) [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: হ্যা, পর্যায়সমূহঃ ১] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৫৮২, থিক ওয়েব সুইচেস, থিক ওয়েব এসইজে এবং এগু ফোরজিং, সাব আইটেমঃ থিক ওয়েব সুইচেস। আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান)। ১) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫৩৩ সেট, পিএল. সংখ্যা. ৬০০৬০২৬৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫২৫৯/ওটি/৯৫/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অন্তিম পরিবর্তন সহিত আরডিএসও ডিআরজি নং. আরটি-৮৭৪৮ (এএলটি-১) অনুরূপে ৬০ কেজি মেটাল লাইনারের প্রস্তুতকরণ এবং যোগান। অন্তিম পরিবর্তন সহিত স্পেসিফিকেশনঃ আইআরএস-টি-৫৬-২০২০। অন্তিম পরিবর্তন সহিত স্পেসিফিকেশনঃ আইআরএস-টি-৫৬-২০২০। অন্তিম পরিবর্তন এই শব্দটি যেখানেই ব্যবহৃত হবে টেণ্ডার খোলার সঠিক তারিখ পর্যন্ত হওয়া পরিবর্তনের অর্থ বহন করবে। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩০০০০০০ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০০১০২৪১।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ৬০/২৫/৫১৩৭/ওটি/৯৬/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৪-০৮-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (১) ওয়ারান্টির সময়সীমার প্রথম এবং দ্বিতীয় বৎসরের সময়ে মেশিন সম্পূর্ণ কার্যক্ষম করে তোলা এবং প্রতিরোধী রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে অতি প্রয়োজনীয় যেকোনো অন্যান্য সরঞ্জাম, আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সহিত সিএনসি ভার্টিক্যাল টার্ণিং লাথের যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/ডব্লিউটিএইচ/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬৫৯০১৮৮১০০৩০। (২) দফা ১৭ অনুসারে ওয়ারান্টির পরে ছয় বৎসরের জন্যে বিস্তৃত এএমসির ব্যয়, [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে মাস], এএমসির সময়সীমাঃ ৬ বৎসর, রেহাই দরঃ ২ বৎসরের পরে ১০% প্রারম্ভ [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০], আইটেম টাইপ-এএমসি, পিএল. সংখ্যা. ৬৫৯০১৮৮১। (৩) অনুচ্ছেদ IV র দফা ৪.৩ তে নির্ধারিত করা অনুসারে ব্যক্তিগত আইটেমের বিভাজন সহিত বৈকল্পিক সরঞ্জাম [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (বৈকল্পিক স্পেয়ার্স), পরিমাণঃ এসএসই/ডব্লিউটিএইচ/ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ০১ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬৫৯০১৮৮২।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৫/০৫৯৫/ওটি/৯৭/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৪-০৮-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কোচিং স্টকের জন্যে কম্পোজিট ব্রেক ব্লক "কে" টাইপ (নন এসবেস্টস আধারিত)। ড্রয়িং নং. এসকে-৯৮০৬৬, এএলটি-৬ অথবা অন্তিম। মেটেরিয়াল স্পেসিফিকেশনঃ সি-৯৮০৯ (আরইভি-৪) অথবা অন্তিম [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ১৮ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেমঃ ২৩০০২১১, কোচিং স্টকের জন্যে "কে" টাইপ কম্পোজিট ব্রেক ব্লকস, সাব আইটেমঃ ভারতীয় রেলওয়ের বোগি মাউণ্টেড ব্রেক সিস্টেম সহিত কোচসমূহের জন্যে নন-এসবেস্টস আধারিত "কে" টাইপ হাই ফ্রিকশন কম্পোজিট ব্রেক ব্লকস। আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- পাণ্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৭৬৮৭ টি। (২) পরিমাণঃ নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১৩৭৩ টি। (৩) পরিমাণঃ কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ১৪৭৮০ টি। (৪) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১২৯৫৫ টি (৫) ডেমু, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২৩৯৩৮ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩০৩১৬১২১।

ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৫/০৫৬৫/ওটি/৯৮/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৪-০৮-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ইউআইসি টাইপ রাবার ভেস্টিবুল, ড্রয়িং-আরডিএসও ড্রয়িং নং.-এসকে-৯১০৫৬, আইটেম ২ থেকে ১৪ এবং ২৫, এএলটি-৩ অথবা অন্তিম এবং এসকে-৯১০৫৭, আইটেম-৮ এএলটি-২ অথবা অন্তিম, এমএটি স্পেসিফিকেশন-আরডিএসও স্পেসিফিকেশন-আরডিএসও/২০০৭/সিজি-০৫ আরইভি-০১ সহিত অথবা অন্তিম সহিত। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৬০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেমঃ ২৪০০০২৩, প্যাসেঞ্জার কোচের মধ্যে আন্তঃ সংযোগের জন্যে ইউআইসি টাইপ ইলাস্টোমার ফ্ল্যাঞ্জ কনেকশন। সাব আইটেমঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন সিজি-০৫ আরইভি০১ অনুসারে প্যাসেঞ্জার কোচের মধ্যে আন্তঃসংযোগের জন্যে ইউআইসি টাইপ ইলাস্টোমার ফ্ল্যাঞ্জ কনেকশন। আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৮৯ সেট। (২) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৮৩ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৩০২৫৪১১৫।

ক্রমিক সংখ্যা. ৭ টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/৫০২৯সি/ওটি/৯৯/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৪-০৮-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ পরিশিষ্ট অনুসারে ৪৫০ টি এলএইচবি কোচের জন্যে এয়ার ব্রেক নবীকরণ আইটেমের যোগান এবং ফিটমাণ্ট। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/সি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৪২৯০৮৬১৪০০৪৩।

ক্রমিক সংখ্যা. ৮। টেন্ডার সংখ্যা. ৪০/২৫/৫২৮১/ওটি/১০০/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৯-০৭-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এক সাধারণ এমএস চ্যানেল বেচ ফ্রেমের উপরে ছড়া ৭৫০ কেভিএ/৬০০ কেডব্লিউ এলিয়েনেটর সহিত এভিএমের সঙ্গে সিপিসিবি-iv+ অথবা অন্তিম সহিত সমস্ত সহযোগী সিস্টেম এবং সরঞ্জামের সাথে এবং সম্পূর্ণতারে যথোচিতভাবে সংযুক্ত করে এবং ইঞ্জিনের গতিবেগ ১৫০০ আরপিএম থাকা ৭৫০ কেভিএ ৩ ফেজ সাইলেণ্ট ডিজি সেট, মাইক্রোপ্রসেসর আধারিত কণ্ট্রোলারের সঙ্গে ইঞ্জিন কণ্ট্রোল প্যানেল, ফু ট্যাঙ্ক, এক্সটার্নেল চার্জারের সাথে ব্যাটারি টার্মিন্যাল ক্যাবল, ডিজি সেট এবং কণ্ট্রোল প্যানেলের মধ্যে কণ্ট্রোল ক্যাবল, একোষ্টিক এনক্লোজার সিপিডব্লিউডিবির অন্তিম মানদণ্ড অনুসারে ক্ল্যাডিং সহিত সাইলেন্সার বেল্লোস আদির যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং। লিউব অইলের প্রথম পূর্তি, সিপিডব্লিউডির অন্তিম স্পেসিফিকেশন অনুসারে অবস্থানে ইআইসির নির্দেশ অনুসারে কুলাণ্ট এবং আবশ্যকীয় সঠিক আর্থিং সহিত ডিজি সেট এবং ডিষ্টিবিউশন প্যানেলের মধ্যে কণ্ট্রোল এবং পাওয়ার ক্যাবলের যোগান, স্থাপন এবং টার্মিনেশন। মেকঃ কমিশনিংয়ের তারিখ থেকে ২৪ (চৌব্বিশ) মাসের ওয়ারান্টি সময়সীমা সহিত বিক্রি ট্র্যাক রেকর্ড এসআইটিসি ব্যয়ের পরে সামগ্রী সহিত কিউমিনস্/কির্লোস্কার/পারকিনস/জ্যাকসনস অথবা একই ধরণের প্রসিদ্ধ ব্রাণ্ড। আইটেম নং. ২ অনুসারে ওয়ারান্টি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে ১০ বৎসরের সিএএমসি অনুসরণ করা হবে। পরিদর্শনঃ আরআইটিইএস। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- এসএসই/পাওয়ার/মালিগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২ টি। পিএল. সংখ্যা. ৪৭০২০৪১৯০০১৪।

নোটঃ টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি উনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাওঁ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিসেবায়"

সাজল রাজাভাতখাওয়া মিউজিয়াম

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই : রাজাভাতখাওয়া নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার। বক্সা টাইগার রিজার্ভের এই ভবনটি অবশ্য রাজাভাতখাওয়া মিউজিয়াম নামেই বেশি পরিচিত আলিপুরদুয়ারবাসীর কাছে। অভিযোগ, বন দপ্তর সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করার জন্য মিউজিয়ামটি বেহাল হয়ে পড়েছিল। এবার সেই মিউজিয়াম সংস্কার করল সংশ্লিষ্ট দপ্তর। সৌজন্যে বনমহোৎসব। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলার বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হবে রাজাভাতখাওয়া নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারে। সেই অনুষ্ঠানের জন্য নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মিউজিয়ামকে। ১৫ দিন ধরে সংস্কারের কাজ চলেছে।

জেলার বিভিন্ন এলাকার স্কুল পড়ুয়াদের একসময় এই মিউজিয়াম দেখানোর জন্য নিয়ে আসা হত। এখন সেসব অতীত। ওই মিউজিয়ামটি যেমন পুরোনো হয়েছে, তেমনই কমেছে সেটার খ্যাতি। শীতকালে কয়েকটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এখনও মিউজিয়ামে এলেও সংখ্যাটা কম। অন্যদিকে, পর্যটকদের আনাগোনাও অনেকটাই কমেছে।

বর্তমানে সংস্কারের জেরে কিছুটা হাল ফিরেছে মিউজিয়ামের। এদিন এবিষয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, 'রাজাভাতখাওয়া নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারে কিছু কাজ করা হয়েছে। নতুন করে পুরো ভবনটি রং করা হয়েছে।' আলোকসজ্জার সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়া, দেওয়ালের ছবিগুলোও নতুন করে আঁকা হয়েছে বলে জানালেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাজ্য বন দপ্তরের আধিকারিকরা ছাড়াও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরাও ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

মিউজিয়ামের দেওয়ালে ছবি আঁকা হচ্ছে।

মিউজিয়ামের দেওয়ালে কয়েকটি ছবি বেশ চর্চায় থাকত। বিশেষ করে রাজাভাতখাওয়া নাম কীভাবে হল, সেটারই কিছু ছবি আঁকা ছিল দেওয়ালে। এছাড়া বক্সা টাইগার রিজার্ভের একটি সামগ্রিক চিত্রও ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। সেগুলো পুরোনো হয়ে যাওয়ায় আবার নতুন করে আঁকা হয়েছে।

ভুটান সেনাদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কোচবিহারের তৎকালীন রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ভুটান থেকে আসার পর প্রথম এই এলাকাতেই ভাত খেয়েছিলেন। সেখান থেকে এলাকার অভিনব নামকরণ। এই কাহিনীও তুলে ধরা হয়েছে। এইসব ছবি নতুন করে আঁকার দায়িত্বে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের চিত্রশিল্পী বিকু দাস। তিনি বললেন, 'যেভাবে দেওয়ালগুলিতে ছবিগুলো আঁকা ছিল, সেটাতে কিছু বদল করা হয়েছে। বিষয় এক থাকলেও ধরন বদল হয়েছে।' রাজাভাতখাওয়া মিউজিয়ামের পাশেই রয়েছে বন দপ্তরের বক্সা টাইগার রিজার্ভে প্রবেশের টিকিট কাউন্টার। সেই কাউন্টার বন্ধ হওয়ায় ওই চত্বরে পর্যটকদের পা কম পড়ছে। নতুন করে সেজে ওঠার পর মিউজিয়াম আবার গুরুত্ব ফিরে পায় কি না, সেটাই দেখার।

কয়েক দশকেও কোনও উন্নয়ন হয়নি হ্যামিল্টনগঞ্জে বলে অভিযোগ

দুয়োরানি রেলস্টেশন

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৬ জুলাই : ডুয়ার্সের মধ্যে দিয়ে যাওয়া রেলপথে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হ্যামিল্টনগঞ্জ। তবে কয়েক দশক ধরে ওই স্টেশনকে কেন্দ্র করে কোনওরকম উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে না বলে ক্ষোভ স্থানীয়দের।

তাঁদের দাবি, কয়েকবছর আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন ওই স্টেশনে স্টপ দিত। করোনা পরবর্তী সময় থেকে তাও বন্ধ। দূরপাল্লার ট্রেন বলতে একমাত্র কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ওই স্টেশনে দাঁড়ায়। পাশাপাশি গত প্রায় কয়েক দশক ধরে স্টেশনের পরিকাঠামোগত কোনও উন্নয়ন হয়নি।

এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, এতে এলাকার ব্যবসাবাণিজ্য যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনই স্থানীয় রোগীদের কারও ভিনরাজ্যে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার দরকার পড়লে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কারণ দিল্লিগামী মহানন্দা এক্সপ্রেস বা পাটনাগামী ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস ওই স্টেশনে দাঁড়ায় না। যদিও আশপাশের এলাকার প্রায় ১৫টি চা বাগানের শ্রমিক বা শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা হ্যামিল্টনগঞ্জ স্টেশনের উপরই ভরসা করেন। এনিয়ে বুধবার ডিআরএম অমরজিৎ গৌতমকে ফোন করা হলেও তাঁর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা যায়নি। তবে তাঁর দপ্তর জানিয়েছে, রেল বোর্ডকে নিয়ম মেনে ট্রেনের স্টপের বিষয়টি জানানো হবে এবং দ্রুত কয়েকটি দাবি পূরণের আশ্বাসও দেওয়া হয়।

স্থানীয় এক বাসিন্দা গোবিন্দ বাগচী বলেন, 'আমাদের আত্মীয়স্বজন কেউ অসুস্থ হলে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হয়। অতিমারির আগে শিলিগুড়ি বামনহাট প্যাসেঞ্জার, ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের মতো একাধিক ট্রেন হ্যামিল্টনগঞ্জ স্টেশনে দাঁড়াত। তবে এখন আর দাঁড়ায় না। এখন ট্রেন বলতে সকালের শিলিগুড়িগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনই আমাদের ভরসা।'

এত গেল ট্রেনের স্টপ দেওয়ার কথা। স্থানীয়দের অভিযোগ, পরিকাঠামোগত কোনও কাজও স্টেশনে হচ্ছে না। রেললাইন পারাপার করতে হলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাইন টপকে যেতে হয়। কোনও ফুট ওভারব্রিজ নেই। এছাড়া স্টেশনে একটিমাত্র প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। প্ল্যাটফর্ম ও স্টেশনের সামনের অবস্থা একেবারে জরাজীর্ণ। বাসিন্দাদের দাবি, প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে হাসিমারা স্টেশনের উন্নয়নে রেল কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। কিন্তু হ্যামিল্টনগঞ্জের মতো প্রশাসনিক ব্লক হেড কোয়ার্টার এলাকার রেলস্টেশনে উন্নয়নের কোনও কাজ হচ্ছে না।

কয়েকদিন আগে রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএমকে ট্রেনের স্টপ ও স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছে হ্যামিল্টনগঞ্জ নাগরিক মঞ্চ। সংগঠনের সম্পাদক রবি মিত্র বুধবার বলেন, 'আমরা বারবার রেলমন্ত্রকে স্টেশনের সার্বিক উন্নয়ন করার কথা জানিয়েছি। স্টেশনের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, রেলের জায়গা দখলমুক্ত করা ইত্যাদি বিষয়ও বারবার তুলে ধরা হয়।'

এক সময় হ্যামিল্টনগঞ্জ স্টেশন দিয়ে কাঠের গুঁড়ি রপ্তানি করতেন ব্যবসায়ীরা। আবার কালচিনি ব্লকের অনেক চা বাগানের জন্য ওই স্টেশনে এসে পৌঁছাত জ্বালানি তেলের ওয়াগন। তখনকার চারটি রেল ট্র্যাকের বদলে এখন মাত্র একটি চালু রয়েছে। স্টেশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলে কিছু নেই। হাতে গোনা কয়েকজন রেলকর্মী রয়েছেন।

> আমরা বারবার রেলমন্ত্রকে স্টেশনের সার্বিক উন্নয়ন করার কথা জানিয়েছি। স্টেশনের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, রেলের জায়গা দখলমুক্ত করা ইত্যাদি বিষয়ও বারবার তুলে ধরা হয়।
>
> **রবি মিত্র**
> *সম্পাদক, হ্যামিল্টনগঞ্জ নাগরিক মঞ্চ*

যা সমস্যা

- দিল্লিগামী মহানন্দা এক্সপ্রেস বা পাটনাগামী ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস ওই স্টেশনে দাঁড়ায় না
- আশপাশের ১৫টি চা বাগানের বাসিন্দাদের প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হয়
- চারটি রেল ট্র্যাকের বদলে এখন মাত্র একটি চালু রয়েছে
- স্টেশনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই, হাতেগোনা কয়েকজন রেলকর্মী স্টেশনের কাজ চালান
- স্টেশনে কোনও ফুট ওভারব্রিজ না থাকায় ঝুঁকি নিয়ে লাইন পেরোন স্থানীয়রা

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

লেখাপড়া করে যে ।। *ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।*

লটারি প্রতারণায় নাম জড়াল তৃণমূল নেতার

শিবশংকর সূত্রধর ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য

কোচবিহার ও তুফানগঞ্জ, ১৬ জুলাই : অভিনব প্রতারণার ফাঁদে পড়লেন কোচবিহারের কয়েকজন 'কোটিপতি'। তাঁরা প্রত্যেকেই লটারিতে ১ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী, সেই টাকার প্রায় ৩০ শতাংশ সরকারকে উৎস কর (টিডিএস) হিসেবে দিতে হয়। তা দিয়েছিলেন তাঁরা। এরপরই তাঁরা প্রতারণার ফাঁদে পা দেন। গোটা ঘটনায় নাম জড়িয়েছে তৃণমূলের শিক্ষক নেতা জয়দেব আর্যর। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই ওই শিক্ষকের বাড়িতে ২১ ঘণ্টা তল্লাশি করেছেন আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা। এদিন প্রতারিত কোটিপতিদের বাড়িতেও হানা দেন আয়কর কর্তারা। দপ্তরে তুলে এনে রাত পর্যন্ত জেরা করা হয় তাঁদের। তবে, আয়কর দপ্তরের কোনও আধিকারিক এ ব্যাপারে মুখ খুলতে চাননি।

লটারিতে পুরস্কারপ্রাপকরা দাবি করেছেন, প্রতারণাচক্রের পান্ডারা তাঁদের জানান, সরকারকে দেওয়া বাকি টাকা ফেরত পাওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে টাকা ফেরত পাওয়ার পর তার কিছুটা অংশ তাদের দিতে হবে। লটারিতে পুরস্কারপ্রাপকরা এই শর্তে রাজি হয়ে যান। এরপর প্রতারকরা লটারিতে পুরস্কারপ্রাপকদের নথি ব্যবহার করে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় বলে অভিযোগ। পুরস্কারপ্রাপকদের দাবি, ঋণের বিষয়ে তাঁদের কিছুই জানানো হয়নি। ঋণবাবদ পাওয়া টাকার কিছু অংশ তাঁদের দিয়ে বাকিটা প্রতারকরা নিয়ে নেয়।

কোচবিহারের গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বকুলতলার বাসিন্দা পেশায় টোটোচালক রাম নট্ট ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে লটারিতে ১ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। কোচবিহার শহরের লিচুতলায় আয়কর দপ্তরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী নট্ট বলেছেন, 'আমরা লটারিতে ১ কোটি টাকা পেয়েছিলাম। ৩০ লক্ষ টাকা ট্যাক্স কেটে বাকি ৭০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম। টাকা পাওয়ার পর জয়দেব আর্য আরেকজনকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসেন। বলেন, লটারির করের বাকি টাকা ফেরত পাওয়া যাবে। পরে আমরা ৮ লক্ষ টাকা পেয়েছি। কিছুদিন পর বাড়িতে ব্যাংকের নোটিশ আসে। সেখানে ৩৫ লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলা হয়। তখন আমরা জানতে পারি, একটি ব্যাংকের হলদিবাড়ি শাখা থেকে আমাদের নামে ঋণ নেওয়া

পুরস্কারপ্রাপকদের নামে ঋণ তোলার অভিযোগ

হয়েছে। ওরা আমাদের নামে ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ তুলে ৮ লক্ষ টাকা আমাদের দেয়। বাকিটা নিয়ে নেয়।'

মঙ্গলবার জয়দেবের বাড়িতে তল্লাশির পর বেশ কিছু নথি আটক করেন আয়কর কর্তারা। সম্ভবত সেই সূত্র ধরেই বুধবার ওই পুরস্কারপ্রাপকদের বাড়িতে হানা দেন তাঁরা। তাঁদের দপ্তরে নিয়ে গিয়ে দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ চলে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে অন্তত চারজন এরকম প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

গুড়িয়াহাটি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পিলখানার বাসিন্দা বুল্টন সাহাও ১ কোটি টাকা লটারিতে পেয়েছেন। তাঁর স্ত্রী মধুমিতা সাহার কথায়, 'একইভাবে আমাদেরও ৮ লক্ষ টাকা দিয়ে বাকি টাকা প্রতারকরা নিয়ে চলে যায়। পুরো বিষয়টি পরে বুঝতে পারি। এখন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা বাড়িতে গিয়েছিলেন। স্বামীকে অফিসে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।'

বুল্টন পরে বলেন, 'লটারিতে ১ কোটি টাকা পাওয়ার পর প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা টিডিএস কেটেছিল। তারপরে তুফানগঞ্জের শিক্ষক জয়দেব আর্য ও একটি ব্যাংকের হলদিবাড়ির শাখা ম্যানেজার আমাদের ওই ব্যাংকের শাখায় অ্যাকাউন্ট খোলান। কিছু কাগজপত্র ও ব্ল্যাংক চেকে সই করিয়ে নিয়েছিলেন। এদিন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। ওই ম্যানেজার ও জয়দেবের সম্পর্কে আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে।'

মাস ছয়েক আগেই লটারিতে ১ কোটি টাকা জিতেছিলেন তুফানগঞ্জের চিলাখানার বাসিন্দা মহিদুল হোসেন। বুধবার বেলা ১২টা নাগাদ আচমকাই মহিদুলের বাড়িতে হানা দেন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। ৩০ মিনিট অপেক্ষার পর মহিদুলকে নিয়ে কোচবিহারের অফিসে রওনা দেয় আয়কর দপ্তরের গাড়ি। মহিদুলের কাকা শহিদুল ইসলাম বলেন, 'হঠাৎ করেই আধিকারিকরা আমাদের বাড়িতে আসেন। লটারিতে টাকা পাওয়া নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর ভাইপোকে নিয়ে যান। কীসের জন্য ভাইপোকে নিয়ে যাওয়া হল আমরা কিছুই জানি না।'

তৃণমূলের শিক্ষক নেতা জয়দেবকে এবিষয়ে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে কিছুই বলা যাবে না। কিছু বলা বারণ রয়েছে।' এরপরই তিনি ফোন কেটে দেন।

টুকরো খবর

বনমহোৎসব

ফালাকাটা, ১৬ জুলাই : বুধবার ফালাকাটা ব্লকের রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলে জলদাপাড়া দক্ষিণ রেঞ্জের তরফে বনমহোৎসব উদযাপন করা হয়। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি ও নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে দুটি বিভাগে হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। এছাড়া দুই বিভাগের পড়ুয়াদের নিয়ে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে গল্প লেখা প্রতিযোগতাও হয়। পড়ুয়াদের বৃক্ষরোপণ ও নিয়মিত গাছের পরিচর্যা করার বার্তা দেন জলদাপাড়া দক্ষিণের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপক সরকার, স্কুলের টিআইসি ধনঞ্জয় বর্মন উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দশে

সোনাপুর, ১৬ জুলাই : বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড ২০২৫ পরীক্ষা হয়েছে কয়েকদিন আগেই। সম্প্রতি এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। পরীক্ষার প্রথম স্তরে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের প্রথম দশের মধ্যে স্থান অধিকার করেছে সোনাপুর বিকে উচ্চবিদ্যালয়ের পাঁচজন ছাত্র। স্কুলের ছাত্র তুর্য দাস প্রথম, ঈশান রায় দ্বিতীয়, শুভদীপ রায় তৃতীয়, হর্ষিত রায় পঞ্চম, অনুপম রায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

পরিদর্শন

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই : বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলা সফরে এলেন রাজ্য বন বিভাগের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি দেবল রায়। এদিন বক্সা টাইগার রিজার্ভের বিভিন্ন কাজ খতিয়ে দেখেন তিনি। বক্সা টাইগার রিজার্ভের পূর্ব ও পশ্চিম বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় গাছ লাগানো ও ঘাস লাগানো হচ্ছে। কীভাবে সেই কাজ হচ্ছে তা খতিয়ে দেখেন ওই বনকর্তা। বৃহস্পতিবার তিনি বনমহোৎসবে অংশ নেবেন।

দুর্ঘটনা

হাসিমারা, ১৬ জুলাই : দুটি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হল। বুধবার সকালে ৩১সি জাতীয় সড়কের গুরদোয়ারা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। যদিও ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। অসমের দিকে যাওয়া পণ্যবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় সেনাবাহিনীর রসদ পরিবহণের একটি ট্রাকের। হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে।

নতুন ইউনিট

শামুকতলা, ১৬ জুলাই : কুমারগ্রাম ব্লকের কার্তিকা চা বাগান, রায়ডাক এবং জয়ন্তী চা বাগানে বিজেপির চা বাগান শ্রমিক সংগঠনের নতুন ইউনিট কমিটি গঠিত হয়েছে বুধবার। সেই ইউনিট কমিটির তালিকা ওই তিনটি চা বাগানের ম্যানেজারদের হাতে তুলে দিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা বিজেপি নেতা মনোজ টিগ্গা।

বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাঁপাতলির এই বাঁশের সাঁকো দিয়েই চলে ঝুঁকির যাতায়াত। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

চাঁপাতলিতে সেতু শুধুই নেতাদের কথার কথা

বাঁশের সাঁকোয় দিন গুজরান বাসিন্দাদের

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই : সকালবেলায় ঝোরার ধারে ছোট ছোট পায়ে লাফিয়ে সাঁকো পার হচ্ছে একদল খুদে। কারও হাতে বইয়ের ব্যাগ, কারও পিঠে। একটা জিনিসেই মিল, সবারই চোখে আতঙ্ক। বর্ষাকাল এলে এই দৃশ্যটা আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। হেলে পড়া বাঁশ, পিছল গাঁথনি, চাঁপাতলিঝোরার ওপরের দুটি সাঁকো যেন প্রতিদিন শতাধিক মানুষের ভাগ্যনির্ধারণ করে দিচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের এই এলাকায় নেই কোনও সেতু। শহরে যেতে ভরসা ওই নড়বড়ে সাঁকো। বর্ষা এলেই ঝোরায় জল বাড়ে। আর ঝোরায় জল বেড়ে যাওয়া মানে যাতায়াত বন্ধ। তখন ঘুরপথে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। গ্রামের বাসিন্দা প্রীতি ওরাওঁ জানালেন, প্রতিবছর এক নিয়ম। বর্ষার পরে বাঁশ দিয়ে সাঁকো বানানো হয়। পরের বছর বর্ষায় সেই সাঁকো ভেঙে যায়। ফের সাঁকো তৈরিতে এগিয়ে আসেন তরুণরা। প্রীতির কথায়, 'এটা তো স্থায়ী সমাধান নয়। যাঁরা স্কুলে যায় বা শহরে কাজ করেন, তাঁদের জন্য এটা একটা চিরস্থায়ী ভোগান্তি।'

এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা টিন্টু টোপনোর গলাতেও ক্ষোভের সুর। বললেন, 'সাঁকোটা যখন ভেঙে যায়, তখন অনেকে শহরে কাজ করতে যেতে পারেন না। সেই দিনগুলোর মজুরি কাটা যায়। সব জানা সত্ত্বেও এত বছরে প্রশাসন স্থায়ী সমাধান করতে পারল না।'

চাঁপাতলিঝোরার দুই প্রান্তে বসবাসকারী পরিবারগুলোর জন্য সাঁকো দুটি জীবনরেখা। প্রায় ১৫০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি সাঁকোর একটি তুলনামূলকভাবে বড়। সেই সাঁকোর পাশে রয়েছে বঞ্চুকামারি ১ নম্বর বিএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রতিদিন সেই স্কুলের পড়ুয়ারা সাঁকো পার করে স্কুলে যায়।

স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা জয়দেব রায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ছোট থেকে এই সাঁকো দিয়েই যাতায়াত করি। গ্রামের মানুষগুলোর চাহিদা তো খুব একটা বেশি কিছু নয়, আমরা শুধু চাই নিরাপদে চলাচলের রাস্তা। এখনকার দিনে যেখানে সেতু হওয়া সাধারণ বিষয়, সেখানে সাঁকো দিয়ে পারাপার করতে হচ্ছে, এটা খুবই লজ্জাজনক।'

স্থানীয় মিনতি দেব সিংহ তোপ দাগলেন নেতা-মন্ত্রীদের। তাঁর কথায়, 'প্রত্যেকবার ভোটের আগে নেতা-মন্ত্রীরা এসে বলেন, সেতু হবে, কাজ শুরু হবে। কিন্তু ভোট মিটলেই সব হাওয়া। বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে ভয় হয়। আমাদের সমস্যার কথা কারও কান পর্যন্ত পৌঁছায় না।'

গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে অবশ্য ভোগান্তির কথা স্বীকার করা হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রধান দীপঙ্কর রায়ের সাফাই, 'জানি সাঁকো দুটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পঞ্চায়েতের সীমিত বরাদ্দে সব জায়গায় একসঙ্গে কাজ করা যায় না। বিষয়টি ব্লকে ও জেলা পরিষদে জানানো হয়েছে। আমরাও চাই, যাতে দ্রুত সেতু নির্মিত হয়।'

তৃণমূলের পথসভা

কামাখ্যাগুড়ি ও সোনাপুর, ১৬ জুলাই : বুধবার খোয়ারডাঙ্গা-১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একুশে জুলাই উপলক্ষ্যে মারাখাতা চৌপথিতে পথসভা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় অঞ্চল কমিটির সভাপতি সুদয় নার্জিনারি, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাকলি রায় প্রমুখ। অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতায় একই ইস্যুতে পথসভা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মথুরা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সুব্রত সরকার, উপপ্রধান দেবেন্দ্র রাভা প্রমুখ।

শিবির

কুমারগ্রাম, ১৬ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে বুধবার কুমারগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়ে তামাকজাত দ্রব্য বর্জন ও নেশাবিরোধী সচেতনতামূলক শিবির করা হয়। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের নেশামুক্ত সমাজ গড়ার বিষয়ে সচেতন করেন স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। স্কুলের টিচার ইনচার্জ সংগীতা দাস জানান, তামাক সহ বিভিন্ন ধরনের মাদক ও নেশাজাত দ্রব্য প্রত্যাখ্যানে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সচেতনতামূলক শিবির করা হয়েছে।

মাঝেরডাবরি বাগানে বসল খাঁচা

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই : কিছুদিন আগে চিতাবাঘ কয়েকজন চা বাগান কর্মীকে আহত করে। এরপর শ্রমিকরা চিতাবাঘের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন। শ্রমিকদের ভয় কাটাতে চিতাবাঘ ধরতে খাঁচা বসল মাঝেরডাবরি চা বাগানে। কয়েকমাসে মাঝেরডাবরি চা বাগানে তিনজন চা শ্রমিক চিতাবাঘের আক্রমণে আহত হন। তাঁদের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চলে। চিকিৎসার পর ছেড়েও দেওয়া হয়।

মাঝেরডাবরি চা বাগান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বক্সা ফরেস্ট সংলগ্ন মাঝেরডাবরি চা বাগানে হাতি ও চিতাবাঘের আনাগোনা দেখা যায়। সম্প্রতি সেখানে একটি চিতাবাঘ শাবকের জন্ম দেয়। শাবকগুলি বড় হয়। তারপরেই দুটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের গতিবিধি লক্ষ করা যায় এলাকায়। কয়েক মাসে চা শ্রমিকরা আহত হতেই আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। তারপরেই বন দপ্তর সহ পুলিশ ও প্রশাসনকে বিষয়টি অবগত করা হয় বলে চা বাগান কর্তৃপক্ষ সূত্র খবর। এমনকি প্রায় তিনটি খাঁচাও পাতা হয়। প্রহরী দিয়ে চা পাতা তোলার কাজ চলে।

এবিষয়ে মাঝেরডাবরি চা বাগান ম্যানেজার চিন্ময় ধর বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরে একটি জায়গায় চিতাবাঘের আনাগোনা দেখা যায়। বিষয়টি বন দপ্তরকে জানাতেই তারা খাঁচার ব্যবস্থা করেছে। শীঘ্রই চিতাবাঘ ধরা পড়বে।'

কুমারগ্রামে প্রথমবার ধইঞ্চা চাষ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৬ জুলাই : কুমারগ্রাম ব্লকের প্রায় ১৬০০ জন কৃষক এক হাজার হেক্টর জমিতে এই প্রথম ধইঞ্চা চাষ করছেন কুমারগ্রাম ব্লক কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায়। ধইঞ্চা এক ধরনের শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদ। ধইঞ্চা সাধারণত ধান চাষে সবুজ সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সবুজ সার হল এক ধরনের ফসল, যা জমিতে রোপণ করার পর, ফুল আসার আগেই সেটিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও গুণাগুণ বাড়ানো।

কুমারগ্রাম ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা রাজীব পোদ্দারের কথায়, 'ধইঞ্চা চাষের মাধ্যমে চাষিরা জৈব পদ্ধতিতে চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন। এই সবুজ সার প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষিজমিতে ইউরিয়ার প্রয়োগ অনেকটাই কমে যাবে। জমির উর্বরা শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।'

'সবুজ সার'

কুমারগ্রাম ব্লকের কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক কেশব বর্মন জানালেন, এই চাষ চাষিদের জৈব পদ্ধতিতে কৃষিকাজের প্রবণতা বাড়াবে। আগামীদিনে কৃষকরা আরও অনেক বেশি পরিমাণে এই ধইঞ্চা চাষ করবেন বলে তিনি আশাবাদী।

সাধারণত জমিতে একটি চাষ দিয়ে ধইঞ্চা বীজ ছড়িয়ে দেওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৫ কেজি ধইঞ্চা বীজ প্রয়োজন হয়। ধইঞ্চা চাষে সার বা পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। পোকামাকড়, রোগের আক্রমণ হয় না বললেই চলে। কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম নারারথলির কৃষক সঞ্জয় রায় বলেন, 'এ বছর আমি প্রায় আড়াই বিঘা ধইঞ্চা চাষ করেছি। এতে আমার জমিতে ইউরিয়া বেঁচে যাবে।' খোয়ারডাঙ্গা দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গচিমারির কৃষক প্রণব বিশ্বাস বলেন, 'এবছর প্রায় তিন বিঘা ধইঞ্চা চাষ করেছি। ইতিমধ্যেই সেই ধইঞ্চা ধান চাষের জমিতে মিশিয়ে দিয়েছি।'

ঝিরঝিরে বৃষ্টিতেই লাঙল নিয়ে মাঠে কৃষকরা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৬ জুলাই : মুষলধারে নয়, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি! মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে ঝিরঝিরে। তবে 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।' কয়েক ঘণ্টার ঝিরঝিরে বৃষ্টিতেই জমি ভিজেছে। নীচু জমিগুলিতে কিছুটা জলও জমেছে। তাই বুধবার সকাল থেকেই জমি চষতে লাঙল নিয়ে নেমে পড়েছেন মাদারিহাট-বীরপাড়া, ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা। অনেকে আমন ধানের চারা রুইতেও শুরু করেছেন।

এবছর গোটা আষাঢ় মাস উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির আকাল। তবে মঙ্গলবার রাত থেকে আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। মাদারিহাট-বীরপাড়া, ফালাকাটা ব্লক সহ আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় মঙ্গলবার রাত এবং বুধবার ভোরবেলা থেকে সারাদিন কমবেশি বৃষ্টি হয়েছে। মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামে এদিন সকালে লাঙল নিয়ে জমি চষতে নেমে পড়েন মমতাজুল ইসলাম। তিনি বলছিলেন, 'মুষলধারে বৃষ্টি না হলেও এভাবে টানা তিন-চারদিন বৃষ্টি হলে আমন ধান বোনা যাবে। তবে চারা বোনার পর ফের বৃষ্টির আকাল হলে সমস্যায় পড়ব। কিন্তু আমরা নিরুপায়। তাই আশায় বুক বেঁধে আমন ধান বুনতে শুরু করেছি। কারণ সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।'

ওই এলাকারই আরেক চাষি মহম্মদ মহিরউদ্দিন। তাঁর জমির পাশে সরকারি সেচপ্রকল্পের পাম্প রয়েছে। ওই পাম্প চালিয়ে জল নিয়ে রবিবার ধানের চারা লাগিয়েছেন। বুধবার সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। এতে অনেকটা লাভ হল, কারণ কেবলমাত্র সেচের জলের ভরসায় আমন চাষ করা যায় না বলে জানালেন মহিরউদ্দিন।

মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামে আমন ধান বুনতে জমি চষছেন কৃষক।

কাজিপাড়া গ্রামে শ্রমিক দিয়ে আমন ধান বুনতে দেখা গেল আবদুল হককে। তিনি বলেন, 'প্রায় ১০-১২ দিন আগে জমি চাষ করে রেখেছিলাম। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে ধানের চারা বুনতে পারছিলাম না। সোমবার সরকারি সেচপ্রকল্পের জল নিয়ে মঙ্গলবার থেকে চারা বুনতে শুরু করেছি। বুধবার থেকে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় আশার আলো দেখছি।' তবে চিন্তা কিন্তু পিছু ছাড়ছে না কৃষকদের। ফালাকাটার পূর্ব দেওগাঁওয়ের রবিউল হকের কথায়, 'এত কম বৃষ্টি আমন ধান বোনার জন্য যথেষ্ট নয়। আমি আমন বুনতে শুরু করলেও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত।'

একই বক্তব্য মধ্য দেওগাঁওয়ের আইনুল হক, বেলতলির নিতাই দাসদের। ওই দুই ব্লক ঘুরে দেখা গিয়েছে, বিঘার পর বিঘা জমি এখনও চাষ করার বাকি। অনেকে পাট কাটলেও আমন ধান বোনার জন্য জমি চাষ করেননি। আবার, অনেকে এখনও পাট কাটতেই শুরু করেননি।

আশার আলো

- জেলার বিভিন্ন এলাকায় মঙ্গলবার রাত এবং বুধবার ভোরবেলা থেকে সারাদিন কমবেশি বৃষ্টি হয়েছে
- কয়েক ঘণ্টার ঝিরঝিরে বৃষ্টিতেই জমি ভিজেছে, নীচু জমিগুলিতে জল জমেছে
- বুধবার সকালে জমিতে লাঙল নিয়ে নেমে পড়েছেন মাদারিহাট-বীরপাড়া, ফালাকাটা ব্লকের কৃষকরা
- বহু চাষি আবার পর্যাপ্ত বৃষ্টি না পেয়ে জমি চাষই করেননি

বন্যা পরিস্থিতি

টানা বৃষ্টি ও ডিভিসির জল ছাড়ার কারণে রাজ্যের চার জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে বিশেষ টিম তৈরি করল নবান্ন। খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম।

ধৃত বেড়ে ছয়

ভাঙড়ে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনার পর থেকে তার খোঁজে তল্লাশি চলছিল। এই নিয়ে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬। তদন্ত চলছে।

ছাড়পত্র

১৫ বছর পর মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগে ছাড়পত্র দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন বিচারপতি পার্থসারথী সেন এই রায় দিয়েছেন। ২১ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করতে হবে।

নিখোঁজ তরুণ

কলকাতায় চিকিৎসা করতে এসে হুগলির ব্যান্ডেল থেকে নিখোঁজ হলেন এক বাংলাদেশি তরুণ। তিনি কয়েকদিন ব্যান্ডেলে ছিলেন। তাঁর খোঁজে তদন্ত চালাচ্ছে চুঁচুড়া থানার পুলিশ।

সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারেন মামলাকারীরা

এসএসসি'র বিধিই বহাল

রিমি শীল

নিয়োগে মান্যতা

- ৩০ মে'র নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির একাংশকে মান্যতা
- বয়সসীমায় ছাড়, শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় বহাল এসএসসির সিদ্ধান্ত
- বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জ করে মামলা খারিজ
- সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ না করে মামলা খারিজ করল ডিভিশন বেঞ্চ

কলকাতা, ১৬ জুলাই : ২০২৫ সালের নিয়োগ বিধি মেনেই হবে নিয়োগ প্রক্রিয়া। ৩০ মে স্কুল সার্ভিস কমিশনের জারি করা নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির একাংশকে মান্যতা দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে অস্বস্তিতে পড়লেন চাকরিহারা ও বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতায় অতিরিক্ত ১০ নম্বর, বয়সে ছাড়, ন্যূনতম যোগ্যতা নিয়ে এসএসসির বিজ্ঞপ্তিকে কার্যত বহাল রেখেছে বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দের ডিভিশন বেঞ্চ। শুধুমাত্র চিহ্নিত দাগিদের পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রে দাঁড়ি টেনে দেওয়া হয়েছে। তা বাদ দিয়ে এসএসসির নিয়োগ বিধিতে হস্তক্ষেপ করেনি ডিভিশন বেঞ্চ। একক বেঞ্চের নির্দেশই বহাল রাখা হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চের মতে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ নয়। নতুন বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া চারটি মামলাই খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে স্বস্তি পেল রাজ্য ও কমিশন। তবে এখনই হাল ছাড়ছেন না চাকরিহারারা। প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন তাঁরা।

মামলাকারীদের আবেদন ছিল, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিধি ওই সালের মতো করতে হবে। নম্বর বিভাজন, বয়স সীমায় ছাড় সহ একাধিক বিষয়ে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। একক বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছিল, অযোগ্যরা পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। এছাড়া বিজ্ঞপ্তির বাকি কোনও অংশে হস্তক্ষেপ করা হয়নি। তারপরই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়ে অযোগ্যদের হয়ে সওয়াল করে রাজ্য ও কমিশন। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ হয়ে যায়। ওই রায় চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ ও চাকরিহারারা। এদিন রায় দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আবেদনকারীদের একাংশ ওয়েট লিস্টেড ক্যান্ডিডেট। তাঁরা নিয়োগপত্রও পাননি। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের নিয়োগ বিধি চ্যালেঞ্জ করার এক্তিয়ার রয়েছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বয়ঃসীমায়, বিশেষভাবে সক্ষম ও যোগ্যদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা এই শ্রেণিতে পড়েন না।

শুধুমাত্র অংশগ্রহণের কারণে এই অধিকার অর্জন করতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী কোথাও উল্লেখ করা নেই যে, ভবিষ্যতে শূন্যপদের সঙ্গে অতিরিক্ত পদ যুক্ত করা যাবে না। রাজ্য বা কমিশন নতুন নিয়ম বা বিধি বানাতে পারবে না। ৫০ শতাংশের যোগ্যতা নির্ধারণ সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত। সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত বিচারবিভাগীয় তদন্তের আওতায় পড়ে। যদি নীতি বৈষম্যমূলক, অযৌক্তিক হয় তাহলে হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে। ২০২৫ সালের নিয়োগ বিধি চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। কতজন নিয়োগ করা হবে তা নির্ধারণ করেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের নীতি নির্ধারণের স্বচ্ছতা নির্ধারণ করা সাংবিধানিক আদালতের কাজ নয়, যদি না জনগণের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। একটি নির্দিষ্ট পদের জন্য বয়সসীমা নির্ধারণ বা তাতে ছাড় দেওয়া রাজ্যের নীতিগত বিষয়। ২০২৫ সালের বিধি যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রেও রাজ্যের পক্ষেই মত রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের স্বার্থ আগে বিবেচ্য। শিক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করতে সবচেয়ে যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের নিয়োগ করতে হবে।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'জট খোলার জন্য পদক্ষেপ করেছিল এসএসসি। তার মান্যতা দিয়েছে হাইকোর্ট। রাম-বাম জট বাড়ানোর জন্য চাকরিপ্রার্থীদের রাজনৈতিক উপাদানে পরিণত করেছে।' বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের কটাক্ষ, 'হাইকোর্টের রায় সবাইকে মানতেই হবে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।'

দেশজুড়ে বাংলাভাষীদের হেনস্তার প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গী অভিষেক ও অন্য নেতারা। বুধবার।

সঙ্গে থাকলেও দিনভর চুপ অভিষেক

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৬ জুলাই : বৃষ্টি একে থামছেই না। তার ওপর বুধবার সকাল থেকেই তুমুল ধারাপাত। জল থই থই রাস্তা। নীল পোশাকের একদল লোক ঝাঁটা হাতে ধর্মতলায় প্রাণপণ চেষ্টা করছেন জল সরাতে। পুরসভা কর্মীদের রাস্তা সাফাইয়ের কাজ শেষ হতে না হতে হুড়মুড়িয়ে এলেন পুলিশ কর্মীরা। হাতের ওয়াকিটকি ধরা কানের কাছে। 'তাড়াতাড়ি করুন। সিএম তো এসে পড়লেন!'

তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন, তাঁর কর্মসূচি থাকলে বৃষ্টি হবেই। এটা তাঁর কাছে আশীর্বাদ। তাই বুধবারও বৃষ্টির তোয়াক্কা না করেই মুখ্যমন্ত্রী রাজপথে হাঁটলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে। কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করলেন। গলায় একটাই সুর, 'বাংলা ভাষা বলা কি অপরাধ? বিজেপি তুমি জবাব দাও।' কথা ছিল মিছিল শুরু হবে, ঠিক দুপুর দুটোয়। কিন্তু মিনিট পনেরো আগেই শুরু হল মিছিল। সঙ্গী হল ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও। ভিজছেন মমতা, অভিষেক থেকে শুরু করে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সহ সব নেতানেত্রীই। তাই কর্মী-সমর্থকরাও আর কেউ ছাতা খুলে উঠতে পারলেন না।

মঙ্গলবার রাত থেকেই কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত প্রস্তুতি ছিল চোখে পড়ার মতো। নির্ধারিত রুটে দফায় দফায় জমা জল পরিষ্কার চলে। তবুও জল এড়াতে মুখ্যমন্ত্রীকে শাড়ি সামলাতে হচ্ছিল জল বাঁচাতে। এরই ফাঁকে রাস্তার পাশের বাঁশের ব্যারিকেড টপকে ভিজে রাস্তাতেই শুয়ে পড়ে মমতার পা ছুঁলেন এক 'ভক্ত'। তড়িঘড়ি ফিরহাদ এগিয়ে এলেও থমকে গেলেন অভিষেক। ডায়মন্ড হারবার লোকসভার সাংসদের ছবিটা এদিন যেন কিছুটা ম্রিয়মাণ। সারা মিছিল পেরিয়ে কাকভেজা অভিষেক এদিন 'স্পিকটি নট'।

মঞ্চে উঠে মমতার তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা, 'রোদে পোড়া, জলে ভেজা তৃণমূলের অভ্যাস আছে'। তবে কর্মীদের শরীর নিয়েও যে 'দিদি' চিন্তা করেন তা বুঝিয়ে দিতেই তাঁর ভাষণে মমতার টোটকা: 'বাড়ি ফিরে উষ্ণ জলে স্নান করে নেবেন। আর হ্যাঁ, সঙ্গে খাবেন একটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ। আর আদা-চা খুব জরুরি।'

কলেজ স্কোয়ারের মঞ্চে লাগানো ছিল শুধুই মমতার ছবি লাগানো ব্যানার। ডোরিনা ক্রসিংয়ের সভামঞ্চ আবার পুরোটাই ছবিহীন। সবার আলোচনা, দিদির ছবি না থাকা কি কোনও বার্তা বহন করছে? এটা তো দেখা যায় না। এরই মধ্যে কেউ আবার প্রশ্ন করলেন, বঙ্গ বিজেপির নয়া সভাপতিও দপ্তরে সব নেতার ছবি সরিয়ে দিয়েছেন। এটা কি তারই হাওয়া?

ওয়াটার পার্কে জ্ঞান হারিয়ে মৃত্যু তরুণের

কলকাতা, ১৬ জুলাই : বুধবার নিক্কো পার্ক ঘুরতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল এক তরুণের। নিক্কো পার্কের ভিতর ওয়াটার পার্কে স্নান করতে নেমে আচমকা সংজ্ঞা হারান রাহুল দাস নামক ওই তরুণ। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। কী কারণে মৃত্যু, তা এখনও অস্পষ্ট। ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নিক্কো পার্ক কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সকাল ১১টা নাগাদ নিক্কো পার্কে ঘুরতে আসেন উলটোডাঙার বাসিন্দা বছর আঠারোর রাহুল। 'নায়াগ্রা ফল' নামক ওয়াটার পার্কে ৭ জন বন্ধু মিলে নামার পরেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন তিনি। নিক্কো পার্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজেশ রায় সিংহানিয়া জানান, ওই তরুণকে নায়াগ্রা ফল থেকে বন্ধুরা নামাচ্ছে দেখতে পেয়ে পার্ক চত্বরে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন কর্তৃপক্ষ। নায়াগ্রার ফার্স্ট ফ্লোরে 'শাওয়ার' নেওয়ার সময়ই এই দূর্ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে পার্কের কোনও গাফিলতি নেই বলেই জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

ভোটার তালিকা নিয়ে তর্জা মমতা-শুভেন্দুর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ জুলাই : পরিকল্পিতভাবে বিজেপি বিরোধীদের নাম বাদ দিতে ভোটার তালিকা সংস্কারের কাজে হাত দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। বুধবার ধর্মতলার সভা থেকে এইভাবেই নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন মমতা। যদিও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, ভোটার তালিকা থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের নাম যাতে বাদ না যায় তা নিশ্চিত করতেই কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, ভোটব্যাংকের স্বার্থে রাজ্যের জনবিন্যাস বদলে দিতে চাইছে এই সরকার। সীমান্তবর্তী নটি জেলায় জনসংখ্যা ও ভোটার বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

বুধবার কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিলে অংশ নেওয়ার পর ধর্মতলার সভা থেকে কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে কয়েক লক্ষ ভোটারের নাম মূল তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে বলে ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছে কমিশন। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দিল্লি, মহারাষ্ট্রের ভোটে এইভাবেই জিতেছে বিজেপি। এখন

> বাংলায় আমরা হতে দেব না। বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও আমরা ছাড়ব না। বাংলায় ক্ষমতায় আসবে তৃণমূলই। হাজার চক্রান্ত করেও বিজেপি জিততে পারবে না।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

> রোহিঙ্গা মুসলমানদের বাঁচাতেই পথে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটার তালিকা থেকে যাতে রোহিঙ্গা মুসলমানদের নাম কাটানো যায় সেটাই তাঁর লক্ষ্য
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে এই ছক শুরু করেছে। কিন্তু বাংলায় আমরা হতে দেব না। বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও আমরা ছাড়ব না। বাংলায় ক্ষমতায় আসবে তৃণমূলই। হাজার চক্রান্ত করেও বিজেপি জিততে পারবে না।' মমতার মিছিলের দিনেই ভোটার তালিকা কমিশনের ওপর পালটা চাপ তৈরি করতে কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে যান শুভেন্দু। সেখানে ভোটার তালিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'রোহিঙ্গা মুসলমানদের বাঁচাতেই পথে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটার তালিকা থেকে যাতে রোহিঙ্গা মুসলমানদের নাম কাটানো যায় সেটাই তাঁর লক্ষ্য।' মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারিতে কমিশন যাতে ভোটার তালিকা সংশোধনের ব্যাপারে পিছু না হটে, তাই মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে বিহারের মতোই এরাজ্যেও ভোটার তালিকা বিশেষ সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন শুভেন্দু।

সংবাদ মাধ্যম বলছে, বিহারে প্রায় ৩০-৩৫ লক্ষ নাম বাদ যাচ্ছে মূল ভোটার তালিকা থেকে। সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'মিডিয়ার খবর যদি সত্যি হয় তাহলে এরাজ্যে অন্তত ৯০ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিমের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বে।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচন কমিশন নিয়ে আমি কিছু বলব না। কমিশনকে আমি সম্মান করি। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার একসময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। তাঁকে কীভাবে ভরসা করব?'

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা হয়েছে তাতে আদালত সংশোধনের কাজের স্থগিতাদেশ না দিলেও পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে ২৮ জুলাই।

শিল্পপতিদের সহায়তা চায় রাজ্য সরকার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ জুলাই : ভাঁড়ারে টান। আবার সরকারি দপ্তরগুলির খরচ-খরচায় বিশেষ মনিটরিংয়ের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বুধবার নবান্ন সূত্রের খবর, উন্নয়ন সহ বিভিন্ন খাতে খরচ-খরচার মাসিক তথ্য নিয়মিতভাবে সরকারি পোর্টালে আপলোড করা হচ্ছে কি না তার ওপর নজরদারি রাখতে অর্থ দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথা হয়েছে। এদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রের খবর, একুশে জুলাইয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী সব দপ্তরের মন্ত্রী, সচিব ও শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে নবান্ন সভাঘরে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। প্রশাসনিক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী আবার জেলা সফরে বেরোবেন। জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি দলের জনসভা করতে পারেন তিনি। এসবের আগে কেন্দ্রীয়ভাবে দপ্তরগুলির সঙ্গে বসে নিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। সামাজিক প্রকল্পগুলির খরচ সামলাতে শিল্পপতিদের সহায়তা নেওয়ার কথাও চলছে। অর্থ দপ্তর সূত্রে খবর, ২০২৬-এ ভোট যুদ্ধে পুরোপুরিভাবে নামার আগে মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, জয় জোহার, কৃষক ভাতা সহ বিভিন্ন জনপ্রিয় প্রকল্পের আর্থিক জোগান নিয়ে নিশ্চিত হতে চান মুখ্যমন্ত্রী। ভোটের আগে চমক দিতে মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের দেয় টাকার পরিমাণ আরও বাড়াতে চান। শুধু অর্থের পরিমাণ বাড়ানো নয়, এই প্রকল্পে উপভোক্তার সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনাও মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় রয়েছে। তাঁর নির্দেশে এই সংক্রান্ত 'ওয়ার্মআপ'ও শুরু করেছে অর্থ দপ্তর। সামাজিক প্রকল্পের খরচ সামলাতে বেসরকারি শিল্পপতি ও শিল্প সংস্থার কাছেও আর্থিক সহায়তা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

১০০ দিনের কাজের বকেয়া

খালি হাতে ফিরল রাজ্য

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৬ জুলাই : ১০০ দিনের কাজের বকেয়া আদায়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিলেও কোনও আশ্বাস পেল না রাজ্য। টানা তিনদিন ধরে চলা এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে কার্যত নিরুত্তর থেকেছে কেন্দ্র। ফলে একরাশ হতাশা নিয়ে খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত সচিব পি. উল্লানাথন। বুধবার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের কাছে রাজ্যের দাবিগুলি জোরালোভাবে তোলেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন অর্থসচিব প্রভাত মিশ্রও।

রাজ্যের তরফে বকেয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত হিসেব এবং প্রাসঙ্গিক নথিপত্র তুলে ধরা হয় কেন্দ্রের আধিকারিকদের সামনে। তারপরও নিরাশার সুরই ঝরে পড়েছে কেন্দ্রের তরফে। আগেভাগে আশ্বাস দেওয়া হলেও আজকের মূল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না কেন্দ্রের পঞ্চায়েত সচিব।

সূত্রের খবর, বৈঠকে রাজ্যের তরফে ১০০ দিনের বকেয়া অর্থ অবিলম্বে মেটানো এবং রাজ্যে পুনরায় ১০০ দিনের কাজ চালু করার দাবি পুনরায় করা হয়। উল্লেখ করা হয় কলকাতা হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের কথাও। কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করতে সরাসরি অনুরোধ জানানো হয় রাজ্যের তরফে। কিন্তু কেন্দ্র স্পষ্ট করে কোনও আশ্বাস দেয়নি। কীভাবে বা কবে এই বকেয়া মেটানো হবে, তা নিয়ে কোনও দিশা মেলেনি। রাজ্য প্রশাসনের একাংশের মতে, 'পরিস্থিতি অত্যন্ত হতাশাজনক। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর ১০০ দিনের প্রকল্প পুনরায় চালুর বিষয়ে রাজ্য প্রস্তুত। কিন্তু কেন্দ্র টাকা না দিলে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।'

'জুন মাসেই কেন'

বাংলাদেশি খোঁজা কি পূর্বপরিকল্পিত, প্রশ্ন হাইকোর্টের

রিমি শীল

> সারা দেশে একই সময়ে কীভাবে বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হল? জুন মাসকেই কেন বেছে নেওয়া হল?
>
> **বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্র**

কলকাতা, ১৬ জুলাই : বিভিন্ন রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার ঘটনায় এবার প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। বাংলা বললেই বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করে আটকের অভিযোগ নিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসক দল। হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলায় বুধবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছে, 'সারা দেশে একই সময়ে কীভাবে বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হল? জুন মাসকেই কেন বেছে নেওয়া হল?' বিষয়টি পূর্বপরিকল্পিত কি না তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছে আদালত।

দিল্লি, ওড়িশায় পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে আটক করার অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁদের পরিবার। দেশজুড়ে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করে রাজ্য। এই প্রেক্ষিতে ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রের উদ্দেশে মন্তব্য করে, 'হঠাৎ করে কেন বাংলাদেশি শনাক্তকরণের কাজ শুরু হল? পুলিশ অভিযানে গেলে বিভিন্ন জায়গায় একই সময়ে তল্লাশি চালাতে পারে। কিন্তু তার নেপথ্যে তো কারণ থাকবে? নাকি পূর্বপরিকল্পিতভাবে এটা করা হচ্ছে? বিষয়টি স্পষ্ট করা হোক। না হলে ভুল বার্তা যাবে, ভুল পদক্ষেপ করা হবে।'

তবে কেন্দ্রের ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী জানান, পহলগাম ঘটনার পর সন্দেহজনক গতিবিধি দেখলে ডেকে পাঠানো হচ্ছে। সারা দেশে এরকম ১৬৫ জনকে আটক করা হয়েছিল। তার মধ্যে ৫ জনকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যাঁদের পাঠানো হয়েছে, তাঁরা স্বীকার করেছিলেন, তাঁরা বাংলাদেশি। কাশ্মীরেও এমন হয়েছে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানি নাগরিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। বাংলা বলেন এমন সবাইকে আটক করা হয়নি।

রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহকে কেন বেছে নেওয়া হল? বাংলা বললেই তো হেনস্তার মুখে পড়তে হচ্ছে। তাহলে তো ত্রিবেদী, দ্বিবেদী, রাইরা এখানে থাকবেন, চক্রবর্তীরা নয়। মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোক কুমার চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, একই বিষয়ে দিল্লি হাইকোর্টে আগেই মামলা দায়ের হয়েছে। তাই মামলা হাইকোর্ট শুনতে পারে না। সেখানেও একই নামে মামলা হয়েছে। আদালতকে ভুল তথ্য দেওয়া হচ্ছে। তবে সমগ্র বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রকে আদালতে হলফনামা জানানোর নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

নিমতলা বিসর্জন ঘাটের সংস্কার

কলকাতা, ১৬ জুলাই : কুমোরটুলির পর এবার নিমতলা বিসর্জন ঘাট। কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে রাজধানী শহরের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী ঘাটগুলির সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। কয়েকদিন আগেই কুমোরটুলি ঘাটের সংস্কারের কাজ তুলে দেওয়া হয়েছে আদানিদের হাতে। বুধবার নিমতলা বিসর্জন ঘাটের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ তুলে দেওয়া হল পিএস গ্রুপের হাতে। এদিন বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বন্দরের চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রামন, ডেপুটি চেয়ারম্যান সম্রাট রাহি ও পিএস গ্রুপের তরফে সৌরভ দুগার ও অরুণ সাঞ্চেতি উপস্থিত ছিলেন।

ফের আটক ৬

কলকাতা, ১৬ জুলাই : এবার আপ শাসিত পঞ্জাবের লুধিয়ানায় ৬ শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে জেলবন্দি করে রাখার অভিযোগ উঠল। সপ্তাহ তিনেক আগে মালদার চাঁচল ১ ব্লকের বেলপুকুর এলাকার ওই ৬ জন পঞ্জাবের লুধিয়ানায় গিয়েছিলেন। পঞ্জাব প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে নবান্ন।

তৃণমূলের পর পদ্ম বিধায়কদের মিছিল

কলকাতা, ১৬ জুলাই : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার তারই প্রমাণ মিলল শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিজেপি পরিষদীয় দলের কমিশন অভিযানে। লক্ষ্য একটাই, প্রচারের ফায়দা যাতে মমতা একা না নিতে পারেন।

ভিনরাজ্যে বাঙালিদের বাংলাদেশি বলে হেনস্তা, ভোটার তালিকা থেকে বেছে বেছে অবিজেপি ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে বুধবার কলকাতার রাজপথে মিছিল করেন মমতা ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিনে প্রায় একই সময়ে বিধানসভা থেকে কলকাতায় কমিশনের দপ্তর পর্যন্ত মিছিল করার পরিকল্পনা নেন শুভেন্দু। পর্যবেক্ষকদের মতে, ধারে ও ভারে তৃণমূলের এই কর্মসূচি সংবাদমাধ্যমের বাড়তি নজর কাড়তে চলেছে, তা বুঝেই শুভেন্দুর এই কৌশল। মমতার মিছিলকে টেক্কা দিতে এদিন ৫০ জন বিজেপি বিধায়ককে নিয়ে মিছিলের ভার বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন শুভেন্দু। সূত্রের খবর, মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য বিজেপি বিধায়কদের খবর পাঠানো হয়েছিল মঙ্গলবার। কর্মসূচির কথা গোপন রাখতে দলীয় মিডিয়া গ্রুপেও এব্যাপারে কোনও উল্লেখ ছিল না।

বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন ধর্মতলায় ডোরিনা ক্রসিংয়ের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছোনোর পরেই বিধানসভা থেকে শুভেন্দুর নেতৃত্বে মিছিল শুরু হয়। যদিও গোটা বিষয়টিকে কাকতালীয় বলে দাবি করেছে বিজেপি। তবে এদিনই ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে শুভেন্দুর মন্তব্যকে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

একুশে জুলাইয়ের দিনেই শিলিগুড়িতে বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযানের কর্মসূচিতে অনুমতি দেয়নি পুলিশ। অনুমতি আদায় করতে আদালতে গিয়েছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৬০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩২ আষাঢ় ১৪৩২

জাত্যভিমানের রাজনীতি

বিধানসভা ভোটের মুখে ফের বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাত্যভিমান নিয়ে সরগরম পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি। ওড়িশা, দিল্লি, মহারাষ্ট্র সহ বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে বেশ কিছুদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠছে। দিল্লিতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক কলোনির বিদ্যুৎ, পানীয় জলের সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা বলে হয়রানি করার অভিযোগ উঠছে।

এজন্য বিজেপির সমালোচনায় সোচ্চার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে বাংলাবিরোধী বলে রাজনীতির সুর বেঁধেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। এবারও সেই পরিকল্পনা স্পষ্ট। বাঙালি জাত্যভিমানকে সামনে রেখে মমতার এই প্রচারের পালটা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের মনের নাগাল পেতে সংঘ পরিবার এবং বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বাঙালিয়ানা অস্ত্রে শান দিচ্ছে।

শমীক ভট্টাচার্যের মতো আদ্যোপান্ত বাঙালি মুখকে দলের রাজ্য সভাপতি করার নেপথ্যে সেই পরিকল্পনা স্পষ্ট। পাশাপাশি অসীম ঘোষের মতো পুরোনো নেতাকে হরিয়ানার রাজ্যপাল করার নেপথ্যেও বিজেপির সেই বাঙালি তাসের খেলা। বোঝাই যাচ্ছে, তৃণমূল এবং বিজেপি, দুই শিবিরই বাংলা ও বাঙালিকে এবারের ভোটে হাতিয়ার করতে চলেছে।

বাঙালি আবেগকে পুঁজি করে অতীতে এরাজ্যে সেভাবে কখনও রাজনীতির রুটি সেঁকা হয়নি। বরং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মেনে দেশের বাকি প্রান্তের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারাও ভারতীয় পরিচয় নিয়েই স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করেছেন। অসমে বাঙালি খেদাওয়ের মতো আন্দোলন অতীতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কেউ বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি- এই অতি সরলীকৃত ধারণা অতীতে ডালপালা মেলেনি।

এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। বিহারে যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা হচ্ছে, তা আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গে হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এতে বিশেষ করে বাংলাভাষী মুসলমানদের বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা বলে তৃণমূলের অভিযোগ। বাংলা ও বাঙালি আবেগ উসকে তৃণমূল নেত্রীর পথে নামার সিদ্ধান্ত বিজেপি তো বটেই, সব রাজনৈতিক দলকে চিন্তায় ফেলেছে।

মমতা বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে জানিয়েছেন, তিনি আরও বেশি করে বাংলায় কথা বলবেন। তাতে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দিলেও তিনি পিছপা হবেন না। শিঙাড়া, জিলিপি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অ্যাডভাইজারিকে হাতিয়ার করে বাঙালি বিদ্বেষের বিরোধিতায় সুর তীব্র করেছেন মমতা। তবে সমস্যা অন্যত্র।

পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গসমাজের একটা বড় অংশ, বিশেষ করে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া নতুন প্রজন্মের অনেকে বাংলা ঠিকমতো পড়তে ও লিখতে জানে না। বাঙালি ছেলেমেয়েদের অনেকের কাছে বাংলা প্রথম ভাষা, এমনকি দ্বিতীয় ভাষাও নয়। মাতৃভাষা না জানার জন্য তাদের সংকোচও নেই। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ভাষা বাংলা হলেও বহু সরকারি কাজকর্মে বাংলা ভাষার ঠিকমতো ব্যবহার হয় না। সরকারি নথিতেও অনেক সময় বাংলা থাকে না।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ওপার বাংলার বাঙালিরা একদা উর্দু আগ্রাসন ঠেকাতে মাতৃভাষার জন্য শহিদ হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারত কিংবা মহারাষ্ট্রের বাসিন্দারাও নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর। হিন্দি আগ্রাসনের প্রতিবাদে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র প্রায় একই সারিতে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান মোটেই আশাপ্রদ নয়। বাঙালিরা অন্যদের ভাষা, সংস্কৃতি দ্রুত আপন করে নিতে পারে বটে, কিন্তু তার অর্থ নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীনতা নয়।

বহুক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই বাংলায় কথা বলা নিয়ে বিরোধ খবরের শিরোনাম হয়। বহু বাঙালি নাগরিককে নিজের রাজ্যেই শুনতে হয় বাংলায় কথা বলতে হলে বাংলাদেশে যেতে হবে। বাঙালি অস্মিতা রক্ষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই করছেন ঠিকই। কিন্তু ভিত নড়বড়ে রেখে মজবুত বহুতল গড়া যে দুঃসাধ্য, সেটা মাথায় রাখা উচিত।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল। **-স্বামী বিবেকানন্দ**

যত দোষ সবই কি নন্দ ঘোষ?

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত রিপোর্টে অভিযোগের তির পাইলটদের দিকেই তাক করা। আড়ালে কিন্তু বহু প্রশ্ন।

চিরঞ্জীব রায়

দুঃসহ স্মৃতি।। আহমেদাবাদে দুর্ঘটনাগ্রস্ত এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান।

মাত্র দুটি বাক্যের এক সংলাপ ও একটি সুইচ। এসবের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে স্মরণাতীতকালে ভারতে সবথেকে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত এবং ধোঁয়াশা। ১২ জুন, ২০২৫। দুপুর ১টা বেজে ৩৮ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড। আহমেদাবাদের মাটি ছাড়ল এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ বিমান, এআই-১৭১ ড্রিমলাইনার। ৩৮ মিনিট ৫২ সেকেন্ড, এক নম্বর ইঞ্জিনের ফুয়েল কন্ট্রোল অর্থাৎ জ্বালানি নিয়ন্ত্রণের সুইচ 'কাটঅফ' হল। তার ঠিক চার সেকেন্ড পরে দ্বিতীয় ইঞ্জিনের ক্ষেত্রেও একই কাণ্ড। ১টা বেজে ৩৯ মিনিট ৫ সেকেন্ডে অতি জরুরি বিপদসংকেত 'মে ডে কল' দিলেন পাইলট। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল জবাবও দিল। কিন্তু পাইলট নীরব। ড্রিমলাইনার ততক্ষণে মাটিতে আছড়ে পড়েছে। চিরতরে নীরব হলেন ২৬০ মানুষ।

আন্তর্জাতিক সময়সীমার নিয়মটা অন্তত মেনে ঠিক এক মাস পরে, গত শনিবার এআই-১৭১ নিয়ে পনেরো পাতার 'প্রাথমিক' তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)। তাতে দুর্ঘটনার ক্রমপর্যায় বিবৃত হলেও কারণ নিয়ে স্পষ্টতার অভাব। ইঞ্জিন কখন এবং কেন গতি হারাল, কোথায় গলদ ছিল, তার জন্য কে বা কী দায়ী। এই অতি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার বদলে রিপোর্টে অতি সুচারুভাবে পাইলটের ভুলের দিকে দৃষ্টি ঘোরানো হয়েছে। যদিও সেকথাও প্রত্যক্ষভাবে বলা হয়নি। স্বভাবতই, রিপোর্টের সারবত্তা নিয়েই ধোঁয়াশা রয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই, রিপোর্টটি প্রাথমিক এবং প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে চূড়ান্ত রায় দেওয়া যায় না। কিন্তু সত্যের ওপর আলোকপাতের শুরুটা তো হবে। সবাই সেদিকেই তাকিয়ে।

ওড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দুটি ইঞ্জিনেই জ্বালানি যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এর দুটি সম্ভাবনা সবাই আন্দাজ করতে পারে। পাইলট দুটি ইঞ্জিনের দুটি সুইচ-ই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বা, সুইচেই গণ্ডগোল ছিল। হাতের সামনে সত্য মজুত না থাকলে সম্ভাবনাই আঁকড়ে ধরতে হয়। কিন্তু মানুষ সুইচ নামে একটা যন্ত্রের চেয়েও বিচারবুদ্ধিহীন? বিমান যখন মাত্রই কয়েকশো ফুট উচ্চতায় উড়েছে এবং প্রতি মুহূর্তে গতি বদলাচ্ছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণে জ্বালানির সুইচ বন্ধ করা মানে আত্মহত্যা করা, এটা কি পাইলটরা জানতেন না?

সুমিত সাভারওয়াল। বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার সহ নানা বিমান ওড়ানোর ক্ষেত্রে কয়েক হাজার ঘণ্টার অভিজ্ঞতা। ছিলেন একজন স্বীকৃত প্রশিক্ষক এবং পরামর্শদাতা। নিজের কাজ নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী পাইলট ওড়ার আগে বাড়িতে ফোন করে বাবাকে বলেছিলেন, 'লন্ডনে নেমে ফোন করব'। তাই জ্বালানির সুইচ বন্ধ করে আত্মহত্যার থিওরিটা যে মানানসই হচ্ছে না।

কিন্তু এএআইবি-র রিপোর্টে ইঙ্গিত তেমন সম্ভাবনার দিকেই। এবং এখানেই তদন্ত ব্যুরো দুই পাইলটের দুটি বাক্যকে শিখণ্ডী খাড়া করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ককপিট ভয়েস রেকর্ডিংয়ে এক পাইলটকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'জ্বালানির সাপ্লাই বন্ধ করলেন কেন?' অন্য পাইলট জবাব দিচ্ছেন, 'আমি করিনি'। সুমিত সাভারওয়াল এবং তাঁর সহকারী পাইলট ক্লাইভ কুন্দর, কে প্রশ্নটি করেছিলেন আর জবাব কে দিয়েছিলেন, সে উল্লেখ রিপোর্টে নেই। এর আগে বা পরে কোনও কথা হয়েছিল কি না, হয়ে থাকলে কী কথা হয়েছিল, সে নিয়েও উচ্চবাচ্য নেই। সংক্ষিপ্ত সংলাপের কোনও ব্যাখ্যা নেই। কেবল আলতো করে তুলে দেওয়া দুটি বাক্য, যাতে সন্দেহাতীতভাবে সেই দুটি মানুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, যাঁরা আর কোনওদিন আত্মপক্ষ সমর্থনে একটি কথাও বলতে পারবেন না।

অথচ, পাইলটের দোষে নয়, বিমান বিকল হয়ে দুর্ঘটনার নজির ভারতে মোটেই বিরল নয়। দেশের প্রথম সারির একটি সংবাদপত্র তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) প্রয়োগ করে বেসামরিক বিমান চলাচল দপ্তর (ডিজিসিআই) থেকে যে বাস্তবচিত্র পেয়েছে, তা রীতিমতো আতঙ্কজনক। ২০২০ থেকে এখনও পর্যন্ত, অর্থাৎ পাঁচ বছরে উড়ন্ত অবস্থায় ৬৫টি বিমানের ইঞ্জিন শাটডাউন হয়ে যায়। গত ১৭ মাসে বিমানের ককপিট থেকে 'মে ডে' কল যায় ১১টি। এই ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ চালকরাই পরিস্থিতি সামলে নিয়েছেন। ১২ জুন অভিশপ্ত বিমানটির ঘটনাক্রম এই সার্বিক ছবি থেকে আলাদা ছিল না। কেবল, এক্ষেত্রে সমস্যা সামলানো যায়নি। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, নানা প্রযুক্তিগত কারণে একটা বিমান এআই ১৭১-এর মতো মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হতে পারে। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস-এর সভাপতি ক্যাপ্টেন সিএস রণধাওয়ার মতে, জ্বালানির ফিল্টার বুজে গেলে, জ্বালানি কম থাকলে, টারবাইন ঠিকমতো কাজ না করলে, উড়ান থমকে যেতে পারে। ইঞ্জিনে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি না গেলে, জ্বালানিতে জল বা অন্য কিছু মিশে গেলেও সমস্যা হতে পারে। এই সমস্ত সম্ভাব্য কারণগুলি খতিয়ে দেখা হয়েছে কি না রিপোর্ট সে ব্যাপারে নিশ্চুপ। উপরন্তু, রিপোর্টে বিমান পরিবহণ বা প্রস্তুতকারক সংস্থার ভূমিকার কোনওরকম উল্লেখই করা হয়নি।

১২ জুনের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, বিমান ওড়ার পরেই র‍্যাম এয়ার টারবাইন (আরএটি) কাজ শুরু করে দিয়েছে। এর কাজ হল, দুটি ইঞ্জিনই বিকল হলে বিমানটিকে প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণের মতো শক্তি জোগানো। এখন ধাঁধাটা এই নিয়ে যে, দুটি ইঞ্জিন থেমে যাওয়ার পরেই আরএটি কাজ শুরু করে। কিন্তু সিসিটিভির ফুটেজে এআই-১৭১ কয়েকতলা উচ্চতায় ওড়ার পরেই এয়ার টারবাইনটিকে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ, রিপোর্টে যে সময় উল্লিখিত হয়েছে, ইঞ্জিন তার আগেই থেমে গিয়েছিল। তাহলে গণ্ডগোলটা কোথায়, সিসিটিভির ছবিতে, নাকি এএআইবি-র রিপোর্টে দেওয়া টাইমলাইনে?

ধোঁয়াশা আরও আছে। কোনও বিপদ ঘটলেই বিমানের 'ইমার্জেন্সি লোকেটর বিকন' সংকেত দিতে থাকে। এক্ষেত্রে তা ঘটেনি। তাহলে কি ইমার্জেন্সি বিকন খারাপ ছিল? সেই মুহূর্তে কাজ করছিল না? রিপোর্টে এরও কোনও উত্তর নেই। অন্যান্য বিমানের ক্ষেত্রে অবিলম্বে এই ত্রুটিগুলির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার কোনও সুপারিশও নেই। এইভাবেই এএআইবি-র রিপোর্ট যত প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, প্রশ্ন তুলে দিয়েছে তার থেকে বেশি।

প্রাথমিক হলেও, একটা নিটোল রিপোর্টের উদ্দেশ্য দোষারোপ করার ঘাড় খোঁজা নয়, বরং সেই সাংঘাতিক গলদগুলো খুঁজে বের করা যাতে এমন ত্রুটির পুনরাবৃত্তি না হয় এবং অন্যান্য বিমানের উড়ান বিপন্মুক্ত হয়। রিপোর্টে তেমন কোনও বুদ্ধিমত্তার আভাস নেই। জ্বালানি নিয়ন্ত্রণের সুইচ নিয়ে সমস্যা আছে জেনেও রিপোর্ট জরুরিভিত্তিতে সমস্ত বোয়িংয়ের সুইচ পরীক্ষার সুপারিশ করেনি। ইমার্জেন্সি লোকেটর বিকন পরীক্ষার পরামর্শও দেয়নি।

এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসন সোমবার দাবি করেছেন, প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী বিমানে কোনও যান্ত্রিক গোলযোগ বা রক্ষণাবেক্ষণের গাফিলতি ছিল না। জ্বালানির মান, পাইলটদের শারীরিক অবস্থা, কোথাও কোনও ত্রুটি পাওয়া যায়নি। তাঁর কথায়, 'দুর্ঘটনার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাই কোনও সুপারিশও করা হয়নি।' এটা নিছকই একটা প্রাথমিক রিপোর্ট, তদন্ত এখনও পুরোই বাকি, তাই তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়াটা ঠিক হবে না। ক্যাম্পবেল কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডুর বক্তব্যই প্রতিফলিত করেছেন। মন্ত্রীও বলেছেন, এএআইবি-র এই রিপোর্ট একটা জটিল তদন্তের শুরুমাত্র। কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় আসেনি।

বহু সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া না করা হলেও, রিপোর্ট স্পষ্ট করে বলছে, ওড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দুটি ইঞ্জিনেরই জ্বালানি নিয়ন্ত্রণের সুইচ একের পর এক 'রান' থেকে 'কাটঅফ'-এ চলে যায়, অর্থাৎ ইঞ্জিনে জ্বালানি সরবরাহ থেমে যায়। সুইচ আপনাআপনি কাটঅফ-এ গেল, না পাইলট কয়েকশো মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আত্মহত্যার পাগলামিতে সেটা করলেন সে নিয়ে রিপোর্ট নীরব। যদিও জ্বালানি সুইচের রান থেকে নিজে থেকেই কাটঅফ-এ যাওয়ার উদাহরণ অতীতে অনেক আছে। আর এর পরেই রিপোর্ট দুই পাইলটের কথোপকথন তুলে ধরায় সন্দেহের তিরটা তাঁদের দিকেই ঘুরছে। যার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন বিমানচালকদের সংগঠন থেকে বিশেষজ্ঞরা।

আসলে, তদন্তের উদ্দেশ্য কেবল একটি দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয়ে সীমাবদ্ধ হতে পারে না। কীভাবে একটি তদন্ত নিরপেক্ষ এবং সুচারুভাবে সম্পন্ন করে সমস্যা ও তার সমাধানে আলোকপাত করা যায় সেটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। লক্ষ্য হওয়া উচিত, উড়ান-সংক্রান্ত নিরাপত্তার ওপর দেশ এমনকি বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের আস্থা অটল রাখার ব্যবস্থা করা। এএআইবি-র প্রাথমিক রিপোর্টে সেই দায়িত্বটা ঠিক করে পালিত হয়েছে তো? সংশয়টা সেখানেই।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯০৬

নাট্যব্যক্তিত্ব বিজন ভট্টাচার্যের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৯২

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেত্রী কানন দেবী।

আলোচিত

আজকের যুদ্ধ গতকালের অস্ত্র দিয়ে জিততে পারব না। আজকের যুদ্ধ লড়তে আগামীকালের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। পুরোনো সিস্টেম দিয়ে কাজ হবে না। ড্রোন কৌশলগত ভারসাম্য বদলে দিচ্ছে। প্রতিদিন আমরা সেই বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছি।

- অনিল চৌহান
(চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ, ভারত)

ভাইরাল/১

আপনে গলি মে কুত্তা ভি শের...। একটি চিতাবাঘ রাস্তা পেরোচ্ছিল। একদল কুকুর তাড়া করলে সে এক গলিতে ঢুকে যায়। পরে চিতাবাঘের মেজাজ দেখে কুকুররা প্রাণপণে দৌড় লাগায়। একটি কুকুরের সেই সৌভাগ্য হয়নি।

ভাইরাল/২

তিন শিশুকে ড্রোনের সাহায্যে উদ্ধার করলেন ভিয়েতনামের এক কৃষক। বন্যায় শিশুরা একটি দ্বীপে আটকে পড়ে। কৃষক ড্রোনে দড়ি বেঁধে তাদের কাছে পাঠান। দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে একটি করে বাচ্চা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যায়।

জনমন জনমত

বাসস্ট্যান্ড সরালে সমস্যা বাড়বে

সম্প্রতি রায়গঞ্জ শহরে রেলস্টেশন থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে যে জায়গায় পাবলিক বাসস্ট্যান্ডটি বর্তমানে আছে, সেখান থেকে বাসস্ট্যান্ডটি সরিয়ে নিয়ে শহরের শেষ প্রান্তে শিলিগুড়ি মোড়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এত দূরে বাসস্ট্যান্ডটি সরিয়ে নেওয়ার পর সাধারণ মানুষকে যে বেশি টাকা টোটোভাড়া দিতে হবে, যাতায়াতে বেশি সময় ব্যয় হবে তা বলাই বাহুল্য।

বাসস্ট্যান্ডটি সরিয়ে নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার একমাত্র কারণ, বাসস্ট্যান্ডের আশপাশে টোটো এবং মানুষের ভিড় ইদানীং খুব বেড়েছে। লোকজনের চলাফেরা করতে এবং যানবাহন চলাচলে খুব অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু দিন-দিন ভিড় এত বেশি হওয়ার প্রধান কারণ দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

জনগণনা অনুযায়ী, ২০০১ সালে রায়গঞ্জ পুর এলাকার লোকসংখ্যা ছিল ১,৬৫,২২২। ২০২৪ সালে পুর এলাকার লোকসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৫৯,০০০। অর্থাৎ ২৩ বছরে শুধু পুর এলাকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ৯৪ হাজার।

এহেন দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে দেড়-দুই দশক পর শিলিগুড়ি মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ডটি যে আবার অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। তাই বাসস্ট্যান্ড বারবার সরানো কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাই স্থায়ী সমাধান।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

আগ্রহ কমছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে

সম্প্রতি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজের ইউজি ভর্তিতে মোট ৫০ হাজার আসনের মধ্যে মাত্র ২০ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে। আশঙ্কা, এক-পঞ্চমাংশ আসনেও ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হবে না। রাজ্যজুড়ে একই চিত্র। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শুনসান। ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা বুঝে গিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে কী ঘটে চলেছে। তারা কলেজে আসতেই চাইছে না।

দেখা যাবে, আর কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিলসমাধি ঘটছে। গবেষণা, শিক্ষাদীক্ষা সবই শেষ। তাছাড়া কসবা ল' কলেজ, সোনারপুর কলেজ, সুন্দরবন কলেজ, বেলঘরিয়ার ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজে নারী নির্যাতনের যেসব খবর আসছে, তাতে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কলেজগুলোর পচন শুরুই হয়েছে ভিতর থেকে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম নলেজ সোসাইটির কথা বলে গিয়েছেন। পড়াশোনা জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই নলেজ সোসাইটির সামনে এগিয়ে চলেছি।

শান্তনু বসু, চাঁচল, মালদা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, প্রান্তিক ক্লাব (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রেমের ফাঁদ ও চেনা সামাজিক সংকট

নাবালিকাদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাদের বিপদে ফেলতে একটি চক্র সক্রিয়। সমস্যা মেটানোর কিন্তু উপায় আছে।

সাহানুর হক

এআই।

সম্প্রতি কোচবিহার জেলার একটি ঘটনা। খবরের কাগজে পড়লাম, নাজিরহাটের এক নাবালিকাকে প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। প্রতিবাদে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ চলল। এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এমন খবর এই প্রথম নয়। প্রতিদিন এমন অনেক খবরের দেখা মেলে বহু সংবাদমাধ্যমে। বর্তমান সমাজে নাবালিকাদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ক্রমেই এক বিপজ্জনক সামাজিক সংকটে পরিণত হচ্ছে দিন-দিন। একদিকে যেখানে প্রযুক্তির অগ্রগতি, সামাজিক মাধ্যমের বিস্তার এবং 'লাভ ম্যারেজ'-এর আধুনিক চিন্তাধারা তৈরি হয়েছে সমাজে, সেখানে অন্যদিকে এক শ্রেণির অপরাধী ও প্রবঞ্চক সুযোগ নিচ্ছে কিশোরীদের আবেগকে ব্যবহার করে।

নাবালিকারা সাধারণত কৈশোরে প্রবেশ করার সময় আবেগতাড়িত হয়, এবং এই সময়ে তাদের মানসিক পরিপক্কতা স্বভাবতই পুরোপুরি গড়ে ওঠে না। তাই তারা প্রেমকে দেখতে শুরু করে স্বপ্ন, নিরাপত্তা এবং মুক্তির পথ হিসেবে। এই আবেগকে কেন্দ্র করেই অনেক সময় কিছু পুরুষ প্রেমের ছলে তাদের ফাঁদে জড়ায়। মোবাইল ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে এই প্রেমের ফাঁদ দ্রুত তৈরি হয়, যা অভিভাবকরা অনেক সময় টেরই পান না।

এই পালিয়ে যাওয়া কেবল একটি ভালোবাসার গল্প তো নয়, বরং এর পেছনে অনেক সময় লুকিয়ে থাকে মানব পাচার, বাল্যবিবাহ, যৌন নিপীড়ন ও ভবিষ্যৎ ধ্বংসের মতো বিপজ্জনক পরিণতি। উত্তর হোক কিংবা দক্ষিণ, সবখানেই গ্রামাঞ্চল এবং আধা-শহুরে অঞ্চলে আজও অনেক জায়গায় দেখা যায়, নাবালিকারা প্রেমের প্রলোভনে ঘর ছাড়ে এবং পরে তারা নিপীড়িত হয় পাচারকারীদের হাতে। বিশেষ করে বর্তমান সমাজে এই ঘটনার হার ক্রমবর্ধমান, যার ফলে একদিকে পরিবারগুলো যেমন ভেঙে পড়ছে, তেমনি মেয়েদের জীবনে নেমে আসছে চরম দুর্দশাও।

প্রশ্ন ওঠে, কেন এই প্রবণতা? উত্তর খোঁজার সময় সমাজের দায় এড়ানো প্রায় অসম্ভব। অভিভাবকদের সঙ্গে মেয়েদের দূরত্ব, পরিবারে ভালোবাসার অভাব, শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য এবং সমাজে নারীর প্রতি অসম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি, এই সবকিছুই যেন এই সমস্যাকে আরও গভীর করে তুলছে। সেইসঙ্গে মিডিয়ার 'গ্ল্যামারাইজড লাভ স্টোরি' বা সিরিয়াল/ওটিটি-র প্রভাবও এই কল্পনার প্রেমকে অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব মনে করায়।

তবে যে কোনও সমাধানের জন্য কেবল আইন নয়, দরকার সামাজিক সচেতনতা, পারিবারিক বন্ধন মজবুত করা এবং মেয়েদের মানসিক ও যৌন শিক্ষার সুযোগকে বাড়িয়ে তোলা। স্কুল পর্যায়ে 'লাইফ স্কিল' শিক্ষা, ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা এবং 'গুড টাচ-ব্যাড টাচ' বিষয়ক আলোচনা প্রাথমিক স্তরেই জরুরি হয়ে পড়ে তখন। সুতরাং পালিয়ে যাওয়ার পর আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ মিছিল সামাজিক বোকামি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তার থেকে বরং এই ভুল হওয়ার আগেই মেয়েদের নিজস্ব মত প্রকাশ ও স্বাধীনতার অধিকার দিতে হবে, যাতে তারা আবেগে নয়, যুক্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে শেখে সবসময়ই। বর্তমানের 'বিজি শিডিউল' সমাজের চাই এদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের বন্ধু হয়ে ওঠা, শুধুমাত্র 'নিয়ন্ত্রণ' নয়, বিশ্বাস, সাহচর্য ও সঠিক দিকনির্দেশের মাধ্যমে-তবেই এই প্রবণতাকে রোধ করা সম্ভবপর হবে। এইভাবেই প্রেমের ফাঁদে পড়ে নাবালিকাদের ঘর ছাড়ার প্রবণতা রুখে দেওয়া যেতে পারে সমাজ থেকে, যদি আমরা সকলে মিলে পরিবার, সমাজ এবং প্রশাসনিক স্তরে একসঙ্গে পদক্ষেপ করি।

(লেখক গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার নয়ারহাটের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৯৪

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। তলেতলে দুষ্টু, মিটমিটে ৩। মুখেমুখে প্রচারিত কথা, গুজব ৪। বড় ও গভীর পুকুর, দিঘি ৫। উজ্জ্বলতার প্রকাশ ৭। মাকড়সার ঝুল, কলঙ্ক ১০। তন্তুবায় রজক প্রভৃতি শিল্পকার ১২। রাতের মধ্যে ১৪। হলুদ বর্ণের মৌলিক পদার্থ ১৫। ক্রমাগত মাতালের মতো আচরণ, দাপাদাপি, দুরন্তপনা ১৬। রত্ন-এর কোমল ও কথ্যরূপ।

উপর-নীচ : ১। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ২। পতাকা ৩। জয়ঢাক, প্রাচীন রণবাদ্য ৬। বেলফুল, বেলি ৮। বালি ৯। মনের ভাব, অভিপ্রায় বা চেষ্টা ১১। খেলার তাসের রং ১৩। কুমিরের আকৃতিবিশিষ্ট জলজন্তু।

সমাধান ■ ৪১৯৩

পাশাপাশি : ২। মার্গশির ৫। ধিক্কার ৬। মানমন্দির ৮। জাঠা ৯। কার ১১। মানানসই ১৩। দারক ১৪। গদাধর।

উপর-নীচ : ১। অধিরথ ২। মার ৩। শিঞ্জন ৪। ফাঁপর ৬। মাঠা ৭। মন্দির ৮। জাহান ৯। কাই ১০। দিবাকর ১১। মাকড় ১২। সওদা ১৩। দার।

বিন্দুবিসর্গ

মৃত ছাত্রীর ন্যায়বিচারের দাবিতে বিজেডির বিক্ষোভ ঠেকাতে জলকামানের ব্যবহার। বুধবার ভুবনেশ্বরে।

‘খুকি নও, আমি কী চাই বোঝো না’

ভুবনেশ্বর, ১৬ জুলাই : ওডিশার ফকির মোহন কলেজের নির্যাতিতা অগ্নিদগ্ধ ছাত্রীর মৃত্যুর পরই অভিযুক্ত অধ্যাপক সমীররঞ্জন সাহু এবং কলেজের অধ্যক্ষ দিলীপ কুমার ঘোষকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যদিও অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ মানতে চায়নি কলেজের ইন্টারনাল কমপ্লেন্ট কমিটি (আইসিসি)। শুধুমাত্র অভিযুক্তকে অপসারণের সুপারিশ দিয়েই ক্ষান্ত থেকেছে আইসিসি। সোমবার রাতে ভুবনেশ্বর এইমসে নির্যাতিতা মারা যান।

আইসিসির সদস্য মিনতি শেঠি বলেছেন, ‘সামান্য ভুল হলেই অভিযুক্ত অধ্যাপক প্রায়ই পড়ুয়াদের ক্লাসের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। দেরি করে আসার জন্য নিহত ছাত্রীটিকেও একবার ওই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তিনি বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ৩০ জুন সিমেস্টার পরীক্ষায় বসার অনুমতিও দেওয়া হয়নি তাঁকে। এর পরদিনই ওই ছাত্রীটি মানসিক ও শারীরিক হেনস্তার অভিযোগ তুলেছিলেন।’ তিনি এও জানান, ‘অভিযুক্ত অধ্যাপক একবার ছাত্রীটিকে বলেছিলেন, তুমি কচি খুকি নও যে আমি কী চাই তা বুঝতে পারছ না। কিন্তু আমরা এই অভিযোগ প্রমাণ করতে পারিনি। এই ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করা অত্যন্ত কঠিন।’ আইসিসির সদস্য জয়শ্রী মিশ্র বলেছেন, ‘কলেজের ইন্টিগ্রেটেড বিএড বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন অভিযুক্ত অধ্যাপক। তাঁর কঠোর পদক্ষেপের কারণে বহু পড়ুয়া নেতিবাচক উত্তর

ছাত্রীর মৃত্যুতে উত্তাল ওডিশা

দিয়েছেন। তার ভিত্তিতেই ওই অধ্যাপককে অপসারণের সুপারিশ করা হয়েছে।’ কলেজের আইসিসির রিপোর্টে খুশি নন নিহত ছাত্রীর বাবা। রিপোর্টটিকে সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট বলে জানিয়েছেন তিনি।

এই অবস্থায় বুধবার ওডিশার রাস্তায় অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি এবং নিহত ছাত্রীর ন্যায়বিচারের দাবিতে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। বিধানসভার বাইরে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এর জেরে সচিবালয় সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনের বাইরে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। এদিন প্রতিবাদ মিছিল বের করেছিল যুব কংগ্রেসও। নিহত ছাত্রীর বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। পরে এক্সে তিনি লেখেন, ওডিশার বালেশ্বরে ন্যায়বিচারের লড়াইয়ে নেমে নিহত বাহাদুর ছাত্রীর বাবার সঙ্গে কথা বললাম। ওঁর কথায় নিজ কন্যার যন্ত্রণা, স্বপ্ন এবং সংঘর্ষ অনুভব করলাম। ওঁকে আমি আশ্বাস দিয়েছি, কংগ্রেস প্রতিটি পদক্ষেপে ওঁর পাশে থাকবে। যা হয়েছে সেটা অমানবিক এবং লজ্জাজনক শুধু নয়, গোটা সমাজকে আহত করেছে। নির্যাতিতার পরিবার যাতে ন্যায়বিচার পায় আমরা তা সুনিশ্চিত করব।’ বৃহস্পতিবার ওডিশা বনধের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস সহ একাধিক বিরোধী দল। অন্যদিকে নিহত ছাত্রীর ন্যায়বিচারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছে বিজেডিও। তারা বালেশ্বর বনধের ডাকও দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি, শিক্ষামন্ত্রী সূর্যবংশী সুরযের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে তারা। এদিন বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের গোলা ফাটায়, জল কামান ব্যবহার করে।

নিমিশার ফাঁসিই চায় ইয়েমেনি পরিবার

সানা, ১৬ জুলাই : ইয়েমেনে বন্দি ভারতীয় নার্স নিমিশা প্রিয়ার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর আপাতত পিছিয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ইয়েমেনি প্রশাসন তা পিছিয়ে দেওয়ায় সাময়িক স্বস্তি মিলেছে।

ভারত এখনও কেরলীয় তরুণীকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বটে। তবে প্রিয়ার প্রাণরক্ষা করার একমাত্র পথ হল নিহত ইয়েমেনি নাগরিক তালাল আবদো মাহদির পরিবারের কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া।

এদিকে সংশ্লিষ্ট ইয়েমেনি পরিবার কোনও আপস-মীমাংসা মানতে নারাজ। নিহত মাহদির ভাই আবদেলফাত্তাহ মাহদি বলেছেন, ‘আমরা পরিষ্কার বলেছি, কোনও সমঝোতা নয়। আমরা প্রতিশোধ চাই। আর কিছু নয়।’ তাঁর অভিযোগ পরিবার শুধু নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকারই নয়, দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর আইনি লড়াইয়েও পিষ্ট হয়েছে।

যদিও রবিবার রাতে পরিস্থিতি নতুন এক মোড় নেয়। নিমিশার পরিবারের সদস্য ও সমর্থকরা শেষ মুহূর্তে নিহতের ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। নিমিশার আইনজীবী সুবাশ চন্দ্রনের মতে, ‘রাতভর কথা হয়েছে। সকালে ফাঁসি স্থগিত হয়। এতে কিছুটা সময় পাওয়া গিয়েছে পরিবারের মন গলানোর।’

ভারতীয় গ্র্যান্ড মুফতি এবং কেরলের শীর্ষস্থানীয় ইসলামি পণ্ডিত কান্তাপুরম এপি আবুবকর মুসালিয়ারও ইয়েমেনি শাসকদের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে খবর। আরও আশার কথা, নতুন মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দিন এখনও ঘোষণা হয়নি।

জেলেনস্কিকে উসকে ভোল বদল ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৬ জুলাই : নিজের স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে ডিগবাজি খেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাশিয়ায় জোরকদমে হামলা চালাতে ইউক্রেনকে ইন্ধন দিয়ে একদিনের মধ্যে নিজের অবস্থান বদলালেন। মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে সংবাদমাধ্যমের কাছে সুর নরম করে ট্রাম্প বলেছেন, ‘রাশিয়াকে আক্রমণ করা ইউক্রেনের উচিত নয়।’ হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় ট্রাম্প তাঁকে ‘হত্যাকাণ্ড চালাতে উৎসাহ দেননি’। প্রেসসচিব ক্যারোলিন লেভিট বলেছেন, ‘রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।’ হোয়াইট হাউস একথা বললেও মস্কোর অভিযোগ, ইউক্রেনে বিপুল পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে আমেরিকা। সোমবার ট্রাম্প নিজেই ঘোষণা করেছিলেন, অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সহ কিভে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র পাঠাবে আমেরিকা। অস্ত্র সরবরাহের বিল মেটাবেন ইউরোপীয়রা।

ট্রাম্পের হঠাৎ ভোল বদলানোর বিষয়টি চমকে দেওয়ার মতো। জেলেনস্কিকে ৪ জুলাই ফোন করে ট্রাম্প প্রশ্ন করেছিলেন, ‘ঠিকঠাক অস্ত্র পেলে আপনি রাশিয়ার ভিতরে ঢুকে হামলা চালাতে পারবেন?’ উত্তরে জেলেনস্কি বলেছিলেন, ‘পারব। আপনি অস্ত্র দিন।’

বাংলাদেশ ফের তপ্ত, গুলিতে নিহত ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা, ১৬ জুলাই : ইউনূস সরকারের মদতে ক্ষমতা প্রদর্শন করতে গিয়ে কার্যত পালিয়ে বাঁচলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীরা। তাঁদের নিরাপত্তা দিতে হিমসিম খেতে হল সেনা-পুলিশকে। বুধবার বাংলাদেশের গোপালগঞ্জে আওয়ামী লিগের প্রতিরোধ এতটাই তীব্র ছিল যে নিজেদের গাড়ি ছেড়ে সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ির ভিতরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন হাসনত আবদুল্লা, সার্জিস আলমের মতো এনসিপি নেতারা। দিনভর চলা সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত শতাধিক।

এনসিপির ‘মার্চ টু গোপালগঞ্জ’-কে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে তার আভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এদিন সকালে পুলিশের কড়া পাহারায় ঢাকা থেকে এনসিপি নেতাদের বিরাট কনভয় গোপালগঞ্জে ঢোকার চেষ্টা করে। আগে থেকেই শহরের রাস্তা অবরোধ করে রেখে ছিলেন আওয়ামী লিগের শত শত কর্মী-সমর্থক। কার্যত গোটা গোপালগঞ্জ পথে নামে। বঙ্গবন্ধু এবং শেখ হাসিনার সমর্থনে স্লোগান দেওয়া বিশাল জনতাকে সরিয়ে সভাস্থল পর্যন্ত পৌঁছোতে বেগ পেতে হয় এনসিপি নেতাদের। তাঁরা সভায় পৌঁছোনোর আগেই সেখানে ঢুকে দর্শকদের জন্য পাতা চেয়ার এবং মঞ্চ তছনছ করে দেয় ছাত্রলিগের হাজারের বেশি কর্মী। পরে অবশ্য পৌর পার্কের ওই জায়গাতেই সভা করেন সার্জিস, হাসনতরা। সভা শেষ হতে না হতে আওয়ামী লিগ, ছাত্রলিগ ও যুবলিগের কর্মীরা সভাস্থল ঘিরে ফেলেন। তাঁদের ঠেকাতে কাঁদানে

আওয়ামি লিগের হামলার পর পালান এনসিপি’র নেতারা। গোপালগঞ্জে।

গ্যাসের সেল ও গুলি ছুড়তে থাকে সেনা-পুলিশ। এর পর পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।

দফায় দফায় হামলা, সংঘর্ষ, অগ্নি সংযোগ ও গুলির শব্দে গোপালগঞ্জ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশের গাড়ি, একাধিক মোটরবাইক ভাঙচুর ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের সঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লিগ-ছাত্রলিগের দফায় দফায় ধাওয়া-পালটা ধাওয়া চলে। সন্ধ্যার পরেও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শহরে কার্ফিউ বলবৎ থাকবে। এদিনের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৪ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন গোপালগঞ্জ জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ১০ জন গুরুতর আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ময়মনসিংহে ভিটে সংস্কারে আগ্রহী ভারত

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৬ জুলাই : ময়মনসিংহে খণ্ডহরে পরিণত হওয়া বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক ভিটের সংস্কারে শরিক হতে আগ্রহ প্রকাশ করল মোদি সরকার। মঙ্গলবার জানা গিয়েছিল, সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক ভিটেটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। খবরটি জানাজানি হতেই একরাশ ক্ষোভ প্রকাশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ঘটনায় ঢাকাকে সাউথব্লকের তরফে বার্তা, ‘আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, ময়মনসিংহে বরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক এবং সাহিত্যিক সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক ভিটে যা তাঁর দাদু তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নামে ছিল সেটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের হাতে থাকা ওই সম্পত্তিটি বর্তমানে ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে।’ ওই

উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ি রক্ষার চেষ্টা

ঐতিহাসিক বাড়িটির সংস্কার ও পুনরুদ্ধারের আবেদন জানিয়ে সবরকম সহযোগিতার বার্তাও দিয়েছে ভারত। বিদেশমন্ত্রক বলেছে, ‘ওই বাড়িটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। যেহেতু বাড়িটি সাংস্কৃতিক নবজাগরণের প্রতীক, তাই ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে বাড়িটি মেরামত ও সংস্কার করে সাহিত্যের জাদুঘর ও ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে রক্ষা করাই উচিত। এই ব্যাপারে ভারত সরকার সমস্ত প্রকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেও প্রস্তুত।’

এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় মুখ খুলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘এটি বাঙালির আবেগ ও বিবেকের ওপর আঘাত এবং শিল্প-সংস্কৃতিতে পরিবারের অতুলনীয় অবদানের প্রতি অবজ্ঞা। আমি বাংলাদেশ সরকারকে এই কঠোর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার ও এই সাংস্কৃতিক নিদর্শনটি রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ করার আহ্বান জানাচ্ছি।’

হিমন্তকে জেলে ভরার হুঁশিয়ারি

গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই : অসমের মাটিতে দাঁড়িয়ে অসমেরই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে জেলে ভরার হুঁশিয়ারি দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বুধবার কামরূপে কংগ্রেসের একটি জনসভায় তিনি বলেন, ‘আমি না বুঝে কোনও কথা বলি না। আমি যা বলি সেটাই হয়। আমি আপনাদের বলছি, কিছু সময়ের মধ্যে এই মিডিয়াই আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীকে জেলে যেতে দেখাবে। জেল যাওয়া থেকে ওঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কেউই বাঁচাতে পারবেন না।’ রাহুলের তোপ, ‘অসমের মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে অসমের রাজা মনে করেন। কিন্তু টিভিতে ওঁকে যদি ভালো করে দেখা যায় তাহলে দেখবেন ওঁর মধ্যে ভয় আছে। কারণ উনি জানেন, কংগ্রেসের বব্বর শেরেরা একদিন না একদিন ওঁকে ধরে জেলের ভিতর ঢুকিয়ে দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী জানেন উনি এবং ওঁর পরিবার যে দুর্নীতি করেছেন একদিন অসমের জনতাকে তার হিসেব দিতে হবে।’ অসমে ২০২৬-এ কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে বলে দাবি করেন রাহুল।

তেরে মেরে মিলন কী ইয়ে র‍্যায়না : *আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ১৮ দিন কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন ভারতীয় নভশ্চর গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা। বুধবার (১৬ জুলাই) হিউস্টনে নিভৃতবাসে থাকাকালীন স্ত্রী কামনা শুক্লা ও ছয় বছরের পুত্র কাশের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। দেখামাত্রই তিনি এক মুখ হাসি নিয়ে জড়িয়ে ধরেন স্ত্রীকে। তারপরই কোলে তুলে নেন কাশ-কে। কামনা জানিয়েছেন, এতদিন পর স্বামীর ঘরে ফেরাই এখন সবচেয়ে বড় উৎসব। তাঁর কথায়, ‘ওর পছন্দের খাবার রেঁধেছি। জানি, মহাকাশে গিয়ে ও ঘরের খাবার খুবই মিস করেছে।’*

বাসে প্রসব, শিশুকে ছুড়ে ফেললেন মা

পুনে, ১৬ জুলাই : চলন্ত বাসে সন্তান প্রসবের পর তাকে প্লাস্টিকে মুড়ে জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলার অভিযোগ উঠল মায়ের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে মহারাষ্ট্রের পার্বণী এলাকায়। ওই মহিলা ও তাঁর পুরুষসঙ্গীকে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ ১৯ বছরের এক গর্ভবতী তরুণী চলন্ত বাসে সন্তান প্রসবের পর সদ্যোজাত শিশুকে জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলে তার মৃত্যু হয়। পাথরি-সেলু রোডের এই ঘটনায় স্থানীয় মানুষ ও প্রশাসন রীতিমতো হতবাক। বাসে পুনে থেকে পার্বণী যাচ্ছিলেন ঋতিকা ধীরে নামে ওই তরুণী ও তাঁর সঙ্গী আলতাফ শেখ। তিনি নিজেকে ঋতিকার স্বামী বলে দাবি করলেও বিয়ের প্রমাণপত্র কিছু দেখাতে পারেননি পুলিশকে। যাত্রাপথে ঋতিকার প্রসব বেদনা ওঠে এবং বাসেই একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আলতাফের সহায়তায় শিশুটিকে কাপড়ে মুড়ে চলন্ত বাসের জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেন ঋতিকা। বাসচালক জানলার বাইরে কিছু পড়তে দেখে তা জানান সহকারী কন্ডাক্টরকে। বাস থামিয়ে তিনি আলতাফের কাছে জানতে চান, জানলা দিয়ে কী ফেলা হয়েছে? আলতাফ বলেন, তাঁর স্ত্রী অসুস্থ। তিনি বমি করেছেন। সেটাই ফেলা হয়েছে।

তবে স্থানীয় এক বাসিন্দা চোখের সামনে ঘটনাটি দেখতে পেয়ে সন্দেহ হওয়ায় কাছে গিয়ে শিশুটিকে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খবর দেন পুলিশকে। খবর পেয়ে টহলদার পুলিশ বাসটিকে ধাওয়া করে আটক করে দম্পতিকে। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা স্বীকার করেন যে, আর্থিক অসুবিধার কারণে শিশুটিকে লালনপালন করা সম্ভব নয় বুঝেই এই কাজ করেছেন।

অষ্টমের বইয়ে ‘মোগল বর্বরতা’

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : এনসিইআরটি অষ্টম শ্রেণির সমাজ বিজ্ঞানের বইয়ে বেশ কিছু বদল এনেছে। বইয়ে গুরুত্ব পেয়েছে সুলতানি এবং মোগল আমলের ‘নৃশংসতা’ এবং ‘অসহিষ্ণুতা’। একই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সতর্কীকরণ। যেখানে বলা হয়েছে, ‘অতীতের ঘটনাগুলির জন্য এখন কাউকে দায়ী করা যায় না।’

সতর্কীকরণ সহ সুলতানি-মোগল যুগের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ নিয়ে শিক্ষাবিদ মহলে আলোচনা চলছে। বইয়ে মোগল সম্রাট বাবরকে ‘নৃশংস বিজয়ী’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে লেখা, বাবর বিজিত শহরগুলির বাসিন্দাদের হত্যা করতেন। আকবরের শাসনকালকে বর্বরতা এবং সহনশীলতার মিশ্রণ বলা হয়েছে। একাধিক মন্দির ও গুরদোয়ারা ধ্বংসের জন্য দায়ী করা হয়েছে ঔরঙ্গজেবকে। বইয়ের ‘রিশেপিং ইন্ডিয়াস পলিটিক্যাল ম্যাপ’ অধ্যায়ে দিল্লিতে মুসলিম শাসনের উত্থান-পতনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। দিল্লিতে মুসলিম শাসকদের উত্থান-পতন, বিজয় নগর সাম্রাজ্য, মারাঠা এবং শিখদের উত্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে হিন্দু ও শিখদের ধর্মস্থানগুলি আক্রান্ত হওয়ার বেশ কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে।

এনসিইআরটির বক্তব্য, বহু ঘটনা ভারতীয় ইতিহাসে ছাপ রেখে গিয়েছে। এগুলি অন্তর্ভুক্ত করে ইতিহাসের কিছু অন্ধকার যুগের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বইয়ে যে ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি ভারসাম্যযুক্ত এবং পুরোপুরি প্রমাণ ভিত্তিক। সংস্থাটি আরও বলেছে, ‘ইতিহাসের কিছু অন্ধকার যুগের বিবরণ ছাড়াও, একটি অধ্যায়ে সতর্কতামূলক নোট যুক্ত করা হয়েছে।

নাবালিকা ধর্ষণে ধৃত ৪

লখনউ, ১৬ জুলাই : চার ছাত্রের হাতে নিজের বাড়িতেই গণধর্ষিতা হল এক নাবালিকা। এমন অভিযোগই উঠল। নিগৃহীতা উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ জেলার কবি নগরের বাসিন্দা। সে নবম শ্রেণিতে পড়ে। অভিযুক্তদের দু’জন তার স্কুলেরই। একজন তার ক্লাসের সহপাঠী। অভিযুক্তদের একজনের বয়স ১৪। দু’জন এগারো ক্লাসে পড়ে। একজন দশম শ্রেণির। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে।

বুধবার এসিপি (কবিনগর) ভাস্কর ভার্মা জানিয়েছেন, নাবালিকার বাবা চারজনের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭০(২) গণধর্ষণ ও পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। নিগৃহীতার মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট এখনও মেলেনি।

দৌড়বীরের মৃত্যু ধৃত অনাবাসী

চণ্ডীগড়, ১৬ জুলাই : বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা গাড়ির ধাক্কায় পঞ্জাবের দৌড়বীর ফৌজা সিংয়ের মৃত্যুতে এক অনাবাসীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম অমৃত সিং ধিলোঁ। বছর তিরিশের এই তরুণ কানাডায় থাকেন। সম্প্রতি ভারতে এসেছেন। বিয়ান পিন্ডের কাছে জলন্ধর-পাঠানকোট হাইওয়ে পার হওয়ার সময় তাঁর ফরচুন-এসইউভি ১১৪ বছর বয়সি ম্যারাথন রানার ফৌজা সিংকে ধাক্কা মেরেছিল।

লক্ষ মৃতের আধার কার্ড সক্রিয়

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : ভারতে পরিচয়পত্র হিসাবে আধার কার্ডের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৪ বছর আগে। অথচ এখনও পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে মাত্র ১.১৫ কোটি আধার কার্ড। দেশে বাৎসরিক মৃত্যুর সংখ্যার চেয়ে যা অনেক কম। অর্থাৎ, মৃতদের সিংহভাগের আধার কার্ড এখনও সক্রিয় রয়েছে। আরটিআইয়ের মাধ্যমে করা একটি আবেদনের ভিত্তিতে যে তথ্য সামনে এসেছে, তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। মৃতদের আধার কার্ড অপব্যবহারের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা।

ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (ইউআইডিএআই) তথ্য বলছে, ২০২৫-এর জুন পর্যন্ত দেশে আধার কার্ড ধারকের সংখ্যা ১৪২.৩৯ কোটি। রাষ্ট্রসংঘের হিসাবে, ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ১৪৬.৩৯ কোটি। আবার ভারত সরকারের সিভিল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম অনুযায়ী ২০০৭-’১৯-এর মধ্যে ভারতে প্রতি বছর গড়ে ৮৩.৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে। গত কয়েক বছরে সংখ্যাটা আরও বাড়ার কথা। বিশেষ করে কোভিড সংক্রমণের বছরগুলিতে। কিন্তু ইউআইডিএআইয়ের তথ্য বলছে, আধার কার্ড চালু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত মাত্র ১.১৫ কোটি আধার নম্বর নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। সিভিল রেজিস্ট্রেশনের হিসাবে কয়েক কোটি মানুষের মৃত্যু হলেও আধারের নিরিখে মৃতের সংখ্যা এক কোটির সামান্য বেশি। অর্থাৎ, মৃতদের ১০ শতাংশের কম জনের আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। ফলে ১৪ বছর আগে মারা গিয়েছেন এমন ব্যক্তিও আধার কর্তৃপক্ষের নথিতে ‘জীবিত’ রয়ে গিয়েছেন।

মৃতের সংখ্যার অনুপাতে আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করার হার এত কম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছে ইউআইডিএআই। ভারত সরকারের অধীন সংস্থাটি জানিয়েছে, আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করার বিষয়টি একটু জটিল। এজন্য তাদের রাজ্য সরকারের জারি করা মৃত্যু শংসাপত্র, হাসপাতালের রেকর্ড এবং পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে আধার পোর্টালে আপলোড করা তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হলে আধার কার্ড বাতিল করা যায় না।

উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞরা মৃতদের আধার কার্ড অপব্যবহারের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। মৃতদের আধার কার্ড ব্যবহার করে সরকারি প্রকল্পগুলিতে বিশেষ করে ভরতুকি যুক্ত পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মৃত ব্যক্তির নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হতে পারে। সমস্যা হতে পারে জনগণনায়। এই সম্ভাবনা ঠেকাতে আধার ডেটাবেস ও মৃত্যুর রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন। রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে ইউআইডিএআইয়ের সমন্বয় বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

গান্ধির ছবি বিক্রি পৌনে ২ কোটি টাকায়

লন্ডন, ১৬ জুলাই : মহাত্মা গান্ধির বিরলতম প্রতিকৃতি নিলামে বিক্রি হল পৌনে ২ কোটি টাকায়।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির জীবনের বিরল মুহূর্ত ধরা পড়েছিল এক বিদেশি চিত্রশিল্পীর তুলিতে। সেই বিরল তেলরঙের ছবিটি ১৫ জুলাই লন্ডনের বনহামস নিলামে ভারতীয় মুদ্রায় ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার বেশি (১ লক্ষ ৫২ হাজার ৮০০ পাউন্ড) দামে বিক্রি হয়েছে।

এই ছবি এঁকেছিলেন ব্রিটিশ শিল্পী ক্লেয়ার লিটন, ১৯৩১ সালে। গান্ধি তখন লন্ডনে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় দফায় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে। সাংবাদিক হেনরি নোয়েল ব্রেলসফোর্ডের মাধ্যমে লিটনের সঙ্গে পরিচয় হয় গান্ধির। কয়েকদিন বসে সরাসরি গান্ধির ছবি আঁকার সুযোগ পেয়েছিলেন লিটন—যা গান্ধি জীবদ্দশায় দ্বিতীয়বার করেছেন কি না জানা যায় না!

লিটনের আঁকা ছবিটি তখনই বেশ সাড়া ফেলেছিল। লন্ডনের স্যাকভিল স্ট্রিটের আলবেনি গ্যালারিতে প্রদর্শনী হয়। সেখানে বহু সাংসদ, শিল্পী, সাংবাদিক ভিড় করেছিলেন গান্ধির সরলতা আর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের পোর্ট্রেটটি দেখতে। গান্ধির সচিব মহাদেব দেশাই তখন লিটনকে চিঠি লিখে বলেন, ‘আপনি কয়েকদিন ধরে যেভাবে এই ছবি এঁকেছেন, তাতে গান্ধিজির রাগ করার কোনও কারণ থাকতে পারে না। তিনি খুশিই হয়েছেন।’

১৯৩১ সালে আঁকা গান্ধির প্রতিকৃতি।

তারপর বহু বছর এই পোর্ট্রেটের কোনও খোঁজখবর ছিল না। ১৯৭৮ সালে বস্টন পাবলিক লাইব্রেরিতে আবার ছবিটি দেখা যায়। শোনা যায় ১৯৭৪ সালে এক ‘জাতীয়তাবাদী’ ব্যক্তি নাকি গান্ধির ছবিটি নষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও সেই ঘটনার লিপিবদ্ধ কোনও প্রমাণ কোথাও নেই। তবে তখনই যে লায়ম্যান অ্যালিন মিউজিয়ামে ছবিটি ‘মেরামত’ (রেস্টোরেশন) করা হয়েছিল, তার প্রমাণ রয়েছে।

শিল্পী ক্লেয়ার লিটন ১৯৮৯ সালে মারা যাওয়ার পর গান্ধির প্রতিকৃতিটি তাঁর পরিবারের কাছেই ছিল। এই প্রথমবার ছবিটি বনহামসের নিলামে উঠল। আর তার যা দাম উঠল, তা চমকে দিয়েছে নিলামঘরের খোদ মালিককেও!

আর হ্যাঁ, ওই একই নিলামে ১৯ শতকের ভারত, সিঙ্গাপুর আর থাইল্যান্ডের ৬১টি বিরল ছবি-সংবলিত আরেকটি সংগ্রহও বিক্রি হয়েছে মাত্র ১২ লক্ষ টাকায়।

রজঃচক্রের খুঁটিনাটি

শুভ্রা ব্যানার্জী, *শিক্ষক*
বেলতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
কলকাতা

1) কোন হরমোনের অভাবে প্রত্যক্ষভাবে রজঃচক্রের সূচনা হয়?
A) প্রোজেস্টেরন
B) ইস্ট্রোজেন
C) FSH
D) FSH-RH
উত্তর : A) প্রোজেস্টেরন

2) মানুষের স্বাভাবিক রজঃচক্রের কোন দিনে LH -এর ক্ষরণ সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়?
A) ১৪তম দিনে
B) ২০তম দিনে
C) পঞ্চম দিনে
D) ১১তম দিনে
উত্তর : A) ১৪তম দিনে

3) মানুষের রজঃচক্রের সিক্রেটারি ফেজ(Secretory phase) বলা হয়—
A) লুটিয়াল ফেজ এবং প্রায় 6 দিন স্থায়ী হয়
B) ফলিকিউলার ফেজ এবং প্রায় 6 দিন স্থায়ী হয়
C) লুটিয়াল ফেজ এবং প্রায় 13 দিন স্থায়ী হয়
D) ফলিকিউলার ফেজ এবং প্রায় 13 দিন স্থায়ী হয়
উত্তর : C) লুটিয়াল ফেজ এবং প্রায় 13 দিন স্থায়ী হয়

4) স্বাভাবিক ক্ষেত্রে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার দেহ থেকে বছরে ক'টি ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়?
A)6
B)8
C)1
D)12
উত্তর : D) 12

5) কোনও মহিলার যৌন জীবনকালে সাময়িকভাবে রজঃস্রাব বন্ধ হওয়াকে বলা হয়—
A) মেনোরিয়া
B) ডিসমেনোরিয়া
C) অ্যামেনোরিয়া
D) মেনোপজ
উত্তর : C) অ্যামেনোরিয়া

6) সাধারণত একজন মহিলার last menstrual period থেকে শিশুর জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়কাল ২৮০ দিন। এই ২৮০ দিন সময়কালকে কী বলা হয়?
A) জেশটেশন পিরিয়ড
B) টেরাটোজেনি পিরিয়ড
C) ওয়াটার ব্রেকিং পিরিয়ড
D) পারচুরিশন পিরিয়ড
উত্তর : A) জেশটেশন পিরিয়ড

7) post ovulatory phase -এ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হরমোন হল-
A) FSH
B) HCG
C) ইস্ট্রোজেন
D) প্রোজেস্টেরন
উত্তর : D) প্রোজেস্টেরন

8) ডিসমেনোরিয়া হল —
A) মহিলার রজঃস্রাব শুরু হওয়া
B) মহিলার অসহ্য ও যন্ত্রণাদায়ক রজঃস্রাব
C)

উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা তৃতীয় সিমেস্টার

মহিলার রজঃস্রাব বন্ধ হওয়া
D) অধিক সময় ধরে মহিলার রজঃস্রাব
উত্তর : B) মহিলার অসহ্য ও যন্ত্রণাদায়ক রজঃস্রাব

9) ইস্ট্রাস চক্র ঘটে—
A) সব স্তন্যপায়ীদের B) প্রাইমেট ছাড়া সব স্ত্রী স্তন্যপায়ীদের
C) শুধুমাত্র স্তন্যপায়ী পুরুষদের
D) প্রাইমেটদের
উত্তর : B) প্রাইমেট ছাড়া সব স্ত্রী স্তন্যপায়ীদের

10) কোথায় 'রজঃস্রাবীয় তরল' উৎপন্ন হয়?
A) ফ্যালোপিয়ান নালি
B) জরায়ু গাত্র
C) টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া
D) ডিম্বাশয়ের প্রাচীর
উত্তর : B) জরায়ু গাত্র

11) রজঃচক্রের 'প্রোলিফারেটিভ দশা' (proliferative phase) নিয়ন্ত্রণ করে—
A) ইস্ট্রোজেন, FSH
B) ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন
C) ইস্ট্রোজেন LH
D) কেবলমাত্র প্রোজেস্টেরন
উত্তর : A) ইস্ট্রোজেন, FSH

12) সাধারণত মেয়েদের 10 থেকে 12 বছর বয়সে রজঃস্রাব শুরু হওয়াকে বলা হয়—
A) মেনার্কি
B) মেনোপজ
C) অ্যামেনোরিয়া
D) ডিসমেনোরিয়া
উত্তর : A) মেনার্কি

13) 40 থেকে 50 বছর বয়সে মহিলাদের রজঃস্রাব নিবৃত হওয়াকে বলা হয়—
A) মেনোপজ B) মেনার্কি
C) অ্যামেনোরিয়া D) ডিসমেনোরিয়া
উত্তর : A) মেনোপজ

14) Assertion (A) : প্রোজেস্টেরন এবং ইস্ট্রোজেন অগ্র পিটুইটারি থেকে FSH এবং LH হরমোন নিঃসরণে বাধা দেয় Negative feedback পদ্ধতিতে
Reason (R) : লুটিয়াল দশায় LH কর্পাস লুটিয়ামকে উদ্দীপিত করে প্রোজেস্টেরন ক্ষরণে
সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :
A) A সঠিক কিন্তু R ভুল
B) A ভুল কিন্তু R সঠিক
C) A ও R উভয়ই সঠিক কিন্তু R, A -এর সঠিক ও যথাযথ ব্যাখ্যা নয়
D) A ও R উভয়ই সঠিক এবং R হল A -এর সঠিক ও যথাযথ ব্যাখ্যা
উত্তর : D

15) যদি কোনও মহিলার রজঃচক্র গড়ে ৩৫ দিন স্থায়ী হয়, সেক্ষেত্রে মহিলাটির ডিম্বাণু নিঃসরণের সময়কাল হবে—
A) ১৩ থেকে ১৭ দিনের মধ্যে
B) ৯ থেকে ১২ দিনের মধ্যে C) ২৭ থেকে ২৮ দিনের মধ্যে
D) ২০ থেকে ২১ দিনের মধ্যে
উত্তর : D)

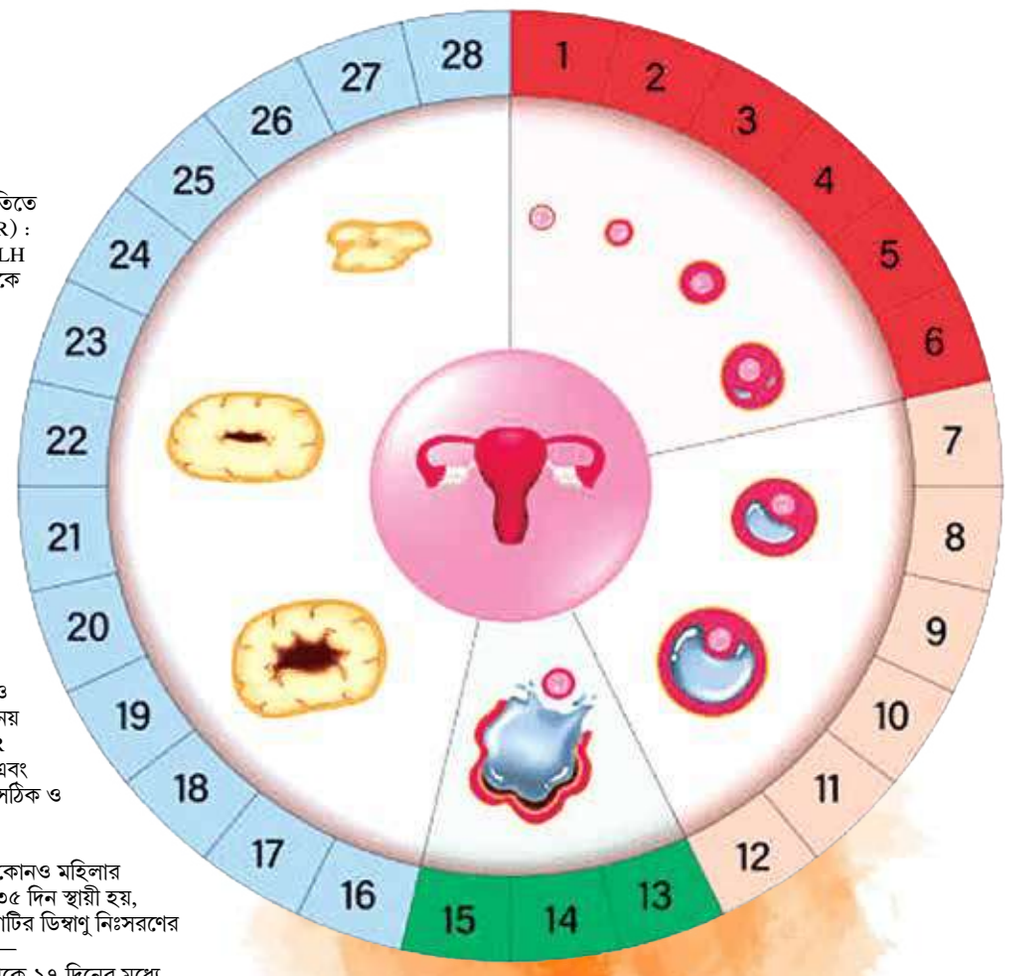

ইংরেজিতে নম্বর তোলার কৌশল

প্রদ্যুৎ রাজগুরু, *শিক্ষক*
সেন্ট ইগনাসিয়াস উচ্চবিদ্যালয়
মজলিশপুর, উত্তর দিনাজপুর

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সকলেই জানো seen অংশ থেকে ২০ নম্বরের প্রশ্ন থাকে। সেক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য থাকবে সেই ২০ নম্বরই যাতে আমরা পেতে পারি। সেই নম্বর পেতে তোমাদের কী করতে হবে, সেই নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে আজ বিস্তারিত আলোচনা করছি।

প্রথমেই আমরা জানব ২০২৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন কোন গল্প ও কবিতা গুরুত্বপূর্ণ। গল্পের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল - The runway kite, Father's help and The passing away of Bapu. এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কবিতাগুলি হল- The snail, My Own True Family and Fable

এইবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য Our Runway kite গল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এখন তোমাদের কাছে আমি তুলে ধরব, এই গল্প থেকে কোন ধরনের প্রশ্ন হতে পারে তার একটি করে উদাহরণ।

Our Runway Kite

A) Tick the correct alternative:

1) they had to hurry to------

a) make a kite, b) bring the kite, c) mend the kite, d) write their names on the kite

Ans: c

B) complete the following sentence with information from the text :

1) when the narrator tripped and fell over the rocks----

Ans: his elbow went clear through the kite, making a big hole.

C) write 'T' for True and 'F' for False with supporting sentences

1) people of the mainland thought that they would be alone.

Ans: True

S.S. They said we must be lone some over there.

D) answer the following question:

1) 'we live on the Big Half Moon island'----who are referred to as 'we' here?

Ans: Here the word 'we' referred to Father, Claude and narrator and Aunt Esther and Mimi and Dick.

ঠিক এই ভাবেই কবিতার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্নগুলি তোমাদের তৈরি করতে হবে।

The Snail

1) Tick the correct alternative:

A) the word 'imminent' means—

a) never to happen b) danger c) about to happen d) has already happened

Ans: C

B) with his private state of being the snail is—

মাধ্যমিক প্রস্তুতি

a) dissatisfied b) restless c) joyous d) satisfied

Ans: d

2) answer the following question:

a) How does it react when he meets anyone at the banquet?

Ans: The snail feeds faster when he meets anyone at the banquet.

আমরা লক্ষ্য করেছি প্রশ্ন-উত্তর লেখার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ছাত্ররা প্রশ্নটি যে tense-এ আছে সেই tense-এ উত্তর না দিয়ে শুধুমাত্র seen অংশ থেকে বাক্য লিখে দেবার চেষ্টা করে। ভালো নম্বর তোলার জন্য এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। তাই পরীক্ষার্থীদের বলব, প্রশ্ন যদি past tense-এ করা হয় উত্তরটিও past tense-এ দেবার চেষ্টা করবে।

রোমান্টিকতাবাদ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ

ডঃ তনুশ্রী সরকার, *সহকারী অধ্যাপক, এসআরএম ইউনিভার্সিটি, গ্যাংটক*

একাদশ শ্রেণি ইংরেজি

রোমান্টিসিজম বা রোমান্টিকতাবাদ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন যা সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, শিল্প, সমালোচনা এবং ইতিহাস লিখনের ক্ষেত্রে এক নবধারার সৃষ্টি করে। অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে শুরু করে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই আন্দোলন সক্রিয় ছিল।

রোমান্টিকতাবাদের মূল বিষয়বস্তু ছিল যুক্তিহীনতা, কল্পনা, স্বতঃস্ফূর্ততা, আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং লৌকিকতা বহির্ভূত স্বজ্ঞা। রোমান্টিক সাহিত্যিকরা চেতন মনের তুলনায় অবচেতন মনকে প্রাধান্য দিতেন। রোমান্টিক যুগ(১৭৯০-১৮৩০) ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় যুগ। রোমান্টিকতাবাদ বলতে মূলত প্রেমের বিষয়বস্তু বোঝায় -এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। এই যুগের সাহিত্য শুধুমাত্র প্রেমকে কেন্দ্র করে নয় বরং তা বহুমাত্রিক। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের বহিঃপ্রকাশ, নৈসর্গিক রহস্যময় রূপবৈচিত্র্য, আধ্যাত্মিকতা, সুপার ন্যাচারালিজম বা অতিপ্রাকৃতিক বিষয়বস্তু ইত্যাদি রোমান্টিক যুগের সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগ 'রিটার্ন টু নেচার' হিসেবেও পরিচিত। রোমান্টিক স্কুলের কবিরা হলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলেরিজ, বায়রন, শেলি, কিটস প্রমুখ প্রত্যেকেই প্রকৃতিকে তাঁদের কবিতা এবং সাহিত্যের উৎস হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন।

রোমান্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ -

১. প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা।

২. নগর জীবনের প্রতি অনীহা।

৩. রহস্য এবং সুপার ন্যাচারালিজমের প্রতি আকর্ষণ।

৪. কবির স্বতঃস্ফূর্ত মনের সাবলীল প্রকাশ।

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন একজন অন্যতম ইংরেজি রোমান্টিক কবি। মূলত ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক ধারা প্রবর্তক হলেও তিনি 'প্রকৃতির কবি' বা নেচার পোয়েট নামে সর্বাধিক পরিচিত। তিনি কবিতা লিখনের নতুন ধারার প্রচলন করেন যেখানে কবিতার বিষয়বস্তু 'Layman' বা 'সাধারণ মানুষ'। সৌন্দর্যের সাবলীল, সাধারণ অথচ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক রূপকে কবিতার ভাব ও শব্দের মাধ্যমে তিনি এক অনবদ্য অবয়ব দান করেন।

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের কিছু বিখ্যাত কবিতা হল : 'The Daffodils', 'Tintern Abbey', 'The Prelude', 'The World is too much with us' ইত্যাদি।

'Composed upon Westminster Bridge' হল উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি পেট্রাকান সনেট যা ভোরে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে দেখা লন্ডন এবং টেমস নদীর বর্ণনা দেয়। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৭ সালে 'পোয়েমস' সংকলনে।

লন্ডন শহরজুড়ে ভোরের অচেনা সৌন্দর্য কবিকে ছুঁয়ে গিয়েছে। এই কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ দিনের হইচই ও ব্যস্ততা শুরু হওয়ার আগেই তাঁর শহরের বিশুদ্ধ ও সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। সকালের অতুলনীয় সৌন্দর্যে কবি অভিভূত হয়েছিলেন যা শহরকে প্রশান্তিতে মুড়ে দেয়। সকালবেলা লন্ডন শহরকে শান্ত ও নীরব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা দিনের অন্য সময় সাধারণত কোলাহলপূর্ণ থাকে। ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে দেখা লন্ডন শহরকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ একটি নির্মল ও সুন্দর স্থান হিসেবে উপলব্ধি করেছেন। শহরের অট্টালিকা, গির্জা এবং অন্যান্য স্থাপত্যকর্মকে তিনি সৌন্দর্যের অংশ হিসেবে দেখেছেন। কবিতায় কবি তাঁর বিশ্লেষণের দ্বারা শান্ত শহরের ভোরবেলার দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি এই মনমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে মন্তব্য করেছেন, এই দৃশ্য এতটাই নৈসর্গিক যে কোনও ব্যক্তিকে তাঁর অনুভূতি থেকে বিরত রাখতে পারে না এবং অনুভূতিহীন ব্যক্তি একমাত্র এই সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারবেন না। সকালের সৌন্দর্য দেখে মনে হয় শহরটি প্রকৃতির চাদর জড়িয়ে রয়েছে। আশপাশের স্থাপত্যকলা, গম্বুজ, থিয়েটার, গির্জা এবং আকাশের সাথে মিশে যাওয়া কুয়াশাহীন মাঠগুলিকে শান্ত এবং নির্মল দেখায় এবং উজ্জ্বল করে তোলে।

কবি লক্ষ করেছেন যে, সূর্য এর আগে কখনও এত সুন্দর রশ্মি বিকিরণ করেনি, যা পাহাড় এবং উপত্যকাকে ঝিলমিলে আলোয় ভরিয়ে দেয়। এত শান্তি এর আগে কখনও অনুভব করেননি। টেমস নদী তার নিজের গতিতে বয়ে যায়। বাড়িগুলি এখনও শহরের মাঝে ঘুমিয়ে আছে বলে মনে হয়। এই কবিতাটি ঘুমিয়ে থাকা শহরের জেগে ওঠার প্রাকমুহূর্তের সৌন্দর্যকে বর্ণনা করে। এটি আমাদের চারপাশের প্রকৃতিকে একবার দিন শুরুর আগে রোমন্থন করে নিতে অনুপ্রাণিত করে।

এভাবেই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর অধিকাংশ কবিতার মাধ্যমে প্রকৃতি অর্থাৎ 'রিটার্ন টু নেচারকে' তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির মনমুগ্ধকর পর্যবেক্ষণ এবং আধ্যাত্মিকতা ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের মেলবন্ধন তাঁর অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু।

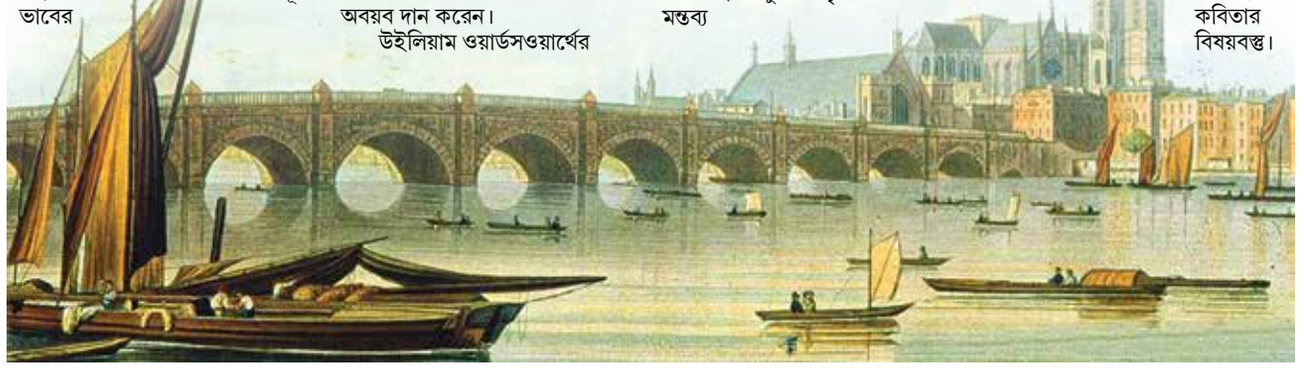

ভারতের নারী-ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন

মধুরূপা ব্যানার্জী
শিক্ষক, স্প্রিংডেল হাইস্কুল
কল্যাণী, নদিয়া

পূর্ব প্রকাশের পর

২১. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান কয়টি ধারা ও কী কী?
উঃ তিনটি।
ক) বয়কট খ) স্বদেশি গ) জাতীয় শিক্ষা।

২২. বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর প্রধান নির্দেশক বা জিওসি (GOC) কে ছিলেন?
উঃ সুভাষচন্দ্র বসু।

২৩. বিশ শতকে ভারতের কোন কোন রাজ্যে বিপ্লবী আন্দোলন অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে?
উঃ বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাবে।

২৪. 'চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান' গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
উঃ বিপ্লবী কল্পনা দত্ত।

২৫. বিভিন্ন জেলে বন্দি বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' দল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কী পদক্ষেপ নেয়?
উঃ 'অপারেশন ফ্রিডম'।

২৬. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়কার বাংলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির নাম কী?
উঃ কলকাতা ও ঢাকার অনুশীলন সমিতি, কলকাতার যুগান্তর দল, ঢাকার মুক্তি সংঘ, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি ইত্যাদি।

২৭. ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে নমশূদ্ররা কী নামে পরিচিত ছিল?
উঃ চণ্ডাল।

মাধ্যমিক ইতিহাস

২৮. ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে কোন বিপ্লবী গুলি চালিয়েছিলেন?
উঃ বিপ্লবী বীণা দাস।

২৯. কার নেতৃত্বে চট্টগ্রামে ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের ঘটনা ঘটে?
উঃ বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

৩০. তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাংলার কয়েকজন বিপ্লবী মহিলার নাম কী?
উঃ জলপাইগুড়ির বুড়িমা, দিনাজপুরের জয়মণি, মেদিনীপুরের বিমলা মণ্ডল কাকদ্বীপের উত্তমী প্রভৃতি।

৩১. 'ফেলে দাও রেশমি চুড়ি বঙ্গনারী' গানটি কে রচনা করেন?
উঃ মুকুন্দ দাস।

৩২. কবে রশিদ আলি দিবস পালিত হয়?
উঃ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি।

৩৩. প্রথম কোথায় নমশূদ্র আন্দোলন শুরু হয়?
উঃ বাংলার ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ অঞ্চলে।

৩৪. কার বিশ্বাসঘাতকতায় সূর্য সেন ধরা পড়েন?
উঃ নেত্র সেন।

৩৫. বাংলার নমশূদ্র আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা কে ছিলেন?
উঃ গুরুচাঁদ ঠাকুর।

৩৬. কে গদর পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন?
উঃ লালা হরদয়াল ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় গদর পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন।

৩৭. ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রথম মহিলা শহিদ কে ছিলেন?
উঃ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

৩৮. কোন বিপ্লবী কলকাতা থেকে গোপনে বিস্ফোরক এনে তা দিয়ে গান কটন তৈরি করে বিস্ফোরণ ঘটান?
উঃ কল্পনা দত্ত।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে বিষয় পরিচিতি

রিম্পা সরকার, *কেরিয়ার কাউন্সেলার*
ইআইআইএলএম কলকাতা
জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস

বর্তমানে প্রযুক্তির জগতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), রোবোটিক্স এবং ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT)। শিল্প, চিকিৎসা, কৃষি, শিক্ষা থেকে শুরু করে প্রতিদিনের জীবনযাত্রা- এই তিনটি প্রযুক্তির ছোঁয়ায় প্রতিনিয়ত রূপান্তরিত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী AI ও IoT-নির্ভর স্মার্ট সিস্টেম ও অটোমেশন-নির্ভর প্রযুক্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে এর সঙ্গে সম্পর্কিত দক্ষ পেশাজীবীদের চাহিদাও বাড়ছে। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা গার্টনার ও ম্যাকিন্সি'র রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী ৫ বছরে এই ক্ষেত্রে লক্ষাধিক কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

একবিংশ শতকের প্রযুক্তি জগৎ যেন প্রতিদিনই নতুন চমক নিয়ে হাজির হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), রোবোটিক্স এবং IoT (Internet of Things)-এর আবির্ভাব শুধু প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতাকেই অতিক্রম করেনি, আমাদের জীবনযাপন, স্বাস্থ্যসেবা, শিল্প উৎপাদন, কৃষিকাজ এমনকি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণেও বিপ্লব ঘটিয়েছে।

একসময় বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর অংশ বলে মনে হলেও, আজ AI ও রোবোটিক্স বাস্তব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেল্ফ ড্রাইভিং কার, স্মার্টহোম, চ্যাটবট, ড্রোন, অটোমেটেড মেশিন এবং স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের স্মার্ট ডিভাইস- এই সবকিছুর মূলে রয়েছে এই প্রযুক্তিগুলি।

ভারতবর্ষে প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের চাহিদা বিগত কয়েক বছরে চারগুণ বেড়েছে। বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি সংস্থাগুলি যেমন-Google, Amazon, Microsoft, Tesla, Tata Elxsi, Infosys, Accenture, Bosch, Wipro এবং Mahindra Robotics প্রতিনিয়ত এই খাতে দক্ষ পেশাজীবী খুঁজছে।

একসময় বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর অংশ বলে মনে হলেও, আজ AI ও রোবোটিক্স বাস্তব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কোন কোর্স পড়বেন?

নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020)-এর আওতায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এআই, রোবোটিক্স ও IoT সংক্রান্ত বিভিন্ন ধাপের কোর্স চালু করেছে :

সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স :

AI ও Machine Learning (৬ মাস-১ বছর),
IoT Device Programming,
Embedded Systems Design

ব্যাচেলর ডিগ্রি :

Bachelors Of Computer Application (BCA),
BBA (H) IN IT & ITES,
B.Tech in Artificial Intelligence,
B.Tech in Robotics and Automation,
B.Sc in IoT and Smart Technology

মাস্টার্স ও গবেষণা :

M.Tech in AI & Data Science
M.Tech in Mechatronics
M.Sc in Applied AI

পড়ার সময় কী কী শিখবেন?

প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ (Python, C++, Java),
মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্নিং,
সেন্সর ও ডিভাইস ইন্টিগ্রেশন,
রোবোটিক কন্ট্রোল সিস্টেম,
ক্লাউড ও ব্লকচেন ভিত্তিক IoT সিস্টেম

কোথায় চাকরি পাবেন?

এই কোর্সগুলো শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা নীচের ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ পেতে পারেন :
AI ডেভেলপার/রিসার্চার,
রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ার,
IoT সলিউশন আর্কিটেক্ট,
স্মার্ট হোম ও স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট, স্বাস্থ্যসেবা, ডিফেন্স ও অটোমোবাইল সেক্টরে চাকরি।

বর্তমান ও ভবিষ্যতের দুনিয়ায় প্রযুক্তির জ্ঞান থাকা মানেই নিজেকে চাকরির বাজারে আরও এগিয়ে রাখা।

ছোট্ট তারা

আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র প্রিন্স চক্রবর্তী পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকতে খুবই পছন্দ করে। ছোটবেলা থেকেই আঁকার প্রতি ঝোঁক রয়েছে তার।

আশায় আশায় কাটল আষাঢ়

মনে হয় যেন বহুযুগের ওপার থেকে এল প্রিয় আষাঢ়। আষাঢ়-শ্রাবণ মানেই মেঘে মেঘে ঢাকা আকাশ। অবিরাম বৃষ্টিপাত। ছেলেবেলায় বর্ষা মানেই এক অদ্ভুত আনন্দের শিহরন। স্মৃতিচারণে ফালাকাটা হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

ডঃ সুভাষ সেনগুপ্ত

বৃষ্টিমুখর সেই ছেলেবেলার দিনগুলি আজও মনকে নাড়া দেয়। বৃষ্টি শুরু হলেই কচিকাঁচারা মনের আনন্দে ছড়া বলতে বলতে নেচে উঠত, 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর/ নদেয় এল বান।' বৈশাখের তীব্র দহনজ্বালায় পশুপাখি, মানুষ ও গাছপালা যখন ঝালাপালা, তখন এক ঝাঁক বৃষ্টির পরশে মনে কী যে আনন্দধারা, তার সবটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

আকাশজুড়ে ঘনঘটা, বিদ্যুৎচমক, বজ্রপাত সবমিলে এক আতঙ্কের পরিবেশ। তবু বৃষ্টির পরশে সবাই দিশেহারা। মনের আনন্দে গলা বেয়ে নামে গানের কলি 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।' ঘনঘন বৃষ্টিপাতে সময়ের হিসেব নেই। কবিতাতেও সেই অলসবিমল সময়ের চিত্র। বিশেষত পাড়াগাঁয়ের জীবনে তার প্রভাব।

'এখানে বৃষ্টিমুখর লাজুক গাঁয়ে/ এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা/ সবুজ মাঠেরা পথ দেয় পায়ে পায়ে/ পথ নেই তবু এখানে যে পথ হাঁটা।' এই সুবাদে মনে পড়ে গেল আমাদের ছেলেবেলার সেই পল্লিজীবন। কবে বৃষ্টি নামবে। সকাল থেকে সারাদিন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি! মনে হত, আজ বৃষ্টি না থামলেই তো বেশি মজা। ইস্কুলে যেতে হবে না। ভাইবোনেরা মিলে পড়া ছেড়ে শুধু হুল্লোড়। হতও তাই। বাবা এসে বলতেন, আজ স্কুলে যেতে হবে না। রেইনি ডে হয়ে যাবে। মা বলতেন, তাহলে আজ গরম গরম খিচুড়ি। ইস্কুলে না যাওয়া ও খিচুড়ি খাওয়ার সুযোগ, একসঙ্গে দুটো পাওয়া সত্যিই কী যে আনন্দের, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বৃষ্টিতে হালকা শীত শীত আমেজ। সেদিন স্নান-টান মাথায় উঠে যেত। গরম খিচুড়ি, সঙ্গে বেগুন ভাজা আর রসালো লাবড়ার মজাই আলাদা। ভাবতাম, রোজ যদি এমন হত।

কিন্তু পরদিন যে-কে-সেই। সূর্যদেব লাল হয়ে উঠতেন, কয়েকদিন মুখ দেখাতে পারেননি বলে সকাল থেকেই তেজোময়। সেদিন মনে বড় কষ্ট নিয়ে ইস্কুলে যেতাম। আবার সেদিনও দুপুর হতেই ভয়ানক বৃষ্টি। টিফিনেই ছুটি হয়ে গেল ইস্কুল। এ যেন এক উপরিপাওনা। সবাই হইহই করে জলের মধ্যে খেলতে খেলতে বাড়ি ফেরা।

তখনকার সঙ্গে একালের বৃষ্টি মেলে না। বিশেষ করে এবছর বৃষ্টির পানে চেয়ে চেয়ে আষাঢ়ের দিন তো শেষই হয়ে গেল। শ্রাবণ এল বলে। তবু ভারী বৃষ্টির দেখা নেই। উত্তরবঙ্গজুড়ে কৃষকরা হতাশ। ধানের চারা শুকিয়ে যাচ্ছে। লাঙল নিয়ে মাঠে যাওয়া দুঃস্বপ্ন। প্রতিদিন আকাশের প্রান্তে ছিটেফোঁটা মেঘ। আশায় আশায় চলে গেল আষাঢ়। আমাদের সেই ছেলেবেলার একনাগাড়ে সাতদিন, দশদিন বৃষ্টি কোথায়! টিভিতে বন্যার সতর্কবার্তা। সে তো দক্ষিণবঙ্গের জন্য। মনে পড়ে স্মৃতিমেদুর ছেলেবেলার কথা। একনাগাড়ে বৃষ্টির দাপটে ১৯৬৮ সালে তিস্তার বাঁধ ভেঙে জলপাইগুড়ি শহরে প্রবল বন্যা। বহু মানুষ বন্যাকবলিত। মানুষ, গবাদিপশু, সহায়-সম্পত্তি ভেসে গিয়েছে। এরকম বৃষ্টি চাই না। আসুক বৃষ্টি ঝমঝমিয়ে। মাঠঘাট জলে ভরে যাক। ছেলেবেলায় পাওয়া বৃষ্টির স্পর্শ হাত পেতে নিতে আজও ইচ্ছে করে। সারারাত বৃষ্টি ঝরুক। ব্যাঙের ডাকে মুখরিত হোক গলি। নদী ভরে উঠুক বানে। দূর থেকে ভেসে আসুক যত কচুরিপানার দল। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে একটু কষ্ট না হয় হোক অনেকের। ছাতা মাথায় পথিকেরা যাক চলে যাক আপন কাজে। তবুও ফিরে আসুক সেই বর্ষণমুখর দিন।

বৃষ্টিমুখর বাদল দিনে ফুটুক খুশির কদম ফুল। ছিন্নপাতার তরণী সাজিয়ে শিশুরা একা একা করুক খেলা, ভাসানো মেঘের ভেলায় আনমনা হোক দিগবালিকারা। বর্ষা শুধু স্মৃতিমদির ছেলেবেলার বর্ণময় দিনের একান্ত আবাহন নয়, বর্ষা আসুক বৃষ্টিমুখর দিনের লাজুক হাসি ছড়িয়ে, প্লাবন ভোলানো আগামী ফসলের গান গেয়ে 'অতি ভৈরব হরষে জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে/ ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা /শ্যাম গম্ভীর সরসা।' বাদল নয়নে পরান হরণের গান গেয়ে সে হয়ে উঠুক এ যুগের নব মেঘদূত।

বচসায় তরুণের হাতে কোপ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই : পুরোনো বিবাদের জেরে আবদুল রহমান নামে এক প্রতিবেশী তরুণকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠল অপর এক তরুণের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতের ঘটনা। জখম তরুণ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। যদিও ছুরিকাঘাতের ঘটনা জানাজানি হতেই অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। আহত আবদুলের বাবা বলেন, 'অভিযুক্তের সঙ্গে আমার ছেলের প্রথমে বচসা হয়। সেই রাগে ও এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ও আমার ছেলের গলায় ছুরি দিয়ে আঘাত করতে গিয়েছিল। তবে ছেলে তা আটকাতে গেলে হাতে আঘাত পায়।' আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।'

বিধায়কের আবেদন

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই : মেয়ের চিকিৎসার জন্য আবেদন জানিয়ে রাস্তায় নামলেন বাবা। আর সেই অসহায় বাবার পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, ১৫ বছরের ঋষিতা দেব রায় তিন বছর বয়স থেকেই নিউরো ফাইব্রোমা নামক বিরল রোগে আক্রান্ত। তার অসহায় অবস্থার কথা উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার শহরের কলেজ হল্ট মোড়ে ঋষিতার বাবা কালীপদ দেব রায় সাহায্যের আবেদনের পোস্টার হাতে দাঁড়ালেন। সঙ্গে ছিলেন সুমনও। বিধায়ক বলেন, 'এই মেয়েটির চিকিৎসা যাতে বাধা না পায়, সেই দায়িত্ব এখন আমাদের সকলের। আমরা সরকারি সহায়তার চেষ্টা করছি, তবে এই মুহূর্তে সমাজের সহৃদয় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই সবচেয়ে বড় ভরসা।' এই আবেদনে সাড়া দেন বহু পথচারী। কেউ হাতে টাকা তুলে দেন, কেউ মোবাইলে স্ক্যান করে অনলাইনে টাকা দেন।

তৃণমূলের মিছিল

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই : দেশব্যাপী বাঙালিদের ওপর অত্যাচার, অপমানের অভিযোগ তুলে এবং এনআরসির বিরোধিতা করে প্রতিবাদ মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে মিছিলটি সংগঠিত হয়। মিছিলটি তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় থেকে শুরু করে চৌপথি পর্যন্ত হয়। মিছিলে জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক, বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন দে সহ জেলার সব নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। জেলা সভাপতি বলেন, 'বিজেপি শাসিত সব জায়গায় বাঙালিদের ওপর অত্যাচার চলছে। এনআরসির ভয় দেখিয়ে হয়রান করা হচ্ছে। বিজেপির এই রাজনীতির বিরুদ্ধেই এদিনের প্রতিবাদ মিছিল।'

এমন ঝরঝর মুখর বাদল দিনে... *বুধবার আলিপুরদুয়ারের রাস্তায় 'জলছবি'। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

জয়গাঁয় সড়ক নয় নরকযন্ত্রণা

বুধবার সাতসকালে 'নদী' দর্শন হয়ে গেল জয়গাঁবাসীর। সেজন্য অবশ্য বেশিদূর যেতে হয়নি। লিংক রোড দিয়েই ঝরঝর করে বইছিল জল। দুপুরে আবার এমজি রোডের বেহাল দশা নিয়ে তৃণমূলকে টার্গেট করলেন বিধায়ক বিশাল লামা। জয়গাঁ শহরের রাস্তাঘাট নিয়ে ভোগান্তির তো সীমা নেই। গর্তে পড়ে গাড়ির ক্ষতিও নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। তবে এদিন সকাল থেকে দুপুর অবধি 'টক অফ দ্য টাউন' রাস্তাই।

জয়গাঁ, ১৬ জুলাই : জয়গাঁর রাস্তার 'সুনাম' তো ঘরে ঘরে ছড়িয়ে গিয়েছে। গর্তে ভরা সেসব রাস্তায় চাকা পড়লে দুর্ঘটনাই স্বাভাবিক। বর্ষাকালের ভারী বৃষ্টি এখনও শুরু হয়নি। তাও গত দু'দিন ধরে যা বৃষ্টি হচ্ছে, তাতেই করুণ দশা জয়গাঁ শহরের লাইফলাইন লিংক রোড ও এমজি রোডের। বুধবার সকাল থেকেই লিংক রোডের ওপর দিয়ে জল বয়ে যাওয়ার ছবি ভাইরাল। দুপুরে আবার কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা এমজি রোড পরিদর্শনে এসে ক্ষোভ উগরে দিলেন রাজ্য সরকারের ওপর। যদিও পালটা কটাক্ষ করতে ছাড়েননি জেডিএ'র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা।

সড়কযন্ত্রণা যদি নাটকের বিষয় হয়, তাহলে এদিন জয়গাঁ শহর ছিল রঙ্গমঞ্চ। জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে আমজনতা সকলের মুখেই একই কথা শোনা গেল। মঙ্গলবার রাতে শহরে মুষলধারায় বৃষ্টি হয়। তার জেরে এদিন সকালে রাস্তায় বেরিয়ে ভোগান্তিতে পড়তে হয় জয়গাঁবাসীকে। শহরের লাইফলাইন লিংক রোড যেন ছোটখাটো নদী। এই রাস্তা গিয়েছে প্রথম ভুটানগেট অবধি। এই রাস্তায় এভাবে জল জমার ছবি কিন্তু অন্যান্য বছর সেভাবে দেখা যায় না। এদিন অবশ্য সেখানে হাঁটুজল ছিল। ভুটানগেটের সামনের রাস্তায় এমন ছবি দেখে এক কথায় তাজ্জব সকলে। লিংক রোডের পাশে দোকান রয়েছে রাজ শা'র। বললেন, 'এনএস রোড, এমজি রোডে জল জমে বলে জানতাম। লিংক রোডে তো এই প্রথম এমন অবস্থা দেখছি। এত জল যে গাড়ির ইঞ্জিনেও জল ঢুকে যেতে পারে।' এলাকার আরও এক ব্যবসায়ী বিজয় জয়সওয়ালের কথায়, 'শুধু রাস্তা দিয়ে জল বইছে এমনটা নয়, এই নোংরা জল তো দোকানগুলিতেও ঢুকছে। আমাদের সব জিনিস নষ্ট করে দিচ্ছে।'

এই নোংরা জল নিয়ে যেমন ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত, তেমনই স্থানীয়দের আশঙ্কা, এরপর ভারী বৃষ্টি হলে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাই মুশকিল হয়ে যাবে। এদিন ওই রাস্তায় জলের স্রোত দেখে তো হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন দীপক তামাং। বললেন, 'এদিন তো হাঁটতেই পারছিলাম না। জলের এত স্রোত।'

পরে, দুপুরে জয়গাঁ পরিদর্শনে এসে ভুটানগামী এমজি রোডের সড়কের বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ জাহির করেন বিধায়ক বিশাল লামা। তাঁর দাবি, বিধানসভায় পূর্ত দপ্তরের তরফে ছবি পাঠিয়ে রাস্তার কাজ শুরুর কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু জয়গাঁয় এসে তিনি দেখছেন অন্য ছবি। জয়গাঁর এই এমজি রোড দিয়ে দিনে কয়েকশো পণ্যবোঝাই ট্রাক প্রবেশ করে ভুটানে বৌবাজার গেট দিয়ে। তোর্ষা ডিভিশন নামে এক সংস্থা এই এমজি রোডের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল। তবে সেই সংস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে দীর্ঘ কয়েকবছর কোনও দপ্তরের অধীনে ছিল না সড়কটি। পরবর্তীতে জেডিএ'র তরফে রাজ্য সরকারের কাছে এব্যাপারে চিঠি দেওয়া হয়। এরপরে পরিদর্শনে আসেন পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা। সে সময় সড়ক মেরামতের কাজও শুরু হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। রাস্তা খুঁড়ে ফেলা হয়েছিল। এদিন গিয়ে দেখা গেল, রাস্তার বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত। তাতে জল জমে রয়েছে। এলাকার বাসিন্দা রাজকুমার শা'র কথায়, 'দু'মাস ধরে শুনছি, রাস্তার কাজ শুরু হবে। কিন্তু রাস্তা খোঁড়ার পরে আর কিছু হয়নি। তাতে আরও বিপদ বেড়ে গিয়েছে।'

লিংক রোড দিয়ে জলের স্রোত। (নীচে) বেহাল এমজি রোড পরিদর্শনে কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা। বুধবার।

> পা টিপে টিপে হাঁটতে হয়। কোনদিক দিয়ে হেঁটে যাব বুঝে পাই না। যখন-তখন দুর্ঘটনা ঘটে। খুব ভয় লাগে।
>
> *- প্রিয়া জয়সওয়াল*

ক্ষোভ বাড়ছে

স্থানীয়রা জানালেন, গর্ত ঢাকার জন্য বালি ফেলা হচ্ছে। তার মধ্যে বৃষ্টির জল পড়লেই কাদা হচ্ছে। পিছল হয়ে যাচ্ছে রাস্তা। প্রিয়া জয়সওয়াল নামের এক তরুণী বলেন, 'পা টিপে টিপে হাঁটতে হয়। কোনদিক দিয়ে হেঁটে যাব বুঝে পাই না। যখন-তখন দুর্ঘটনা ঘটে। খুব ভয় লাগে।'

বিধায়ক বলেন, 'বিধানসভায় আমি একাধিকবার এই সড়ক নিয়ে সরব হওয়ার পর, পূর্তমন্ত্রী শীঘ্র কাজ শুরুর আশ্বাস দিয়েছিলেন। আমাকে ছবি পাঠিয়ে, ফোন করে সড়ক মেরামতের কথা জানানো হয়। এখন দেখছি বাস্তবে কোনও কাজই হয়নি।'

যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ জেডিএ'র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। বলেন, 'বিধায়ক নিজে এত বছর আছেন। তিনি কী কী কাজ করলেন, সকলেই জানেন। তবে কোথাও ভালো কাজ হলে সেখানে রাজনীতি করতে চলে আসেন।' গঙ্গার আশ্বাস, বৃষ্টি কমলেই সেখানে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

নেতাজি রোডের ফুটপাথে এভাবেই রাখা থাকে সাইকেল, বাইক। ফালাকাটা।

পার্কিং জোনের দাবি ব্যবসায়ীদের

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৬ জুলাই : পুরসভা ঘোষণা হওয়ার পর ফালাকাটার গুরুত্ব বেড়েছে কয়েকগুণ। লোকজনের আনাগোনাও বেড়েছে অনেক। কিন্তু সেই তুলনায় রাস্তাঘাট তো আর বাড়েনি। সম্প্রতি নেতাজি রোড সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তবে, এই রাস্তার ফুটপাথও এখন ব্যবসায়ী, দোকানের কর্মচারীদের সাইকেল, বাইক রাখার জায়গা হয়ে উঠেছে। ফলে পথচারীদের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে যানজট শহরের নিত্যদিনের সঙ্গী। শহরের এই যানজট সমস্যা কমাতে পার্কিং জোনের দাবি তুলেছে ফালাকাটা ব্যবসায়ী সমিতি। সম্প্রতি ফালাকাটা কমিউনিটি হলে ব্যবসায়ী সমিতির ত্রিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই পার্কিং জোন গড়ার দাবি উঠে আসে।

ফালাকাটা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নান্টু তালুকদার বলেন, 'দোকানের মালিক-কর্মচারীদের বাইক, সাইকেল রাখার জায়গা নেই। এমনকি খদ্দেররা যে গাড়ি রেখে দোকানে ঢুকবেন, তাতেও যানজট হয়। এই অবস্থায় আমাদের সম্মেলন থেকেই শহরের পার্কিং জোন গড়ার দাবি উঠে এসেছে। আমরা পুরসভার কাছে প্রস্তাব রাখব। আশা করছি, পার্কিং জোন তৈরি করলে সাধারণ মানুষের যেমন সুবিধা হবে, তেমনি আমরাও উপকৃত হব।'

ফালাকাটার ব্যবসায়ী ধীরাজ সাহার কথায়, 'নেতাজি রোড হোক বা মেইন রোড। দুই জায়গাতেই এখন বাইক, সাইকেল, টোটো, অটোতে ফুটপাথ ভর্তি থাকে। এজন্যই সাধারণ সভার বৈঠকে অনেকেই পার্কিং জোন গড়ার জোরালো দাবি করেছেন।'

ফালাকাটা শহরের নাগরিকরা জানিয়েছেন, ট্রাফিক মোড় থেকে একেবারে পুরোনো চৌপথি পর্যন্ত নেতাজি রোডের অবস্থা একই। ট্রাফিক মোড় থেকে সাপটানা সেতু পর্যন্ত বানানো হয়েছে পাকা বড় নর্দমা। এই নর্দমার ওপর পাতা আছে সিমেন্টের স্ল্যাব। অভিযোগ, নর্দমার ওপর থাকা এই স্ল্যাবে এখন ব্যবসায়ীরা পণ্য রাখছেন। গোটা নেতাজি রোডের নর্দমাই এখন ব্যবসায়ীদের দখলে। এছাড়াও ট্রাফিক মোড় থেকে পুরোনো চৌপথি পর্যন্ত ফুটপাথে বসানো হয়েছে পেভার্স ব্লক। অভিযোগ, ফুটপাথের এই অংশ এখন পার্কিং জোনে পরিণত হয়েছে। ব্যবসায়ী, দোকানের কর্মচারীরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ফুটপাথে তাদের সাইকেল, বাইক রেখে দেন। ফলে ফুটপাথে জায়গা না পেয়ে পথচারীরা মূল রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন।

বিষয়টি নিয়ে ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'ব্যবসায়ীদের প্রস্তাবের আগেই আমরা পার্কিং জোন নিয়ে ভেবেছিলাম। আশা করছি দ্রুত দশমীর ঘাট মাঠে পার্কিং জোন গড়তে পারব।'

ফালাকাটা

ডেঙ্গি নিয়ে

ফালাকাটা, ১৬ জুলাই : ডেঙ্গি নিয়ে ধারাবাহিক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করছে ফালাকাটা পুরসভা। বুধবার পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের দিনবাজারে এই সচেতনতা শিবির করা হয়। পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার সুবলকুমার দাস বলেন, 'এখন বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে জল জমে মশাবাহিত নানা রোগ ছড়াতে পারে। আমরা তাই ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতা শিবির করছি।' এদিন ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের দিনবাজারে আসা ক্রেতা-বিক্রেতাদের ডেঙ্গি নিয়ে বোঝানো হয়। ছিলেন কাউন্সিলার অভিজিৎ রায়, পুরকর্মী সুনীল রায় সহ অন্যরা।

বৈঠক

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই : 'রান ফর লাইফ' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে পথকুকুরদের টিকা ও নির্বীজকরণের ওপর বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বুধবার। এই উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার পুরসভা ও সোসাইটি ফর প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিমাল, আলিপুরদুয়ার যৌথ সহযোগিতায় ছিল। শহরের বলাই মোড় এলাকার একটি ভবনে বৈঠকটি হয়। সেখানে এদিন উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, এসডিএমও উজ্জ্বল বিশ্বাস সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি সহ অনেকে। ওই সংস্থার তরফে ময়ূখ তালুকদার জানান, এদিনের আলোচনায় পথকুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শহরকে ভবিষ্যতে জলাতঙ্ক থেকে মুক্ত করা, শহরকে সুস্থ ও প্রাণীবান্ধব গড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

অভিভাবকহীন রাস্তা নিয়ে লাগাতার ভোগান্তি

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই : আলিপুরদুয়ার শহরের বাবুপাড়া রেলগেট থেকে হাটখোলা যাওয়ার রাস্তা হয়ে দুর্গাবাড়ি পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৪০০ মিটারের রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ করছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, বিগত ২-৩ বছর ধরে এমনই বেহাল দশায় রয়েছে রাস্তাটি। দু'বছর আগে স্থানীয় কাউন্সিলারের উদ্যোগে দুর্গাপুজোর সময় ভাঙা জায়গাগুলো অস্থায়ীভাবে মেরামতি করা হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয়রা বলছেন, সেই কাজ টেকেনি। কয়েকদিন পরেই আবার সেই জায়গাগুলো ভেঙে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা রিজু সাহার কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরেই এই রাস্তা নিয়ে আমাদের ভোগান্তি চলছে। শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।' একই কথা শোনা গেল রাজদীপ রায় নামে আরেক স্থানীয় বাসিন্দার মুখেও। রাজদীপ বলেন, 'রাস্তাটি যে অবস্থায় রয়েছে, তাতে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যদি এখনই এর সংস্কার না হয় তবে এর ফল আমাদেরই ভুগতে হবে।'

স্থানীয় কাউন্সিলার পার্থ সরকারও সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন। বললেন, 'দু'বছর আগে দুর্গাপুজোর আগে এই রাস্তা মেরামত করা হয়েছিল। কিন্তু গতবছর জলের ও গ্যাসের পাইপলাইনের কাজ হওয়ার ফলে আবার ভেঙেছে। আশা করছি, বর্ষার পর রাস্তাটি পুরসভার থেকে আবার মেরামত করে দেওয়া হবে।'

ওই রাস্তা লাগোয়া দুটি বড় স্কুল রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে একটি সাপ্তাহিক হাট ও শহরের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাবাড়ি মন্দির। ফলে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষের নিত্য যাতায়াত এই রাস্তা দিয়ে। এছাড়া পাশের জেলা কোচবিহার থেকেও জেলা সদরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে এই রাস্তা কাজে লাগে। এহেন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ভাঙা থাকায় বর্ষাকালে গর্তে জল জমে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন সকলেই। সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়েন দু'চাকা ও তিন চাকার গাড়ির চালক ও যাত্রীরাই। এক টোটোচালক বাপ্পা কর বলেন, 'এই রাস্তা এতটাই খারাপ অবস্থায় রয়েছে যে, আমরা যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করতে ভয় পাই। মাঝে মাঝেই গাড়ির চাকা গর্তে পড়ে যায়।'

হাটখোলা এলাকায় রাস্তার গর্তে বাড়ছে ঝুঁকি। আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

এই রাস্তাটি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে রয়েছে। তবে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, রাস্তাটি পিডব্লিউডি তৈরি করেছিল এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুরসভাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেছেন রাস্তাটা জেলা পরিষদের অধীনে রয়েছে। এমন অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর সাহা।

পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'আমরা খোঁজ নিয়ে দেখব রাস্তাটি কার অধীনে রয়েছে। যদি পুরসভার অধীনে থাকে তাহলে, পাইপলাইন ও গ্যাসের লাইনের কাজ হয়ে গেলে আমরা তা সংস্কার করে দেব।'

জটিয়াকালীতে জাতীয় সড়ক নির্মাণে জট কাটল

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই : জটিয়াকালী মোড় থেকে ফুলবাড়ি ব্যারেজ পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা ফোর লেন করার জন্য অধিগৃহীত জমি থেকে বাড়িঘর সহ সমস্ত নির্মাণ সরানোর নোটিশ দিল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। বুধবার নোটিশ দিয়ে নির্মাণ সরানোর জন্য বাসিন্দাদের ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ওই নোটিশের প্রতিলিপি পাঠিয়ে সহযোগিতা চেয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার জলপাইগুড়ি ইউনিট-এর প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন প্রোজেক্ট ডিরেক্টর শৈলেন্দ্র শম্ভু বলেন, 'অগাস্ট মাস থেকে রাস্তার কাজ শুরু হবে। কাজ শুরু হওয়ার দু'বছরের মধ্যে রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে। ধূপগুড়ি ও ফালাকাটাতেও জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ চলছে। জমির অধিকার পেয়ে গেলে সেখানেও কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

সলসলাবাড়ি থেকে ঘোষপুকুর পর্যন্ত ১৫৪ কিলোমিটার ফোর লেনের মহাসড়ক তৈরির কাজ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ অনেক আগে থেকেই করছিল। কিন্তু জটিয়াকালী থেকে ফুলবাড়ি ব্যারেজের মধ্যে জমিজটের কারণে ৮ বছর ধরে ওই পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা ফোর লেন করা যাচ্ছিল না। যার জেরে ওই পাঁচ কিলোমিটার রাস্তায় যানজট, দুর্ঘটনা লেগেই ছিল। জাতীয় সড়কের সামান্য কিছুটা অংশ পার করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লেগে যাচ্ছিল। ভাঙা রাস্তায় দুর্ঘটনার জেরে প্রাণহানির ঘটনাও হয়েছিল। যা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের শেষ ছিল না। তবে, জমির সঠিক দাম না পেয়ে ২০১৭ সালে জমিদাতারা জলপাইগুড়ি আদালতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। পালটা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ মামলা করে। কলকাতা হাইকোর্টেও বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ মামলা করেছিল। ২০২৪ সালের ১৬ অগাস্ট আদালত জমিদাতাদের ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেইমতো গত জুন থেকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কিছু টাকা দিয়েছে। যে কারণে জমিদাতারা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে কাজ করতে আপাতত কোনও বাধা দেবেন না বলে জানিয়েছেন।

জটিয়াকালীতে রাস্তা সংস্কার।- ফাইল চিত্র

> অগাস্ট মাস থেকে রাস্তার কাজ শুরু হবে। কাজ শুরু হওয়ার দু'বছরের মধ্যে রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে। ধূপগুড়ি ও ফালাকাটাতেও জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ চলছে। জমির অধিকার পেয়ে গেলে সেখানেও কাজ শুরু হয়ে যাবে।
>
> **শৈলেন্দ্র শম্ভু**, প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন প্রোজেক্ট ডিরেক্টর

জমিদাতাদের আইনজীবী তথাগত বিশ্বাস বলেন, 'জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সমস্ত মামলা হেরে গিয়েছে। সেই কারণে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জমিদাতাদের সমস্ত টাকা মিটিয়ে দেওয়া। জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের কাছে আমরা কথা দিয়েছি, সমস্ত টাকা পেয়ে গেলে রাস্তার কাজে কেউ বাধা দেবেন না।'

বিন্নাগুড়ির মৌজার চারটি শীট মিলিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ রাস্তার দুই পাশ মিলিয়ে ৫৫ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। যেখানে প্রায় ৯০০ জন জমিদাতা রয়েছেন। জমি দিয়ে দাবিমতো টাকার অনেকটা পেয়ে গিয়ে বাসিন্দাদের অনেকে খুশি। ফুলবাড়ির জমিদাতা মুর্সেদ আলি খান বলেন, 'যাঁরা ক্ষতিপূরণের টাকা কিছুটা পেয়ে গিয়েছেন তাঁদের সরে যাওয়ার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ক্ষতিপূরণ ও সুদের বাকি টাকা পাওনা রয়েছে। আশা করি, সেই টাকাও পেয়ে যাব।' ফুলবাড়ির বিন্নাগুড়ি মৌজার ১৯ নম্বর শীটের বাসিন্দা জয়নারায়ণ বৈরাগী নামে আর এক বাসিন্দার কথায়, 'কিছু টাকা পেয়েছি। সেই কারণে আমাদের বাড়ি সরাতে বলা হয়েছে। রাস্তা হলে উন্নয়ন হবে।'

আলিপুরদুয়ারে সর্প দিবস পালন

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই : বিশ্ব সর্প দিবস উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থা একাধিক অনুষ্ঠান পালন করল। এদিন সকালে আলিপুরদুয়ার পুরসভার সামনে থেকে ১১ হাত কালীবাড়ি পর্যন্ত পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। সেখানে প্ল্যাকার্ড হাতে পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা লিফলেটও বিলি করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক কৌশিক দে, সহ সম্পাদক পাখি চৌধুরী, নন্দদুলাল সরকার, সন্তু দে প্রমুখ। সেখানে সাপ সম্পর্কে নানা তথ্য তুলে ধরা হয়। আগামী ২ মাস ধরে ডুয়ার্স থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সাপ নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো হবে। সেই সঙ্গে অন্যান্য জায়গাতেও দিনটি পালন করা হয়েছে।

মাঝনদীতে আটকে বাস

প্রথম পাতার পর

বাংড়ি নদী পার হওয়ার সময় প্রথমে দেখি নদীতে সামান্য জল রয়েছে। ভাবলাম, এর থেকে বেশি জল দিয়ে বহুবার পারাপার করেছি। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই পার হচ্ছিলাম। কিন্তু মাঝনদীতে আসতেই হুড়মুড় করে জল আসতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যেই নদী জলে ভরে যায়।' বালির ভেতর ঢুকে যায় বাসের সবগুলি চাকা। বহু চেষ্টা করেও আর বাস নাড়াতে পারেননি জামাল।

এই বাসেই টোটোপাড়া ও বল্লালগুড়ি থেকে মাদারিহাট উচ্চবিদ্যালয়ে আসছিল প্রিয়া কুজুর, রিয়া কুজুর, রঞ্জনা কার্জি, কৃতন টোটোরা। বাস আটকে যাওয়ায় ভয় পেয়ে প্রথমে চিৎকার শুরু করে। পরে বড়দের সহায়তায় বাস থেকে নামে। নদীতে জল কম থাকায় পাড়ে উঠতে পারে ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণে ইউনিফর্ম ভিজে গিয়েছে তাদের।

সেই বাসের যাত্রী মাগধা ওরাওঁ ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানালেন, প্রতি বছর বর্ষা এলেই এই নদীগুলি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। অথচ টোটোপাড়া থেকে বল্লালগুড়ি হয়ে মাদারিহাট যাতায়াতের এই একটি মাত্র রাস্তা। নদীগুলির পারবাঁধ দেওয়া হয়নি ঠিকমতো। হড়পা বা ভারী বৃষ্টি হলেই যোগাযোগ বন্ধ।

এই রুটে একটি সরকারি বাস চলার কথা। পড়ুয়ারা জানাল, বর্ষা শুরু হতে না হতেই সেই সরকারি বাসের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। শীতকাল শুরু হলে তখন আবার পরিষেবা চালু হয়। এখন বেসরকারি বাসটিই যাতায়াতের একমাত্র ভরসা।

'২৬-এ বাংলা, তারপর দিল্লি'

প্রথম পাতার পর

করে দিনকয়েক আগে বিজেপির দেশজুড়ে সভা, সেমিনারকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, 'আপনারা জরুরি অবস্থার প্রতিবাদ করছেন, কিন্তু এটা তো আরও বড় জরুরি অবস্থা।'

তৃণমূল নেত্রী বারবারই প্রশ্ন করেন, 'বাংলাকে এত হিংসে কেন? এত বাংলা বিদ্বেষী কেন আপনারা?' বাঙালি আবেগ যে মমতার কত বড় অস্ত্র এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কীভাবে সেই অস্ত্র ব্যবহার করবেন, তাঁর স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায়। তিনি বলেন, 'যাঁরা দেশকে স্বাধীন করেছেন, তাঁদের ৭০ শতাংশ বাঙালি। দ্বিতীয় স্থানে পঞ্জাব। যাঁরা দেশ স্বাধীন করেছেন, যাঁরা জাতীয় সংগীত দিয়েছেন, যাঁরা জয়হিন্দ স্লোগান দিয়েছেন, আজ তাঁদের ওপর অত্যাচার! এনআরসি-র নামে তাঁদের বাদ দেওয়া হচ্ছে।'

এই অত্যাচার বরদাস্ত করা হবে না বলে বাঙালি আবেগে যেন শান দিলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'ছত্তিশগড়ে আটক নদিয়ার বাংলাভাষীদের ছাড়াতে মহুয়া মৈত্র সেখানে গিয়েছিলেন। দিল্লিতে হেনস্তার শিকার বাঙালিদের নিয়ে ৪৮ ঘণ্টা ধর্না হয়েছে।' বুধবারের সমাবেশে মমতার পাশে অভিষেক ভাষণ দেননি। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও যথেষ্ট ভিড় হয়েছিল মিছিল ও সভায়। মাত্র পাঁচদিন পর শহিদ সমাবেশ থাকলেও কেন রাস্তাতে হল, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মমতা।

তিনি বলেন, 'পাঁচদিন পর আমাদের সভা আছে। কিন্তু অত্যাচার নিয়ে তো বসে থাকা যাবে না। লোহা গরম থাকতে থাকতে আঘাত করতে হয়।

ভারত সরকার লুকিয়ে একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, যাতে যাঁকেই সন্দেহ হবে, বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাঁকে আটক করে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেবে বলা আছে।' তৃণমূল নেত্রী চ্যালেঞ্জ করেন, 'বাঙালির ওপর আপনারা অত্যাচার করবেন, আর আমরা চুপ করে বসে থাকব? পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতবর্ষের মধ্যে নয়? এই রাজ্যে দেড় কোটি ভিনরাজ্যের লোক আছেন। তাঁরা তো সসম্মানে আছেন। তাহলে বাঙালিরা অন্য রাজ্যে গেলে অত্যাচার হবে কেন?'

আসছেন রয়্যাল ভুটান কনসুলেট জেনারেল

কোচবিহার, ১৬ জুলাই : বাণিজ্য নিয়ে বৈঠক করতে রয়্যাল ভুটান কনসুলেট জেনারেল নামগে থিনলে'র নেতৃত্বে বিশেষ প্রতিনিধিদল আসছে কোচবিহারে। আগামী ২৫ মার্চের মধ্যে তাঁরা কোচবিহারে আসবেন। তবে তাঁরা শুধু কোচবিহারেই নয়, এছাড়াও একই বিষয়ে ওই সময়ের মধ্যে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতেও যাবেন। এই তিন জেলা ছাড়াও শিলিগুড়ির কমিশনারেট অফ পুলিশের সঙ্গেও তাঁদের বৈঠক করার কথা রয়েছে। নবান্ন থেকে এ বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ এসেছে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের কাছে।

জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা বলেন, 'আমরা নবান্ন থেকে এরকম চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে আমাদের তাঁদেরকে সবরকমভাবে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।'

সুত্রের খবর, ট্রেড সম্পর্কিত ভুটানের সঙ্গে কোচবিহারের যে সম্পর্ক রয়েছে তা হল মূলত কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ভুটানের ট্রাক বাংলাদেশে যায়। যদিও আগে দৈনিক গড়ে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে ৪০০-৫০০ ট্রাক গেলেও বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এখন এই সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে। বর্তমানে চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে ভুটানের ট্রাক বাংলাদেশে প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৫০টি যায়। ফলে বৈঠকে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও রয়্যাল ভুটান কনসুলেট জেনারেল ইন কলকাতা এই পদটিতে নামগে থিনলে নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন। ফলে বৈঠকের পাশাপাশি কীভাবে কী করতে হয়, এই সমস্ত বিষয় ভালোভাবে বুঝে নেওয়াও তাঁর এই সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে জানা গিয়েছে।

বদলি বন্ধে বিপাকে

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, এমন প্রায় ৩০০ জনের বদলি হচ্ছে না গত ৪ বছর ধরে। কিছু কিছু স্কুল নিজের মতো করে ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে। তাতে লাভ হচ্ছে না। তার ফলে বেশিরভাগ স্কুলেই ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ঠিক থাকছে না। কারণ অনেক অসুস্থ শিক্ষক তো নিয়মিত ক্লাস নিতে পারছেন না। এই অবস্থায় শিক্ষকদের অফলাইন ট্রান্সফার চালু না হওয়ায় এর প্রভাব সরাসরি পঠনপাঠনে পড়ছে। বিষয়টি নিয়ে বিরোধী শিক্ষক সংগঠনগুলিও ক্ষিপ্ত।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'সাধারণ ট্রান্সফারের বিষয়ে পর্ষদ নোটিশ দিয়েছিল। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়, বদলিতে তাদের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আলিপুরদুয়ারের ডিপিএসসি জানি না কেন সাধারণ বদলি আটকে রেখেছে। এতে শিক্ষকদের পাশাপাশি স্কুলগুলিতে পঠনপাঠনে সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত সমস্যা না মিটলে স্কুলগুলির হাল আরও খারাপ হবে।'

বদলি না হওয়ায় স্কুল এবং শিক্ষকদের যে সমস্যা হচ্ছে তা মেনে নিয়েছেন তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি রত্নদীপ ভট্টাচার্যও। সভাপতির কথায়, 'প্রচুর শিক্ষক-শিক্ষিকা মেডিকেল গ্রাউন্ড দেখিয়ে বদলির জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তা আটকে আছে। এতে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ঠিক থাকছে না।' তাঁর দাবি, ডিপিএসসি নাকি তাঁদের আশ্বাস দিয়েছে যে, শীঘ্র জেলাভিত্তিক সাময়িক বদলি চালু হবে।

অপরূপ।। বৃষ্টির সকালে শ্রীনগরের ডাল লেকে নৌকায় ছাতা হাতে। বুধবার। ছবি : এএফপি।

৩৫ বছর ধরে ভারতে, ধৃত দম্পতি

বিধান ঘোষ ও সুবীর মহন্ত

হিলি ও বালুরঘাট, ১৬ জুলাই : চোরাপথে ভারত প্রবেশ করে কাটিয়েছেন ৩৫ বছর। আধার, ভোটার কার্ড থেকে শুরু করে পাসপোর্ট বানিয়েছিলেন সবই। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। ছত্তিশগড় পুলিশের অবৈধ অভিবাসী শনাক্তকরণ অভিযান শুরু হতেই নিজের দেশে পালাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন বাংলাদেশি দম্পতি। ঘটনার তদন্তে বাংলাদেশি দম্পতিকে জেরা করে ধন্দে পড়েছে পুলিশ। বুধবার বাংলাদেশি দম্পতিকে বালুরঘাট আদালতে তুলে হেপাজতের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

মঙ্গলবার দুপুরে হিলি থানার চকগোপাল বিওপির উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন এক মহিলা। ঘটনাটি বিএসএফের ১২৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের নজরে আসতেই তাঁকে পাকড়াও করা হয়। বিএসএফের জিজ্ঞাসাবাদে ওই মহিলা বাংলাদেশের নাগরিক বলে স্বীকার করেন। অন্যদিকে, একই সময়ে পাসপোর্ট ও ভিসা দেখিয়ে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে বৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন ওই মহিলার স্বামী। ওই মহিলাকে দিয়ে কৌশলে স্বামীকেও আত্মসমর্পণ করায় বিএসএফ। তার পরেই বাংলাদেশি দম্পতিকে হিলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। ধৃত ব্যক্তির নাম শেখ ইমরান (৫৫) ও মহিলার নাম জাইনাব (৫০)। তাঁরা বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার বীরকুটসা গ্রামের বাসিন্দা।

জেরার মুখে ওই দম্পতি জানিয়েছেন, ১৯৯০ সালে তাঁরা চোরাপথে ভারতে আসেন। তারপর ছত্তিশগড়ের রাইপুর থানা এলাকায় বসবাস শুরু করেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে সেখানেই ছিলেন তাঁরা। ছত্তিশগড়ের দুজন দালালের মাধ্যমে বাংলাদেশি পিতৃপরিচয়েই ভারতীয় আধার, ভোটার, প্যান কার্ড তৈরি করেছিলেন ওই দম্পতি। স্বামী ভারতীয় পাসপোর্ট তৈরি করলেও ওই মহিলা তিনবার আবেদন করেও পাসপোর্ট তৈরি করতে পারেননি। ওই মহিলা পাসপোর্টের জন্য তৃতীয়বার আবেদন করতেই ছত্তিশগড় পুলিশের নজরে চলে আসেন। ইতিমধ্যে ছত্তিশগড় সরকার অবৈধ অভিবাসী শনাক্তকরণ অভিযান শুরু করে। তাতেই ওই দম্পতি গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় নিজের দেশে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন।

রাতেই বাংলাদেশি দম্পতিকে হিলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। পুলিশের জেরায় ওই দম্পতি জানিয়েছেন, শায়েরি শুনিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন তাঁরা। বাংলাদেশি শায়েরি ছত্তিশগড়ে কারা শুনতেন, এনিয়েই সন্দেহ রয়েছে তদন্তকারীদের। তাঁরা অন্য কিছুর সঙ্গে জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বুধবার দুপুরে ওই দম্পতিকে বালুরঘাট আদালতে পেশ করে ৫ দিনের হেপাজতের আবেদন করেছে পুলিশ। ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে পুরো ঘটনার কিনারা করতে চাইছে তারা।

বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার একটি প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা রুখে দিয়ে এক দম্পতিকে পাকড়াও করে হিলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় ওই দুই বাংলাদেশি নাগরিকের কাছ থেকে নথি উদ্ধার হয়েছে। ওই দম্পতি দীর্ঘদিন থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে লুকিয়ে ছিলেন। ছত্তিশগড় পুলিশ অবৈধ অভিবাসী শনাক্তকরণ অভিযান শুরু করতেই বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা।

হিলি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস বলেন, 'বিএসএফ দুজন বাংলাদেশি নাগরিককে দিয়েছে। প্রাথমিক জেরার পরে হেপাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হচ্ছে।'

স্ত্রীর গলার নলি কেটে 'আত্মঘাতী'

সৌরভ দেব ও অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুলাই : এ যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বুধবার সকালে বিছানায় শ্বাসনালি কাটা অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয় এক মহিলার। সেই ঘরেই ঝুলন্ত দেহ মেলে তাঁর স্বামীর। পুলিশ এবং পরিবারের প্রাথমিক অনুমান, সন্দেহের বশে স্ত্রীর শ্বাসনালি কেটে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী। গতমাসের শেষে অনেকটা একই ঘটনা ঘটেছিল জলপাইগুড়ি শহরে। এদিনের ঘটনাস্থল খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গদাধর কলোনি। মৃত দম্পতির নাম সন্তোষ বর্মন (৫৪) এবং নীলা বর্মন (৪৭)। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

সন্তোষ পেশায় একজন দিনমজুর। সেইসঙ্গে গাছ কাটার কাজ করতেন। মাসতিনেক আগে গাছ কাটতে গিয়ে পড়ে কোমর সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চোট লাগে। তারপর থেকে বাড়িতেই থাকতেন। বর্মন দম্পতির দুই ছেলে রাজমিস্ত্রি এবং একজন বেসরকারি সংস্থায় হোম ডেলিভারির কাজ করেন। বাড়ির উঠোনের অপর প্রান্তে একটি ঘরে থাকেন সন্তোষের বোন গীতা রায়।

> **ঘটনাক্রম**
>
> মঙ্গলবার অনেক রাত পর্যন্ত মা-বাবার কথা শুনতে পেয়েছিলেন ছেলেরা
>
> বুধবার সকালে কাজে যাওয়ার আগে মাকে ডাকতে এসে সন্তোষের ঝুলন্ত দেহ দেখেন ছেলে
>
> ওই ঘরেই শ্বাসনালি কাটা অবস্থায় বিছানায় পড়ে ছিলেন নীলা

ঘটনার পর তদন্তে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

পরিবার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত সন্তোষ এবং নীলা জেগেছিলেন। পাশের ঘর থেকে বাবা-মায়ের কথা শুনতে পেয়ে তাঁদের ঘুমিয়ে পড়তে বলেছিলেন ছেলেরা। এদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজে যাওয়ার আগে মাকে ডাকেন ছেলে বুদ্ধদেব বর্মন। কিন্তু মা-বাবার ঘর থেকে কোনও সাড়া না মেলায় দরজা ধাক্কা দিতেই সেটি খুলে যায়। ভেতরে ঢুকে বাবার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। অন্যদিকে, বিছানায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন মা। খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। কিন্তু এর নেপথ্যের কারণ কী? পরিবার সূত্রে খবর, সন্তোষ তাঁর স্ত্রীকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। যা নিয়ে মাঝেমধ্যেই দুজনের মধ্যে বিবাদ হত। গীতা বললেন, 'নীলার কোনও দোষ নেই। আমার ভাই-ই ওকে সন্দেহের চোখে দেখত। নীলাকে প্রতিবেশীদের সঙ্গেও মেলামেশা করতে দেওয়া হত না।'

একই কথা বললেন সন্তোষের তিন ছেলে। বুদ্ধদেব বলেন, 'আমার বাবা আগে এমনটা ছিলেন না। এই সন্দেহের কারণে উত্তরদিকে বাড়ির সীমানা বরাবর অনেকটা উঁচু করে টিনের বেড়াও দিয়েছিলেন বাবা।

খবর পেয়ে ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষ। তিনি বলেন, 'সন্তোষ ভালো মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরিবারের মধ্যে কী সমস্যা ছিল সেটা আমরা জানতাম না। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক।'

বোঝাবে পদ্ম

প্রথম পাতার পর

পরিসংখ্যান দিয়ে তা তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। অর্থাৎ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী উগ্র হিন্দুত্বের কথা যেমন বলবেন, তেমন শমীকের বিজেপি চেষ্টা করবে তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটে ভাঙন ধরাতে।

শমীকের বক্তব্য, 'বিভিন্ন রাজ্যে এরাজ্যের থেকে যাওয়া অনুপ্রবেশকারীরা ধরা পড়েছে। বাদ যাচ্ছে না রোহিঙ্গারা। যা বিপদ ডেকে আনছে এরাজ্যের প্রকৃত বাসিন্দাদের। ভিনরাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত বাসিন্দাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এরাজ্যে জাল আধার, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট তৈরির কারবার বন্ধের প্রয়োজন।' বেআইনি এমন কাজের জন্য তিনি তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলছেন, 'নির্বাচন কমিশনকে ভুয়ো ১৭ লক্ষ ভোটারের কথা বলেছি। বিহারে সম্ভব হলে, এরাজ্যকেও অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গামুক্ত করা সম্ভব।'

মমতা বাঙালির ঐতিহ্য ধ্বংস করেছেন বলেও অভিযোগ শমীকের। তাঁর কথায়, 'বাঙালির গর্ব বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পালটা বোলপুরে বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছেন। গীতাঞ্জলির পরিবর্তে তাঁর কথাঞ্জলি। তাহলে কে বাঙালির আবেগকে ধ্বংস করেছেন?' উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার প্রতিবাদে ২১ জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানে জনপ্লাবন দেখা দেবে বলেও দাবি করেছেন তিনি। উত্তরকন্যা অভিযানের নেতৃত্বে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থাকবেন বলে বিজেপি সূত্রে খবর।

নয়ানজুলিতে ট্রাক

গয়েরকাটা, ১৬ জুলাই : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উলটে গেল ২২ চাকার একটি ট্রাক। গুরুতর আহত অবস্থায় চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান স্থানীয়রা। বুধবার রাত ৯টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে গয়েরকাটা থেকে ধূপগুড়িগামী ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের ওপর ডুডুয়া সেতুর কাছে।

কাঁঠালের লোভে হাতির হানা

রাঙ্গালিবাজনা, ১৬ জুলাই : দক্ষিণ খয়েরবাড়ির সালাম আলির ঘরের কাছে রয়েছে কাঁঠাল গাছ। মঙ্গলবার রাত ১১টা নাগাদ কাঁঠালের লোভে একটি দাঁতাল সালামের বাড়িতে হানা দেয়। কাঁঠাল খেয়েও পেট ভরেনি। তাই সালামের একটি ঘরের বেড়া ভেঙে শুঁড় ঢুকিয়ে খাবারের খোঁজ করে হাতিটি। অবশ্য খাদ্যসামগ্রী জোটেনি।

মাদকের কারবারে 'পান্ডা' কিশোর

প্রথম পাতার পর

মালদা থেকে নেশার সামগ্রী যে ফালাকাটায় নিয়ে এসেছে, তা পুলিশি জেরায় সে স্বীকার করে নিয়েছে। তারপর ওই নাবালকের বাড়িতে যান তিনি। তখনই হাতেনাতে প্রদীপ ও নাবালককে ধরে ফেলে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ৪৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ১১৫২টি ক্যাপসুল ও ২৬ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়।

কিন্তু ওই নাবালক কীভাবে এই চক্রে জড়িয়ে পড়ল? ফালাকাটা থানার পুলিশ জানিয়েছে, প্রথমে নেশার সামগ্রী পাচারের কারবার করতেন ওই নাবালকের বাবা। তিনি এক দুর্ঘটনায় জখম হওয়ার পর কারবার যায় নাবালকের মায়ের হাতে। কিন্তু কয়েক মাস আগে ওই মহিলাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই পরিস্থিতিতে ওই মহিলাই তাঁর নিজের সন্তানকে এই কারবারের সঙ্গে জুড়ে দেন বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। এবার ওই বাড়িতে যখন পুলিশ হানা দেয় তখন মহিলা পালিয়ে যান। তাই তাঁর ছেলেকে পুলিশ আটক করে।

ওই বাড়িতে যেমন এসব নেশার ঠেক বসত, তেমনি সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় নেশার সামগ্রী পাচারও হত। সেই পাচারের কাজে সম্প্রতি হাত লাগায় ওই নাবালক। অথচ স্থানীয় বাসিন্দারা এতদিন এতকিছু বুঝতেই পারেননি। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, 'ওই বাড়িতে মাঝেমধ্যে বাইরে থেকে চার চাকা গাড়িতে করে লোকজন আসত। তবে তাদের যে নেশার সামগ্রীর জন্য আনাগোনা ছিল তা আমরা আগে কখনও বুঝতেই পারিনি। আমরা চাই, এসব নেশার কারবার বন্ধ হোক।'

স্থানীয়দের দাবি, এভাবে নেশার সামগ্রী পাচারে নাবালক গ্যাংও থাকতে পারে। যাদের মাধ্যমে সহজেই ব্রাউন সুগার পাচার হতে পারে। আবার এমন গ্যাং তৈরি হয়ে থাকলে কমবয়সিদের মধ্যে ব্রাউন সুগারের মতো নেশায় আসক্তি বাড়তে পারে।

বাগান চলো

বীরপাড়া, ১৬ জুলাই : 'আপনাদের মধ্য থেকেই কয়েকজনকে দিল্লি নিয়ে যাব আমরা। আপনাদের সমস্যার কথা সরাসরি জানাতে পারবেন আমাদের নেতা রাহুল গান্ধিকে।' বুধবার মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের তিনটি চা বাগানে শ্রমিকদের একথা জানালেন কংগ্রেস নেতারা। এদিন জেলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা বীরপাড়া থানার গোপালপুর, বীরপাড়া এবং সিংহানিয়া চা বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস সভাপতি শান্তনু দেবনাথ সহ অন্য নেতারা। বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা কংগ্রেস নেতৃত্বকে জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের মজুরি অনিয়মিত। এছাড়া ছাতা, গাছ ছাঁটাই করার দা তাঁরা পান না।

দেওয়াল লিখন

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই : আগামী ২১ জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপি। দলের যুব মোর্চার পক্ষ থেকে ওই অভিযান করা হবে। সেই অভিযান সফল করতে বুধবার আলিপুরদুয়ার শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় জেলা বিজেপির কার্যালয়ের পাশে ২১ জুলাই প্রচার নিয়ে দেওয়াল লিখন করা হয়। ছিলেন জেলা বিজেপির সভাপতি মিঠু দাস।

... এ তো ঠাকুরের প্রসাদ

প্রথম পাতার পর

একটা শিঙাড়া শেষ করে চপের জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন। স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ তুলতেই বললেন, 'এ তো ঠাকুরের প্রসাদ। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বরাহনগরের ফাগুলাল শাহের দোকানের তেলেভাজা খেতেন। আমি তো ঠাকুরেরই শিষ্য।' এটাই মধ্যবিত্ত বাঙালির মেজাজ। চপ, শিঙাড়া জিলিপির প্রশ্নে ঘটি, বাঙালের সুর যে এক, বুধবার সন্ধ্যার শিলিগুড়ির বাজার সেকথা স্পষ্ট করেছে।

অতিরিক্ত তৈলাক্ত ও চিনিযুক্ত খাবারে আসক্তি কমাতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক চপ, শিঙাড়া, জিলিপির দোকানে বিধিসম্মত সতর্কবার্তা বোর্ড ঝোলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেমনটা লেখা থাকে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে, ব্যাপারটা অনেকটা তেমন। সেই বোর্ডের পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে, 'অয়েল অ্যান্ড সুগার বোর্ড'। মুখরোচক খাবারে চিনি, লবণ, ফ্যাটের উপস্থিতি কতটা আছে, রোজ কত পরিমাণ সেগুলো খাওয়া যেতে পারে সেসব উল্লেখ থাকবে বোর্ডে। তাঁরা যে সেসবের ধার ধারেন না, তা এদিন ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন শিলিগুড়ির চপশিল্পীরাও।

জংশনের চপ দোকানের মালিক সুব্রত দাসের কথা, 'ওসব লোকদেখানো। কেউ মানে না। সরকারের পয়সা খরচ করতে হয় তাই করবে।' চম্পাসারির শিঙাড়া বিক্রেতা আবদুল লতিফ হাসতে হাসতে বললেন, 'কিছুদিন আগে স্বাস্থ্য দপ্তরের তিনজনের একটা দল এসেছিল। কী তেল ব্যবহার করছি সেটা দেখে সতর্ক করল। তারপর যাওয়ার আগে নিজেরাই একটা করে শিঙাড়া খেয়ে চলে গেল।'

চপ, শিঙাড়ার আলুর গরমে জিভ পোড়ানোর মধ্যেও সুখ খোঁজে বাঙালি। মুখ সুচালো করে মুখের ভেতরের গরম ভাব বের করতেও আনন্দ পায় তাঁরা। জিলিপির টপটপে রস নতুন জামায় পড়ে আঠালো হলেও এতটুকুও রাগ না করা বাঙালিকে 'ভয়' দেখানো যে চাট্টিখানি কথা নয় তা এই ক'দিনে বুঝে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কর্তারাও। বাঙালির চপ আবেগে আবার যুক্ত হয়েছে রাজনীতি। 'আমরা কি চা খাব না, খাব না আমরা চা?'- করোনাকালের জনপ্রিয় সেই চা খোর কাকুর ডায়ালগের আদলে সোশ্যাল মিডিয়াতে গত কয়েকদিনে ছড়িয়েছে আর একটি ডায়ালগ, 'আমরা কি চপ খাব না, খাব না আমরা শিঙাড়া?'

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন রান্নার বই 'কিতাব-উল-তাবিখ' লেখা হয়েছিল দশম শতকের শুরুতে। সেখানে পারস্যের মুহম্মদ বিন হাসান আল-বাগদাদী 'জুলবিয়া' নামে একটি বিশেষ পদের উল্লেখ করেন। প্রায় একই সময় সায়ার অল-ওয়ারাকের লেখা একটি আরবের রান্নার বইতেও সেই নামটি পাওয়া যায়। ইতিহাসবিদরা বলছেন, জুলবিয়াই পরবর্তীকালে ভারতে এসে বদলে যায় 'জালেবি' বা বাংলায় 'জিলিপি'-তে। বিধান মার্কেটের জিলিপি-শিঙাড়ার কম্বো প্যাক বিক্রেতা বা ক্রেতারা হয়তো 'কিতাব-উল-তাবিখ'-এর কথা জানেন না। তাঁরা জানেন, রথের মেলা যেমন বাঙালির মননে মিশে গিয়েছে, ঠিক তেমনি জিলিপিও।

তেলেভাজার দোকানের লম্বা লাইনে কড়াইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে শিঙাড়া খাওয়াদের দলে অফিসের বস, বেকার তরুণ, সদ্য প্রেম হওয়া কপোতী সবাই আছেন। তারই পাশে হয়তো আছে সদ্য ব্রেকআপ হওয়া কেউ, আছে রিকশাওয়ালা, দু'একটা ছিন্নমূল মানুষ ও আরও অনেকে। ধনী-গরিবের কোনও ভেদাভেদ এখানে নেই। সবাই একমনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কড়াইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে শিঙাড়া খায়। সেই তেলেভাজাকে 'বাদ' দিতে হলে হয়তো বাঙালি যুদ্ধও বাধাতে পারে।

প্লিজ ফিরে এসো বিরাট, অনুরোধ মদন লালের

কোহলিকে অনুসরণ করেই বিপদে গিল

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : মেঠো বিতর্ক, ধাক্কাধাক্কি, স্লেজিং, হাসি, কান্না।

দিনের শেষে ক্রিকেটীয় স্পিরিটের পরিচয়। বেন স্টোকস, জো রুটদের সান্ত্বনার হাত বাড়িয়ে দেওয়া বিধ্বস্ত মহম্মদ সিরাজ, রবীন্দ্র জাদেজাকে। রঙের অভাব হয়নি লর্ডস টেস্টে। ইংল্যান্ড জিতলেও দুই দলের বাইশ গজের যুদ্ধে মজেছিল ক্রিকেটমহলও।

সবকিছুর মধ্যেও একজনের অনুপস্থিতি দাগ কেটেছে অনেকের মনে। বিরাট 'কিং' কোহলি। কারও

> আমার মন বলছিল, তৃতীয় দিনের ঘটনা ইংল্যান্ডের সেরাটা বের করে আনবে। চতুর্থ দিনেও উত্তেজনা কাজ করছিল শুভমানের মধ্যে। যা প্রভাব ফেলেছে ব্যাটিংয়ে। অবশ্য নির্ণায়ক দিনে ভারতীয় দল কিন্তু প্রশংসনীয় লড়াই করেছে।
>
> **মাইকেল ভন**

মতে, বিরাট থাকলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হত। ম্যাচের পারদ আরও চড়ত। পাশাপাশি অভিযোগ, মেঠো আগ্রাসনে বিরাটকে অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেদেরই বিপদে ফেলেছেন শুভমান গিলরা। উলটে ইংল্যান্ডকে তাঁতিয়ে দিয়েছে।

এরমধ্যেই বিরাটের টেস্ট অবসরের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি উঠছে। তিরাশির বিশ্বজয়ী দলের সদস্য মদন লালের অনুরোধ, টেস্ট অবসর ভেঙে ফিরে আসুক। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গত সিরিজ খেলেই হঠাৎ অবসর নিয়েছেন। প্রাক্তন পেসারের মতে, লাল বলের ফর্ম্যাটে এখনও অনেক কিছু দেওয়ার আছে। বিরাটকেও প্রয়োজন ভারতীয় টেস্ট দলের।

মদন লাল বলেছেন, 'বিরাটের ক্রিকেট আবেগ বিরল। আমি চাই, টেস্টে ফিরে আসুক। অবসর ভেঙে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে ভুলের কিছু নেই। এই সিরিজে না হলে পরের সিরিজে ওকে দেখতে চাই। প্লিজ বিরাট ফিরে এসো। খুব বেশিদিন হয়নি অবসর নিয়েছে। এখনও সময় আছে।' প্রাক্তনের যুক্তি, আরও ১-২ বছর অনায়াসে খেলে দেবে। আর বিরাট থাকলে বিশাল অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারবে তরুণ সতীর্থদের সঙ্গে।

লর্ডসে তৃতীয় টেস্টে শুভমান গিলের এই আগ্রাসন আখেরে টিম ইন্ডিয়ার ক্ষতি করেছে বলে মত প্রাক্তনদের।

কোহলিকে মিস করেছেন অস্ট্রেলিয়া মহিলা দলের অধিনায়ক অ্যালিসা হিলিও। পডকাস্ট শোয়ে বলেছেন, 'দুই দল সারাক্ষণ যেভাবে টক্কর নিয়েছে, চোখ ঘোরাতে পারিনি লর্ডস টেস্ট থেকে। এরকম উত্তেজক ম্যাচ সবসময় উপভোগ করি। ক্রিকেটারদের মধ্যে বাদানুবাদ, নাছোড় মানসিকতা, ব্যাট-বলের লড়াই-বিনোদনের কোনও অভাব ছিল না। তবে আমি কোহলিকে মিস করেছি। মনে মনে ভাবছিলাম, ও থাকলে পারদ কোথায় চড়ত। এই ম্যাচ জেতার জন্য কীভাবে ঝাঁপাত। জাদেজা চেষ্টা করেছে। তবে বিরাটকে মিস করেছি।'

অনেকে শুভমানের নেতৃত্বের মধ্যেও ফাঁকফোকর দেখছেন। মাইকেল ভনের দাবি, তৃতীয় দিন শেষবেলায় অযথা মাথা গরম করে ইংল্যান্ডকে তাঁতানোর কাজটা করে দেয় শুভমানই। ম্যাচের ওই পরিস্থিতিতে অধিনায়ক হিসেবে বড় ভুল। ভনের কথায়, 'আমার মন বলছিল, তৃতীয় দিনের ঘটনা ইংল্যান্ডের সেরাটা বের করে আনবে। চতুর্থ দিনেও উত্তেজনা কাজ করছিল শুভমানের মধ্যে। যা প্রভাব ফেলেছে ব্যাটিংয়ে। অবশ্য নির্ণায়ক দিনে ভারতীয় দল কিন্তু প্রশংসনীয় লড়াই করেছে।'

সঞ্জয় মঞ্জরেকার আবার আগ্রাসনে বিরাটকে অনুসরণ না করার পরামর্শ দিয়েছেন শুভমানকে। প্রাক্তন ব্যাটারের মতে, বিরাটের ক্ষেত্রে আগ্রাসনটা সহজাত। ফিল্ডিং হোক বা ব্যাটিং, চোখেমুখে তার ছাপ থাকত। উলটো দিকে ফিল্ডিংয়ের সময় যতটা আগ্রাসী, ব্যাটিংয়ের সময় শরীরী ভাষাতে তা দেখা যায় না শুভমানের মধ্যে। মঞ্জরেকারের যুক্তি, যা বুঝিয়ে দেয় আগ্রাসন শুভমানের সহজাত নয়। তাই বিরাটের পথে না হাঁটাই ভালো।

লর্ডসে দুই ইনিংস মিলিয়ে মাত্র ২২ রান করেছিলেন শুভমান গিল। যা তাঁকে ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে নয় নম্বরে নামিয়ে দিল।

র‍্যাংকিংয়ে তিন ধাপ নামলেন শুভমান

'গৃহযুদ্ধে' ব্রুক হারলেন রুটের কাছে

দুবাই, ১৬ জুলাই : আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে ফের বদল।

ইংল্যান্ড দলের দুই তারকার 'গৃহযুদ্ধে' লর্ডস টেস্টের পর প্রকাশিত র‍্যাংকিংয়ে সতীর্থ হ্যারি ব্রককে পিছনে ফেলে দিলেন জো রুট। গত তালিকায় রুটকেই টপকে যান তরুণ ইংরেজ ব্যাটার। ক্রিকেট মক্কায় শতরান সহ গুরুত্বপূর্ণ জোড়া ইনিংসের হাত ধরে নিজের শীর্ষস্থান ফের দখলে নিলেন রুট।

উত্তেজক টক্কর শেষে ২২ রানে জেতে ইংল্যান্ড। লো স্কোরিং যে টেস্টে প্রথম ইনিংসে ১০৪ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও চাপের মুখে ৪০। ম্যাচের ফলাফলে যা ব্যবধান গড়ে দেয়। সাফল্যের সুবাদে ৮৮৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে হ্যারি ব্রককে (৮৬২) পিছনে ফেলে দেন। এই নিয়ে অষ্টমবার শীর্ষস্থান দখলের নজির গড়লেন ইংরেজ তারকা।

২০১৪ সালে কুমার সাঙ্গাকারা ৩৭ বছর বয়সে টেস্ট ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ের মগডালে পৌঁছেছিলেন। তারপর বয়স্ক ব্যাটার হিসেবে কীর্তি রুটের (৩৪ বছর)। ব্রুক সেখানে দুই ধাপ পিছিয়ে এক থেকে তিনে। দুই ইংরেজ ব্যাটারের মাঝে ঢুকে পড়েছেন কেন উইলিয়ামসন (দ্বিতীয়, ৮৬৭ পয়েন্ট)। একধাপ এগিয়ে সেরা পাঁচে ঢুকে পড়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভেন স্মিথ (চতুর্থ)। জেমি স্মিথ রয়েছেন দশম স্থানে।

বার্মিংহাম টেস্টে মোট ৪৩০ রান করার সুবাদে কেরিয়ারের সর্বাধিক ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছিলেন শুভমান গিল। লর্ডস টেস্টে যদিও সেই ধারাবাহিকতা দেখা যায়নি। দুই ইনিংসে করেন ১৬ ও ৬। ফলস্বরূপ তিন ধাপ পিছিয়ে ছয় থেকে নয়ে শুভমান। সেরা পাঁচে থাকলেও এক ধাপ পিছিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল (৫)। পিছিয়ে ঋষভ পন্থ (আট) শুভমানের ঠিক এক ধাপ আগে।

তৃতীয় টেস্টে শতরানের সুবাদে শীর্ষে উঠে এলেন জো রুট।

এদিকে, আগামীকাল শুরু আইসিসি-র বার্ষিক সভা দ্বিস্তরীয় টেস্ট ফর্ম্যাট নিয়ে আলোচনায় উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা। পরবর্তী ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনার পাশাপাশি দ্বিস্তরীয় টেস্ট ফরম্যাট অ্যাজেন্ডায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে চলেছে। মত বিনিময় হবে সম্ভাব্য দ্বিস্তরীয় টেস্ট ফর্ম্যাটের প্রোমোশন, অবনমন পদ্ধতি সম্পর্কেও। তথ্যাভিজ্ঞ মহল অবশ্য মনে করছে, চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তে এহেন পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। আইসিসি সভায় শেষপর্যন্ত জল কোন পথে গড়ায়, সেটাই দেখার।

বিদর্ভ ছেড়ে বরোদায় জিতেশ

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : সম্ভাবনার খবর আগেই হয়েছিল। আজ শেষপর্যন্ত সেই সম্ভাবনায় সরকারি সিলমোহর পড়ল। আসন্ন ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুমের লক্ষ্যে বিদর্ভ ছেড়ে বরোদায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত আজ চূড়ান্ত হল। আগামী মরশুমে জিতেশ শর্মাকে বরোদার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে দেখা যাবে। শেষ মরশুমে বিদর্ভের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে রনজি ট্রফি খেলার সুযোগই পাননি জিতেশ। যদিও সাদা বলের সৈয়দ মুস্তাক আলি ও বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলেছিলেন তিনি। কিন্তু রনজিতে সুযোগ না পাওয়ার হতাশা থেকে আগেই বিদর্ভ ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন জিতেশ নিজেই। জানা গিয়েছে, বরোদার অধিনায়ক ক্রুণাল পান্ডিয়া জিতেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়েই আসন্ন মরশুমে এবার রাজ্য বদলের সিদ্ধান্ত নিলেন জিতেশ।

এদিকে, জিতেশ আপাতত লন্ডনে। বন্ধু দীনেশ কার্তিকের আহ্বানে জিতেশ অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফির সময় হাজির হয়েছিলেন লর্ডসে। টিম ইন্ডিয়ার খেলাও দেখেন তিনি। যদিও মাঠে প্রবেশের সময় সমস্যায় পড়েছিলেন জিতেশ। শেষপর্যন্ত ডিকের সাহায্যে জিতেশ মাঠে ঢোকেন। ধারাভাষ্যকারদের জন্য নির্দিষ্ট বক্সেও হাজির হয়েছিলেন জিতেশ।

আজ বেকেনহামে অনুশীলনে রাহুলরা

লন্ডন, ১৬ জুলাই : কিছু ম্যাচ জয়, পরাজয়ের থেকেও বেশি কিছু দিয়ে যায়। ক্রিকেটীয় স্পিরিট, চারিত্রিক দৃঢ়তার পরীক্ষা নেয়। সেই শিক্ষা আগামীর লক্ষ্যে ক্রিকেটারদের আরও শক্তিশালী করে তোলে।

বক্তার নাম লোকেশ রাহুল। সমাজমাধ্যমে তাঁর মন্তব্যের এই পোস্ট ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। পরিস্থিতির বিচারে সেটাই হওয়ার কথাও। প্রথমে হেডিংলে ও পরে লর্ডসে টিম ইন্ডিয়ার 'জিতা হুয়া বাজি' হারার পর রাহুলের এমন মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যের। রাহুলের এমন মন্তব্য তাঁর সতীর্থদের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, সেটাই দেখার।

লন্ডনে কফিশপে সময় কাটাচ্ছেন টিম ইন্ডিয়ার পেসার প্রসিধ কৃষ্ণা। বুধবার।

লর্ডস টেস্ট হারের পর কেটে গিয়েছে দুই দিন। ভারতীয় দল এখনও লন্ডনেই রয়েছে। গতকালের পর আজও পুরো দল ক্রিকেট থেকে দূরে বিশ্রামে ছিল। আগামীকাল লন্ডন থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বের বেকেনহামের ক্রিকেট মাঠে সিরিজের চতুর্থ টেস্টের লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে এখনও ভারতীয় ক্রিকেট দল লর্ডস টেস্ট হারের শোকে মুহ্যমান হয়ে রয়েছে। মহম্মদ সিরাজের দুর্ভাগ্যজনক বোল্ড হওয়ার ঘটনা পুরো দলকে নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। ২৩ জুলাই থেকে ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে সিরিজের চার নম্বর টেস্ট খেলতে নামবে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে শনিবার লন্ডন থেকে ম্যাঞ্চেস্টার যাওয়ার কথা শুভমান গিলদের।

ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছানোর আগে বৃহস্পতিবার বেকেনহামের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের দিকে নজর রয়েছে ক্রিকেটমহলের। যার মূল কারণ হিসেবে সামনে আসছে অনেকগুলি দিক। এক, জসপ্রীত বুমরাহ কি খেলবেন ম্যাঞ্চেস্টারে? লর্ডস টেস্ট হারের পর অধিনায়ক শুভমানকে বুমরাহ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায়নি। দুই, টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ কি ফিট? লর্ডস টেস্টের দুই ইনিংসে তিনি ব্যাটিং করলেও কিপিং করেননি লম্বা সময়। ঋষভ ম্যাঞ্চেস্টারে খেলতে না পারলে কি ধ্রুব জুরেলকে খেলানোর কথা ভাববে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট? তিন, তিনটি টেস্টে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর করুণ নায়ারকে কি দেখা যাবে ম্যাঞ্চেস্টারে? নাকি বিসাই সুদর্শনকে প্রথম একাদশে ফেরানো হবে? কোনও প্রশ্নেরই স্পষ্ট জবাব আপাতত নেই। হয়তো আগামীকাল বেকেনহামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে এমন প্রশ্নের জবাব মিলতে পারে। শুভমান-গৌতম গম্ভীররা শেষপর্যন্ত টিম

লর্ডস ব্যর্থতার ময়নাতদন্তে শাস্ত্রী

ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে রদবদলের পথে যাবেন কি না, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে এখনও লর্ডস বিপর্যয় নিয়ে উত্তাল হয়ে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ।

টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী আজ আইসিসির পডকাস্টে লর্ডসে শুভমানদের বিপর্যয়ের ময়নাতদন্ত করেছেন। যেখানে শাস্ত্রী জানিয়েছেন, লর্ডস টেস্টের প্রথম ইনিংসে পন্থের রানআউট ও দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটারদের চাপ সামলাতে না পারাই টিম ইন্ডিয়ার ব্যর্থতার মূল কারণ। শাস্ত্রীর বিশ্লেষণে, 'লর্ডসের পিচে কোনও জুজু ছিল না। একটু মন্থর ও অসমান বাইশ গজ হলেও ব্যাটিংয়ের জন্য তা ছিল আদর্শ। এমন পিচে প্রথম ইনিংসে ঋষভের রানআউট ও দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটারদের পরিস্থিতির চাপ সামলাতে না পারার জন্যই লর্ডসে হারতে হয়েছে।' লর্ডসে টিম ইন্ডিয়ার ২২ রানে হারের নেপথ্য কারণ হিসেবে আরও একটি দিকও তুলে ধরেছেন শাস্ত্রী। ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচের মনে হচ্ছে, দ্বিতীয় ইনিংসে ব্রাইডন কার্সের বলে জাজমেন্ট দিয়ে বোল্ড হয়েছিলেন নায়ার। আচমকা ভিতরে ঢুকে আসা ডেলিভারির লেংথ বুঝতে পারেননি তিনি। করুণের এমন আউট ভারতীয় সাজঘরে চাপ তৈরি করেছিল বলেও মনে করছেন শাস্ত্রী।

কোপ আইসিসি-র, তিনে নামল ইংল্যান্ড

দুবাই, ১৬ জুলাই : লর্ডস টেস্টে দুরন্ত জয়।

সিরিজে ২-১ এগিয়ে যাওয়া। যদিও খুশির মধ্যেও অন্য চিন্তা ইংল্যান্ড শিবিরে। মন্থর ওভার রেটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ডব্লিউটিসি পয়েন্ট কাটা গিয়েছে। যার ধাক্কায় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় থেকে তিন নম্বরে নেমে গেল বেন স্টোকস ব্রিগেড।

চলতি চ্যাম্পিয়নশিপে তিন ম্যাচ খেলে দুইটিতে জয়। তার সুবাদে ৩৬-এর মধ্যে ২৪ পয়েন্ট পেয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু ২ পয়েন্ট কাটায় যা এখন ২২। শতকরা জয়ের হার ৬৬.৬৭ থেকে কমে ৬১.১১ শতাংশ। ফলস্বরূপ পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছে ইংল্যান্ড। দুই নম্বরে উঠে এসেছে শ্রীলঙ্কা (৬৬.৬৭)। জয়ের হ্যাটট্রিকে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া (১০০ শতাংশ)। ভারত (৩৩.৩৩) রয়েছে চতুর্থ স্থানে।

গত তিন চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আয়োজন করলেও খেতাবি যুদ্ধের টিকিট পায়নি ইংল্যান্ড। চলতি ভারত সিরিজে ভালো শুরুতে আক্ষেপ মোছার হাতছানি। সেক্ষেত্রে জোড়া পয়েন্ট কাটা যাওয়া কতটা ধাক্কা দেবে ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের দলকে, তা সময়ই বলবে। পয়েন্টের পাশাপাশি ম্যাচ ফি-র ১০ শতাংশ জরিমানা করেন ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন।

২০১৯-২০২১ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে একই কারণে ৪ পয়েন্ট খুইয়ে ফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ভারতের মুখোমুখি হয় নিউজিল্যান্ড। রবি শাস্ত্রী সেকথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন থ্রি লায়ন্সকে। শাস্ত্রী বলেছেন, 'প্রথম টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্ট কাটা যাওয়া ধাক্কা দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। ভারতের বিরুদ্ধে বক্সিং ডে টেস্টে (২০২০) মন্থর ওভার রেটের কারণে ৪ পয়েন্ট হারাতে হয়। শেষপর্যন্ত অজিদের টপকে ফাইনালে যায় নিউজিল্যান্ড। ইংল্যান্ডকে এই ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে। তবে মন্থর ওভার রেট নয়, পাখির চোখ হওয়া উচিত ম্যাচ জেতাতে। সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

দ্বিচারিতার অভিযোগ ভনের

মাইকেল ভন আবার মন্থর রেট নিয়ে দ্বিচারিতার অভিযোগ করেছেন জয় শা-র নেতৃত্বাধীন আইসিসি-র বিরুদ্ধে। যুক্তি, ইংল্যান্ডের মতো ভারতের ওভার রেটও ভালো নয় লর্ডসে। অথচ, শাস্তির খাঁড়া শুধু ইংল্যান্ডের ওপর। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'সত্যি কথা বলতে, লর্ডস টেস্টে দুই দলের ওভার রেট সত্যিই খুব খারাপ। তাহলে কেন একটা দলই শাস্তি পাবে।'

মন্থর ওভার রেটের জন্য দুই ডব্লিউটিসি পয়েন্ট কাটা গেল বেন স্টোকস ব্রিগেডের।

বিদায় সিন্ধুর

টোকিও, ১৬ জুলাই : জাপান ওপেন ব্যাডমিন্টনের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন পিভি সিন্ধু। বুধবার তিনি ১৫-২১, ১৪-২১ পয়েন্টে হেরেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার সিম ইয়ু জিনের কাছে। চলতি মরশুমে এই নিয়ে ৫ বার প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গেলেন সিন্ধু। পুরুষদের ডাবলসে সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি ২১-১০, ২১-১৮ পয়েন্টে হারিয়েছেন কোরিয়ার জুটিকে। পুরুষদের সিঙ্গলসে লক্ষ্য সেনও দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। তিনি ২১-১১, ২১-১৮ পয়েন্টে হারান ওয়াং জেন জিঙ্গকে।

'তিন ছক্কায় লর্ডসে জেতাবে সিরাজই!'

বলেছিলেন অশ্বীনের বাবা

চেন্নাই, ১৬ জুলাই : ৩০ বল খেলে চার রান। রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে শেষ উইকেট জুটিতে ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকলেও হতাশা নিয়ে ফিরেছেন মহম্মদ সিরাজ। যদিও জাদেজা-সিরাজ যখন খেলছেন, তখনও ম্যাচ জেতা নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীনের বাবা। বিশ্বাস ছিল, সিরাজই গোটা তিনেক ছক্কা হাঁকিয়ে বৈতরণি পার করে দেবেন!

এমনই গল্প শুনিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীনই। বাবার সঙ্গে খেলা দেখছিলেন। তখনই সিনিয়ার অশ্বীন সিরাজের ওপর আস্থা দেখান। বলেছেন, 'বেন স্টোকস অবিশ্বাস্য স্পেল করছিল। বাবার সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করছিলাম। বাবা বলে, গোটা তিনেক ছয়ে সিরাজ ম্যাচ শেষ করে ফিরবে। বাবাকে বলি, তুমি কি মজা করছো? স্টোকসকে দেখ। দুর্দান্ত বোলিং করছে। পরপর দুই স্পেলে ৯.২ ও ১০ ওভার টানা বল করে গেল ১৩২-১৪০ কিলোমিটার গতিতে।'

প্রাক্তন স্পিন সঙ্গী জাদেজাকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। অশ্বীনের কথায়, জাদেজা দুর্গের মতো দাঁড়িয়েছিল। একদিক ধরে রেখে ভারতকে শেষপর্যন্ত লড়াইয়ে রাখে। উলটো দিকে স্টোকসের নাছোর মানসিকতা, মরিয়া প্রয়াস। সবমিলিয়ে অবিশ্বাস্য ম্যাচ। নিজেদের ক্ষমতার শেষবিন্দু পর্যন্ত গিয়ে পরস্পরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া। শেষে বিধ্বস্ত সিরাজকে জ্যাক ক্রলি, জো রুটের সান্ত্বনা। নাটকীয় পরিসমাপ্তি দুর্দান্ত এক ম্যাচের।

দুর্ভাগ্যজনক বোল্ডে শেষ হয় মহম্মদ সিরাজের লড়াই।

ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটকে দোষারোপ লারার

জামাইকা, ১৬ জুলাই : প্রথমবার ঘরের মাঠে ৩ বা তার বেশি ম্যাচের সিরিজে চুনকাম। ব্যাটিং বিপর্যয়ে তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে অল আউট ২৭ রানে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যাটারদের রোগ সারাতে কিংবদন্তিদের শরণাপন্ন হল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। আপৎকালীন বৈঠকে ডাক পড়ল ক্লাইভ লয়েড, স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডস ও ব্রায়ান লারার।

নিজের দেশের এই বিপর্যয়ের জন্য বিশ্বজুড়ে টি২০ ক্রিকেটের রমরমাকেই দায়ী করছেন লারা। এক পডকাস্টে তিনি বলেছেন, 'জাতীয় দলে সুযোগ পেতে হলে আমাদের সময় প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পারফর্ম করতে হত। এমনকি অনেকে কাউন্টিও খেলেও দলে ঢুকতো। কিন্তু এখন জাতীয় দলকে দেখা হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের লোভনীয় চুক্তি পাওয়ার মঞ্চ হিসেবে।'

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ডের প্রধান কিশোর স্যালো বলেছেন, 'ওই কিংবদন্তিরা আমাদের ক্রিকেট ইতিহাসের সোনালি সময়ে খেলেছেন। তাঁদের নিয়ে বৈঠক শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক হবে না। আগামীদিনে ক্রিকেটের উন্নতিতে ওঁদের মতামত অসম্ভব মূল্যবান হতে চলেছে। এই জমায়েতের উদ্দেশ্য, বাস্তবোচিত এবং কার্যকারী পরিকল্পনা তৈরি করা।'

বৈঠকে ডাক পড়ল ভিভ-লয়েডদের

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে একমাত্র অর্ধশতরান এসেছে ব্র্যান্ডন কিংয়ের ব্যাট থেকে। ৩ ম্যাচে গোটা দলের ব্যাটিং গড় মাত্র ১৪.১৩। মাত্র একবার ২০০ রানের গণ্ডি পার করতে পেরেছে ক্যারিবিয়ানরা। এমন হতশ্রী পারফরমেন্সের জন্য 'বেশ কয়েকটি রাত চোখে ঘুম আসবে না ক্রিকেটার সহ সমর্থকদের', মানছেন কিশোর।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

বেদব্রতী ধর, শুভ ২য় জন্মদিন, আমাদের আদরের তোমার জীবন হোক স্নেহ আর আশীর্বাদে ভরা, - বিভাস ধর - পাপা, পয়স্বিনী দে - মা, প্রশান্ত কুমার ধর - ঠাকুরদা, তপতী ধর - ঠাম্মি, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

লাস ভেগাসে খেলবেন না গুকেশ

লাস ভেগাস, ১৬ জুলাই : লাস ভেগাস ফ্রিস্টাইল দাবায় খেলছেন না বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ। বুধবার থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় অবশ্য রয়েছেন ম্যাগনাস কার্লসেন। ভারতীয় তারকা গুকেশ এক মাস পর গ্র্যান্ড মাস্টার ট্যুরের মূলপর্বে খেলবেন। তাই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেননি।

১৬ জনের এই প্রতিযোগিতায় দুটি গ্রুপ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে আটজন করে প্রতিযোগী রয়েছেন। ভারতের রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দর সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছেন ম্যাগনাস কার্লসেন। ভারতের অপর দুই তারকা অর্জুন এরিগাইসি ও ভিদিত গুজরাটি অন্য গ্রুপে রয়েছেন।

প্রতিটি গ্রুপের সেরা চার দাবাড়ু পরের রাউন্ডে খেলবেন। এই প্রতিযোগিতায় মোট প্রাইজমানি রাখা হয়েছে সাড়ে সাত লক্ষ মার্কিন ডলার। যেখানে প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন পাবে দুই লক্ষ মার্কিন ডলার। প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে ম্যাগনাস কার্লসেনের প্রতিপক্ষ ভিনসেন্ট কেইমার। প্রথম রাউন্ডে রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দের প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তানের নাদিরবেক আব্দুসাত্তারভ।

সুপ্রিম কাপ শুরু আজ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই : আইএফএ-র পরিচালনায়, সুপ্রিম নলেজ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সুপ্রিম কাপ অনূর্ধ্ব-১৪ আন্তঃ স্কুল ফুটবল বৃহস্পতিবার শুরু হবে। সংস্থার সচিব সঞ্চয় ঘোষ জানিয়েছেন, জেলার দুইটি জোনের ৮টি স্কুল অংশ নেবে। কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুলের মাঠে ইস্ট জোনের খেলায় অংশ নেবে কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল, ভাটিবাড়ি হাইস্কুল, কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুল ও চিকলিগুড়ি হাইস্কুল। শনিবার বীরপাড়া জোনের খেলা বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবের মাঠে শুরু হবে। খেলবে বীরপাড়া হাইস্কুল, লক্ষীপ্রসাদ দেওকাটা নেপালি হাইস্কুল, ডিমডিমা ফতেমা হাইস্কুল ও রাঙালিবাজনা মোহন সিং হাইস্কুল। দুই জোনের চ্যাম্পিয়ন দল ২৮ জুলাই আলিপুরদুয়ারের সূর্যনগর মাঠে ফাইনালে মুখোমুখি হবে।

র‍্যাংকিংয়ে তিন ধাপ নামলেন শুভমান

-খবর এগারোর পাতায়

E-Tender Notice

Sealed tender are invited for e-NIT No. 01/E-NIT/SGP/2025-26 (2ND Call), 03/E-NIT/SGP/2025-26 for the FY 2025-26. Bid submission closing date 22/07/2025 upto 03.00 P.M. The details are available at website : www.wbtenders.gov.in

Sd/-Pradhan
Salkumar Gram Panchayat
Falakata Block

নতুন রোডম্যাপে অবনমন চায় এআইএফএফ

ভবিষ্যতের চিন্তায় মুখ খুললেন সুনীল-প্রীতমরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জুলাই : 'এই কঠিন সময়ে মাথা ঠান্ডা রাখুন।' এদেশে ফুটবলকে জড়িয়ে যাঁদের দিন গুজরান হয়, তাঁদের প্রতি বার্তা সুনীল ছেত্রীর।

১২ জুলাই হঠাৎই অনির্দিষ্টকালের জন্য ইন্ডিয়ান সুপার লিগ স্থগিত করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে এফএসডিএল। তারপর থেকেই আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন ফুটবলার থেকে কিটম্যান কী মেডিকাল টিম থেকে প্রোডাকশনস ক্রু, সকলেই। যাঁদের সংসার চলে এই ফুটবলকে জড়িয়ে, তাঁদের এমনটা হওয়াই যে স্বাভাবিক, এদিন এই বক্তব্য নিজের সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেছেন সুনীল। প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি সামান্য দেরিতে শুরু হবে, ক্লাবের এই বার্তা তাঁর মুখে হাসি ফুটিয়েছিল। কারণ ছুটি কাটানোর সামান্য বেশি সময় তাতে পাওয়া যায়। কিন্তু সুনীল লিখেছেন, 'ওই সপ্তাহখানেকটাই যখন 'অনির্দিষ্ট' সময়ে বদলে গেল তখন মুখ থেকে হাসি উধাও। এখন বিষয়টা দুশ্চিন্তায় পরিণত হচ্ছে ক্রমশ। যা পরিস্থিতি তাতে ফুটবল নিয়ে চিন্তা বাড়ছে।' তিনি আশাপ্রকাশ করেন, 'আমি জানি থিংকট্যাংক এবং যাঁরা ফুটবলটা চালাচ্ছেন তাঁরা একসঙ্গে ফের ফুটবল মরশুম শুরু করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। দ্রুতই তাঁরা সব সমস্যার সমাধান করবেন দেরি না করে।' ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের কাছে তাঁর আবেদন, 'যাঁরা এদেশের ফুটবলের সঙ্গে জড়িয়ে তাঁরা তো বটেই, বিশেষ করে ম্যাসিওর, কিটম্যান, সাপোর্ট স্টাফ, মেডিকেল টিম, প্রোডাকশন টিম, অপারেশনসের লোকজন এবং ফুটবলাররা দয়া করে মাথা ঠান্ডা রাখুন। আমরা একসঙ্গে যখন ঝড়ের মধ্যে পড়েছি তখন একসঙ্গেই কাটিয়ে উঠব। প্রত্যেকে নিজেকে প্রস্তুত রাখুন। দ্রুত আমরা নিজেদের জায়গায় আবার ফিরব।'

সুনীলের মতোই আশাবাদী প্রীতম কোটালও। তবে তিনি চিন্তিত ফুটবলারদের ফিটনেস নিয়ে। বলছিলেন, 'ফুটবলারদের ফিটনেস সমস্যাটাই সবথেকে বড় সমস্যা। আমরা অফ সিজনে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজেরা অনুশীলন করে ফিট থাকি। তারপর ক্লাবে গিয়ে ফিটনেস ট্রেনারের অধীনে কাটাই। তার ওপরে কোচের অধীনে বল নিয়ে অনুশীলন করে ম্যাচ খেলতে নামি। কিন্তু এটা যত দেরি হবে, ফুটবলারদের ফিটনেস সমস্যা বাড়বে। কারণ বিশেষ একটা সময়ের পর ম্যাচে না ফিরতে পারলে ফিটনেস ধরে রাখা যায় না। এটাই চিন্তার। আশা করি, সবাই বুঝবে এই সমস্যাগুলো। তাছাড়া আমরা শুধু ফুটবলাররাই তো নয়, এর সঙ্গে আরও বহু মানুষের রুটিরুজি জড়িয়ে আছে। মরশুম শুরু হতে যত দেরি হবে ততই আর্থিক সমস্যা বাড়বে। আশা করছি দ্রুত সব সমস্যা মিটে গিয়ে আবার সবাই খেলার মাঠে ফিরতে পারব।' তাঁদের আশা হয়তো বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এফএসডিএল ও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সম্ভবত চুক্তি নিয়ে একটি ঐক্যমতে আসতে চলেছে। নতুন চুক্তিতে ২০২৬ থেকে ২০৩৫ পর্যন্ত একটি রোডম্যাপ থাকছে। কিন্তু সেখানে ফেডারেশন প্রোমোশন ও অবনমন নিয়ে আলোচনা চেয়েছে বলে খবর।

২০২৯ সাল থেকে আইএসএল প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের মর্যাদা পায়। এএফসি-র দেওয়া রোডম্যাপ অনুযায়ী, ২০২২-'২৩ মরশুম থেকে প্রোমোশন চালু হওয়ায় পরপর দুই মরশুমে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন পাঞ্জাব এফসি ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব উঠে আসে। কিন্তু অবনমন এখনও চালু করা যায়নি এফএসডিএলের আপত্তিতে। শুধু অবনমনই নয়, ক্যালেন্ডার নিয়েও একটা স্বচ্ছতা চাইছে ফেডারেশন। তাছাড়া সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন নয়, আগের মতোই আইএসএল চ্যাম্পিয়নদের পাশাপাশি আই লিগ চ্যাম্পিয়নও এএফসির টুর্নামেন্ট খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে, এই প্রস্তাব দিতে চলেছে এআইএফএফ। তাছাড়া আগের মতোই বছরে ৫০ কোটি টাকাই চাওয়া হচ্ছে এফএসডিএলের কাছে। যা খবর তাতে ফেডারেশন আশাবাদী দ্রুত সমস্যা মিটে গিয়ে নতুন চুক্তি হওয়ার বিষয়ে।

এই ছবি পোস্ট করেই আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করলেন সুনীল ছেত্রী।

> আমরা একসঙ্গে যখন ঝড়ের মধ্যে পড়েছি তখন একসঙ্গেই কাটিয়ে উঠব। প্রত্যেকে নিজেকে প্রস্তুত রাখুন। দ্রুত আমরা নিজেদের জায়গায় আবার ফিরব।
>
> **সুনীল ছেত্রী**
> (আইএসএলের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে)

জিতেও স্বস্তি নেই বাগানে

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২ (পাসাং, করণ)
কালীঘাট মিলন সংঘ-১ (সুরজিৎ)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুলাই : ডার্বির মহড়ায় জয়ে ফিরল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। কিন্তু স্বস্তি ফিরল কি?

কলকাতা ফুটবল লিগে প্রিমিয়ারের ম্যাচে কালীঘাট মিলন সংঘকে ২-১ গোলে হারাল মোহনবাগান। ৩ পয়েন্ট এল ঠিকই। তবে এই জয় কষ্টার্জিত বললেও বোধহয় ভুল হবে না। ডার্বির আগের ম্যাচেই প্রথম একাদশে তিন নতুন মুখ আনা বাগান কোচের সাহসী সিদ্ধান্ত বলতেই হয়। ম্যাচের শুরুটা ভালোই করেছিল মোহনবাগান। ৪ মিনিটে সবুজ-মেরুন অধিনায়ক সন্দীপ মালিকের মাপা ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে গোল শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাংয়ের। তারপর থেকেই মোহনবাগানকে চেপে ধরে কালীঘাট। মহম্মদ বিলালের পাশে আদিত্য মণ্ডলকে শুরু থেকেই নড়বড়ে লাগছিল। দলের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব স্পষ্ট। মার্শাল কিস্কু, থংজাম রোশন সিংও বারবার ভুল করছিলেন। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই ১৮ মিনিটে সমতা ফেরায় কালীঘাট। রোশনের মিস পাস দেবনাথ এস হয়ে পান সুরজিৎ হালদার। তাঁর শট বিলালের মাথায় লেগে গোলে ঢুকে যায়। সেখানে শুরুর গোল ছাড়া প্রথম ৪৫ মিনিটে মোহনবাগানের অনুকূলে সুযোগ একটাই।

তবে দ্বিতীয়ার্ধে সবুজ-মেরুন যেভাবে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করল তা কাজে লাগাতে পারলে জয়টা আরও সহজ হত। ৫২ মিনিটে গোগোচার ক্রস থেকে পাসাংয়ের হেড রুখে দেন কালীঘাট গোলরক্ষক। ৫৫ মিনিটে বিলালের বাড়ানো লম্বা বল ধরে ঢুকে পড়েছিলেন থুমসল টংসিন। তবে তাঁর শট কালীঘাট ফুটবলারের শরীরে প্রতিহত হয়। পাশে থাকা অরক্ষিত করণ রাইকে কেন যে বলটা বাড়ালেন না তিনি, সেটাই প্রশ্ন। অবশেষে ৬৪ মিনিটে জয়সূচক গোলটি আসে টংসিনের পাস থেকে। দুরূহ কোণ থেকে করণের শট কালীঘাট গোলরক্ষকের ভুলে গোলে ঢুকে যায়। এর পরও ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। কিন্তু হলে কী হবে, ৭৪ মিনিটে বক্সের মধ্যে গোলরক্ষককে একা পেয়েও জালে বল ঠেলতে ব্যর্থ টংসিন। উলটোদিকে ৭০ মিনিটে কালীঘাটের রাজেন ওরাওঁয়ের শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। ডার্বির আগে পা হড়কেছে ইস্টবেঙ্গলের। ৪ ম্যাচে তাদের ঝুলিতে ৫ পয়েন্ট। সেখানে এক ম্যাচ বেশি খেলে মোহনবাগানের অর্জন ১০ পয়েন্ট।

এদিকে, এদিন আরও একবার হাস্যকর ঘটনার সাক্ষী থাকল কলকাতা লিগ। মোহনবাগান-কালীঘাট ম্যাচে নির্ধারিত ৯০ মিনিট শেষে চতুর্থ রেফারি ৫ মিনিট অতিরিক্ত সময় ধার্য করেন। অথচ ৯৪ মিনিট ১৭ সেকেন্ডে শেষ বাঁশি বাজিয়ে দেন মাঠে থাকা রেফারি শুভজিৎ প্রামাণিক। কালীঘাট আপত্তি জানানোয় ফের খেলা শুরু করেন তিনি। কালীঘাট মিলন সংঘ আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। সেই কারণেই কি শেষ বাঁশি বেজে যাওয়ার পরও সিদ্ধান্ত বদলাল? প্রশ্ন উঠছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ম্যাচের শেষ দিকে রেফারির ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ার জেরেই এই বিপত্তি।

মোহনবাগান : দ্বীপপ্রভাত, মার্শাল, আদিত্য, বিলাল, রোশন, সন্দীপ, মিংমা (গুণরাজ), টংসিন (পাংগামবাম), পাসাং (পীযূষ), গোগোচা (শিবম) ও করণ (নিশার)।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে এগিয়ে দিয়ে উল্লাস শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাংয়ের।

প্রস্তুতিতে খোশমেজাজে থাকলেও বিতর্ক বাড়ছে লামিনে ইয়ামালকে নিয়ে।

লামিনের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

বার্সেলোনা, ১৬ জুলাই : জন্মদিনের পার্টিতে বামন বিতর্ক। তদন্তের মুখে বার্সেলোনার তারকা লামিনে ইয়ামাল।

বার্সার তারকার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, নিজের ১৮তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে মনোরঞ্জনের জন্য একদল বামনকে নিয়ে এসেছিলেন। স্পেনের বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে কাজ করা একটি সংগঠন এই নিয়ে আইনি অভিযোগ করেছে। বামনদের মনোরঞ্জনের কাজে ব্যবহার করাটা স্পেনে আইন বিরোধী বিষয়। যার ফলে স্পেনের সামাজিক অধিকার মন্ত্রণালয় লামিনের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আসা এক বামন সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'লামিনের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কেউ আমাদের অপমান করেনি। আমরা সাধারণ মানুষ। বিনোদনকর্মী হিসেবে কাজ করে উপার্জন করি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের শারীরিক অক্ষমতার জন্যই কি কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না? আমরা নিজেদের সীমা সম্পর্কে জানি। ওই অনুষ্ঠানে নাচ, ম্যাজিক দেখিয়ে সবাইকে আনন্দ দিয়েছি।'

আজ কলকাতা লিগে

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম খিদিরপুর এফসি

সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : কল্যাণী স্টেডিয়াম

মহমেডানের সামনে আজ খিদিরপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুলাই : এখনও রেজিস্ট্রেশন ব্যান ওঠেনি। ফলে সমস্যায় রয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

তার ওপর কলকাতা লিগের শুরুটা একদমই ভালো হয়নি। প্রথম দুটি ম্যাচের একটিতে ড্র ও অপর ম্যাচে হারতে হয়েছে সাদা-কালো শিবিরকে। বৃষ্টির কারণে তৃতীয় ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার খিদিরপুরের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে মহমেডান।

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খেলতে নামার আগে কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু বলেছেন, 'আমাদের প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। খিদিরপুর ম্যাচের জন্য ছেলেরা তৈরি।' খারাপ আবহাওয়ার জন্য মাঝেমধ্যেই লিগে বিঘ্ন ঘটছে। এই প্রসঙ্গে সাদা-কালো কোচ বলেছেন, 'প্রতিবছর এই সময় আবহাওয়া খারাপ থাকে। এই পরিস্থিতিতে ম্যাচ খেলাটা কঠিন। তবে আমরা যে কোনও পরিস্থিতিতে ম্যাচ খেলার জন্য তৈরি।'

বর্ষসেরা হলেন পেদ্রি

বার্সেলোনা, ১৬ জুলাই : বার্সেলোনার বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন স্প্যানিশ মিডিও পেদ্রি।

এই পুরস্কারটি দেয় বার্সেলোনার প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। সেরা খেলোয়াড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারা শুধু মাঠের পারফরমেন্স নয়, মাঠের বাইরে খেলোয়াড়ের কার্যকলাপও দেখে। সদ্যসমাপ্ত মরশুমে পেদ্রি ৫৯ ম্যাচে ৬ গোল এবং ৮ অ্যাসিস্ট করেছিলেন। মহিলা খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্লদিয়া পিনার নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এই মরশুমে লা লিগার সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনহা। ৫৭ ম্যাচে ৩৪ গোল ও ২৫টি অ্যাসিস্ট করে দলকে লা লিগা, কোপা ডেল রে এবং স্প্যানিশ সুপার কাপ জেতাতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। বার্সেলোনার 'বিস্ময় বালক' লামিনে ইয়ামালকে লিগের সেরা অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলার হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

বার্সেলোনার অনুশীলনে পেদ্রি।

বিশ্বের দ্রুতমানব হওয়ার জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের স্মারক হাতে উসেইন বোল্ট।

সেপ্টেম্বরে ভারতে আসছেন বোল্ট

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : অলিম্পিকে আটটি সোনার মালিক তারকা স্প্রিন্টার উসেইন বোল্ট ভারতে আসছেন চলতি বছরে সেপ্টেম্বরে। নয়াদিল্লি এবং মুম্বইয়ে তিনি থাকবেন ২৬-২৮ সেপ্টেম্বর। এটা বোল্টের দ্বিতীয় ভারত সফর হতে চলেছে। তার আগে ভারতীয় সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'আরও একবার ভারতে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি। খেলাধুলার প্রতি ভারতীয়দের আবেগ সত্যিই অনন্য। ভারতে আমার অসংখ্য ভক্ত রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে মুখিয়ে আছি।'

শেষবার ২০১৪ সালে ভারতে এসে একাধিক অনুষ্ঠানে ভক্তদের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছিল বোল্টের। সেবার যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এমনকি যুবরাজের সঙ্গে ১০০ মিটার দৌড়েও অংশ নিয়েছিলেন বোল্ট। এবারও তেমনই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের আশায় রয়েছেন বোল্ট ভক্তরা।

কল্যাণীতে ডার্বি আয়োজন প্রশ্নের মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুলাই : সকাল থেকে সাজোসাজো রব। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতেই বিষাদের সুর।

কল্যাণী স্টেডিয়ামে ডার্বি আয়োজন ঘিরে অনিশ্চয়তা। বুধবার থেকেই ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বড় ম্যাচ আয়োজনের যাবতীয় তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে কল্যাণীতে। এদিন সকালে স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠকও হয় আইএফএ ও কল্যাণী স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের।

লিগের ডার্বিকে কেন্দ্র করে একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে আয়োজকদের। স্টেডিয়াম চত্বরে দুই দলের ফ্যান পার্ক, খাবার স্টল সহ বেশ কিছু অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। আইএসএলে অনলাইনে টিকিট কাটা গেলেও ম্যাচের আগে আলাদা করে বক্স অফিস থেকে তা সংগ্রহ করতে হয়। সমর্থকদের সুবিধার্থে এই ডার্বিতে সম্পূর্ণ অনলাইন টিকিট রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আর এর সবটাই কল্যাণী স্টেডিয়ামের চেয়ারম্যান নীলিমেশ রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে। তবে বুধবার রাতে অনলাইনে টিকিট ছাড়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। আসলে কল্যাণীতে ডার্বি আয়োজনই এখন বিশবাঁও জলে।

এদিন বিকেলে আচমকাই কল্যাণী পুলিশ আইএফএ-কে জানায়, ওখানে ডার্বি আয়োজনে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। প্রাথমিকভাবে বড় ম্যাচে ১৩ হাজার টিকিট বিক্রির ভাবনা ছিল। তাতেই নাকি আপত্তি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কল্যাণী পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের যে উত্তেজনা তা সামাল দেওয়ার পরিকাঠামো নিয়েই সমস্যা দেখা দিয়েছে। এরপরই দফায় দফায় আলোচনা চলছে আয়োজকদের মধ্যে। যদিও বুধবার রাত পর্যন্ত, স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের দাবি, বড় ম্যাচ হবে কল্যাণীতেই। শোনা যাচ্ছে, মুখ রাখতে দর্শকের সংখ্যা আরও কমিয়ে নতুন করে ম্যাচ আয়োজনের আবেদন জানাতে পারে আইএফএ।

এদিকে, কল্যাণীর মাঠ নিয়ে এদিন ম্যাচ শেষেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ ডেগি কার্ডোজো। তিনি বলেছেন, 'বৃষ্টিতে মাঠের অবস্থা ভালো নয়। অসমান বাউন্স।' ওই মাঠ ডার্বির মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আয়োজনের যোগ্য কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ডেগি।

যোগ দিলেন আনোয়ার

কলকাতা, ১৬ জুলাই : বুধবার থেকে ইস্টবেঙ্গল সিনিয়ার দলের অনুশীলনে যোগ দিলেন ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি। এদিন কোচ বিনো জর্জের তত্ত্বাবধানে তিনি অনুশীলন করেন। আনোয়ার ছাড়াও গোলরক্ষক প্রভসুখান সিং গিল ও অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন।

জেতালেন সাদেক

মালদা, ১৬ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার মেহেরপুর স্পোর্টিং ক্লাব ১-০ গোলে গোলে দোগাছি শান্তি ভারতী ক্লাবকে হারিয়েছে। গোল করেন ম্যাচের সেরা সাদেক আলি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

25.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 94J 43203 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "কি অসাধারণ অনুভূতি! এই জয়ের অর্থ হলো একটি উজ্জ্বল আগামীকাল - শুধু আমার জন্য নয়, আমার পুরো পরিবারের জন্য। আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই এটি সম্ভব করার জন্য। আমি এই মুহূর্তকে উপভোগ করবো এবং এটিকে একটি সুন্দর জীবন গড়ার জন্য ব্যবহার করবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা চন্ডি হাজরা - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরা সোমেশ মার্ডি। ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

৪ গোল কুমারগঞ্জের

পতিরাম, ১৬ জুলাই : আইএফএ-র পরিচালনায় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সুপ্রিম কাপ অনূর্ধ্ব-১৪ রাজ্য ফুটবলে বুধবার কুমারগঞ্জ হাইস্কুল ৪-০ গোলে বালুরঘাটের পি এম শ্রী নবোদয় বিদ্যালয়কে হারিয়েছে। পারপতিরাম মাঠে জোড়া গোল করেছে বাদল কিস্কু। বাকি দুইটি গোল সোমেশ মার্ডি ও শুভজিৎ হেমব্রমের। ম্যাচের সেরা সোমেশ। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে রাজীবপুর সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল এবং বাদামাইল এলপি হাইস্কুল।

বিশ্বনাথের জোড়া গোল

বালুরঘাট, ১৬ জুলাই : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলা সুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার ভোরের আলো পতিরাম ৩-২ গোলে কুরাহা ফুটবল দলকে হারিয়েছে। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে ভোরের আলোর বিশ্বনাথ মার্ডি জোড়া গোল করেন। অন্য গোলটি পলাশ বাস্কের। কুরাহার গোলস্কোরার শিবেন মুর্মু ও মনোজিৎ কিস্কু।

ফাইনালে মানিকরা

মালদা, ১৬ জুলাই : আইএফএ-র অনূর্ধ্ব-১৪ সুপ্রিম কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল মানিকরা হাইস্কুল। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হাতিমারি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা হাতিমারির বাবলু মার্ডি।

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে বাবলু মার্ডি। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ।

ম্যাচের সেরা হয়ে অর্জুন মুর্মু। ছবি : দিবাকর সাহা

শিবাজির জয়

রায়গঞ্জ, ১৬ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবলে বুধবার শিবাজি সংঘ ২-১ গোলে সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়কে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে শিবাজির ভীম হেমব্রম জোড়া গোল করেন। সুরেন্দ্রনাথের গোলদাতা বিশ্বনাথ হাঁসদা। ম্যাচের সেরা শিবাজির অর্জুন মুর্মু। বৃহস্পতিবার খেলবে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব ও অ্যাকাডেমি অফ ফুটবল।